## KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No. : KLMLGK 2007/ | Place of Publication : ২০৮/[illegible], [illegible], কল-৫৮ |
| Collection : KLMLGK | Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত |
| Title : বিভাব (BIVAV) | Size : 5.5" x 8.5" |
| Vol. & Number : 18/1<br>18/2<br>18/4<br>19/2 | Year of Publication : Sep - 1995<br>Jan - March 1996<br>Feb - 1997<br>Oct - 1997 |
| | Condition : Brittle / Good ✓ |
| Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, [illegible] সেনগুপ্ত | Remarks : |

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিশেষ গ্রীষ্মকালীন সংখ্যা ১৪০৩

এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

*বছরের শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রযোজনা হিসাবে*

*পুরস্কৃত নাটক* — টিকটিকি

*অতীতের বিখ্যাত গায়িকা ও অভিনেত্রী*

ইন্দুবালা দেবীর

*দুষ্প্রাপ্য স্মৃতিকথামূলক ভ্রমণকাহিনীর প্রথম মুদ্রণ*

# বিভাব

প্রধান সম্পাদক ।। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদক ।। আরতি সেনগুপ্ত

বিভাব

*With Best Compliments From*

B. BANERJEE

# বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
গ্রীষ্মকালীন সংখ্যা ১৪০৩ বিংশ বর্ষ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র • কলিকাতা-৭০০ ০০৯ •

*অপ্রকাশিত রচনা*

ইন্দুবালা : নানা প্রসঙ্গ ও
একটি অপ্রকাশিত ভ্রমণলিপি ১ বাঁধন সেনগুপ্ত

*প্রবন্ধ*

"নারী যুগে যুগে" ২২ কল্যাণী দত্ত

*কবিতা*

চিন্ময় গুহঠাকুরতার কবিতা ২৫ মল্লিনাথ গুপ্ত
প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ৩২ মল্লিনাথ গুপ্ত
অনিতা অগ্নিহোত্রীর কবিতা ৩৯ মীরা সেনগুপ্ত
মানসের জন্য কয়েক লাইন ৫০ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

*গল্প*

আলো আমার আলো ৪৩ প্রদীপ দাশগুপ্ত

*ক্রোড়পত্র*

টিকটিকি ৫৩ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

**সম্পাদকমণ্ডলী :**
পবিত্র সরকার  বন্দনা সান্যাল  চন্দ্রশেখর রুদ্র
ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল  দেবীপ্রসাদ মজুমদার  সাধন সরকার

**প্রধান সম্পাদক :**
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

**সম্পাদক :**
আরতি সেনগুপ্ত

**প্রধান যোগাযোগকেন্দ্র ও লেখা পাঠাবার ঠিকানা :**
সম্পাদকীয় দপ্তর
'বিভাব'
৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলকাতা ৬৮

**প্রচ্ছদ :**
রনেন আয়ন দত্ত

দাম : কুড়ি টাকা

সডাক : পঁচিশ টাকা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৫০৮/এ যোধপুর পার্ক, কলকাতা ৬৮ থেকে প্রকাশিত এবং টেকনোপ্রিন্ট, ৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত।

# সম্পাদকীয়

বিভাব কুড়ি বছরে পা দিল। কোনো সাহিত্য সংস্কৃতি পত্রিকার পক্ষে এই আয়ু যথেষ্ট দীর্ঘই বলতে হবে। কি আয়ুবিবশকারী পরিশ্রমের পর এক একটি সংখ্যা প্রকাশ করতে হয় তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু নিয়ন্ত্রণহীন মুদ্রণব্যয় বা কাগজের মূল্যবৃদ্ধিই নয়, সত্যিকারের যোগ্য লেখা সংগ্রহ আরো দুরূহ ও অনিশ্চিত হয়ে উঠছে আজকাল। শুধু অপ্রতুল ভাল লেখার অভাবেই পত্রিকার প্রকাশকাল মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে পিছিয়ে দিতে হয়। তার ওপর এবারের নির্বাচন এবং তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নানা কারণে আমাদের বর্তমান সংখ্যাও যথেষ্ট দেরীতে প্রকাশিত হলো। প্রিয় পাঠকদের কাছে এর জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। সিনেমার শতবার্ষিকী এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সিনেমার ইতিহাস আমরা গত সংখ্যায় পর্যালোচনা ও স্মরণ করেছি। সময়ের নিরিখে খানিকটা কম হলেও বাংলা সিনেমার সূচনাকাল থেকে সদ্যতম কাল অবধি একটি বিস্তৃত পরিচয়ও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি ঐ সংখ্যায়। প্রমথেশ বড়ুয়ার "মুক্তি", বিমল রায়ের "উদয়ের পথে" থেকে শুরু করে স্থিরচিত্রসহ তাৎপর্যপূর্ণ দশটি চিত্রনাট্য সংখ্যাটির বিশেষ আকর্ষণ ছিল। যে অভূতপূর্ণ সাড়া আমরা পেয়েছি "বিভাবে"র প্রকাশকালের ইতিহাসে তা আগে কখনো পাইনি। সীমিত সংখ্যায় ছাপার কারণে সেই সংখ্যাটি প্রায় নিঃশেষিত। "বিভাবে"র কার্যালয়ে সিনেমা-গবেষক ও চলচ্চিত্র শিল্পের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অল্প কিছু সংখ্যা রাখা আছে। পাঠা হিসাবে সংখ্যাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সম্ভাবনা আছে নিকটসময়ে। আশা রাখি পাঠকের চাহিদা তখন আমরা পূরণ করতে পারবো।

এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ অতীতের বিখ্যাত গায়িকা ও অভিনেত্রী ইন্দুবালার একটি স্মৃতিমূলক ভ্রমণকাহিনী। দুষ্প্রাপ্য এই রচনাটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ইন্দুবালার পালিত পুত্রের কাছ থেকে এটি উদ্ধার করেছেন ডঃ বাঁধন সেনগুপ্ত। ভূমিকাও লিখেছেন তিনি। তার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা। বছরের শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রযোজনা হিসাবে শিরোমণি পুরস্কারপ্রাপ্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও কৌশিক সেন অভিনীত "টিকটিকি" নাটকটির সম্পূর্ণ অভিনয়-খসড়াটির প্রকাশও এই সংখ্যার আরেক বিশেষ আকর্ষণ। নিজের করা অনুবাদের ভিত্তিতে সৌমিত্র নাটকটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাকেও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সংবাদপত্রের খবরে জানা গেল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহিত্য পুরস্কারগুলি শিক্ষা দপ্তর থেকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে আনার কথা ভাবা হচ্ছে। আনলে এটি একটি অত্যন্ত উচিত কর্ম হবে। রবীন্দ্র পুরস্কারের নামে যে অনভিপ্রেত গোপনীয়তা ও প্রহসন বছরের পর বছর চলে আসছে তা নতুন করে উল্লেখের প্রয়োজন নেই। তবে পুরস্কার যখন জনসাধারণের অর্থ থেকেই দেওয়া হয়, তখন কারা কারা নির্বাচক ছিলেন, সেই নির্বাচকদের কে নির্বাচন করেন, কোন কোন বই প্রাথমিকভাবে পুরস্কারের

জন্য বিবেচিত হয়েছিল, পুরস্কৃত বইটি কোন বিশেষ গুণে অন্যান্য রচনা থেকে আলাদা, তার তাবৎ তথ্য প্রকাশ্যে সকলের গোচরে আনতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য। এই একই কথা কেন্দ্রের সাহিত্য অকাদেমীর পুরস্কারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তারাও একই অপরাধে অপরাধী। পৃথিবীর কোনো দেশে পুরস্কারের ক্ষেত্রে এমন লুকোচুরি ও যথেচ্ছাচার হয় বলে জানিনা। নোবেল পুরস্কার, বুকার পুরস্কার থেকে শুরু করে পৃথিবীর যাবতীয় মান্য পুরস্কারের ক্ষেত্রে সবকিছু তথ্য সাধারণ পাঠক ও জনসাধারণ জানতে পারেন। যোগ্যতা প্রশ্নাতীত হলে সাহিত্যপুরস্কার নিয়ে এমন অন্তরালবর্তী ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজন আছে কি? গুজবে কান দিতে নেই, শুনেছি অতীতে যেমন মৌলিক সৃজনশীল বয়স্ক সাহিত্যিকরা বিচারকমণ্ডলীর অন্তর্গত হতেন, তাদের সংখ্যা নাকি কমে কমে প্রায় অনুল্লেখ্য পর্যায়ে এসেছে। বেড়েছে জীবনানন্দের ভাষায় "সমারূঢ়"-গোত্রীয় নির্বাচকদের। মৌলিক সৃজনশীল রচনার প্রতি এই ক্রমবর্ধমান অনীহা আমাদের এবং প্রতিটি সৎ সাহিত্যপাঠককে শঙ্কিত করতে বাধ্য। প্রবন্ধ, গবেষণাধর্মী রচনার খুবই প্রয়োজন আছে। আমরাও তার যোগ্যতার (যদি সত্যিকারের যোগ্য হয়।) স্বীকৃতিতে আনন্দিতই হবো। কিন্তু প্রবন্ধ রচনা বা গবেষণা কর্ম তো মূল সৃজনশীল রচনাগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। আগে মৌলিক রচনা তবেই তো পরে গবেষণা। সৃজনশীল গদ্যরচনার জন্য বঙ্কিম পুরস্কার নির্দ্ধারিত। আলাদাভাবে বিদ্যাসাগর পুরস্কারও আছে। তবে কবিতার জন্য কেন আলাদা পুরস্কার থাকবে না। কবি রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত রবীন্দ্রপুরস্কারটিকে আলাদাভাবে শুধু কবিতার জন্য রাখলে এই পুরস্কার আলাদা মর্যাদা পেত। শিক্ষা দপ্তর, বলাই বাহুল্য, এদিকে লক্ষ্য না রেখেই নানারকম ভিন্ন চরিত্রের গদ্যগ্রন্থ পুরস্কারের জন্য (কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া) নির্বাচন করেন। তাই অবিলম্বে এই তিনটি পুরস্কার শিক্ষা দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ থেকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনে আনা অবশ্যই উচিত। এ বিষয়ে বর্তমান তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রীর যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। না হলে সাহিত্য পুরস্কারের গুরুত্ব যা শিক্ষাদপ্তরের অযোগ্যতায় ক্রমশই কমে কমে প্রায় হাস্যকর পর্যায়ে চলে গেছে, তা এক প্রহসনে পর্যবসিত হবে।

সম্প্রতি সহর ও গ্রামীণ লিটিল ম্যাগাজিন নিয়ে এক মহতী সভার আয়োজন করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী। সভায় লিটিল ম্যাগাজিন প্রকাশে নানা সমস্যার কথা আলোচনা করা হয়। উপস্থিত সম্পাদকরা তাদের আলোচনা প্রসঙ্গে অযৌক্তিক কাগজের মূল্য এবং মুদ্রণব্যয় বৃদ্ধির কথা পর্যালোচনা করেন। কাগজের বিপণন সমস্যার বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্ব পায়। আকাদেমীর সচিব সদস্য বলেন সৃষ্ঠ বিপণনের বিষয়টি তিনি সরকারের গোচরে আনবেন। সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে, বিশেষ করে লিটিল ম্যাগাজিন নিয়ে তাঁরা যে সত্যিকারের আন্তরিক ভাবনাচিন্তা করছেন এ জন্য আকাদেমী পরিচালক কর্তৃপক্ষ সকলেরই সাধুবাদ পেয়েছেন।

আমাদের পরমপ্রিয় পঞ্চাশের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কবি মানস রায়চৌধুরী সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা। বাংলা আকাদেমীর সৌজন্যে আকাদেমী হলে আমরা বিভাবের তরফ থেকে একটি স্মরণসভার আয়োজন করেছিলাম। সেখানে নানান আর্দ্র আলোচনার সঙ্গে কবির স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার বিষয়টিও আলোচিত হয়। বিভাবের এই সংখ্যাটি আমাদের প্রিয় প্রয়াত কবির স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করা হলো।

**বিভাব সম্পাদকমণ্ডলী**

লেখিকা/কবি/মতি — মন্দাক্রান্তা
সময়: — ১৪।৭।৩৫
ইন্দ্রনগর

"ভূমিকা"

"ভ্রমণ কাহিনী" লেখবার প্রথম আমার কোনদিনই ছিলনা; এমনকি বইও, আমার উপাস্য স্বামীর মুখে যাঁকে আছেন, তিনি শ্রীযুক্তবাবু ইন্দু শেখর না- তিনিই এ সব বিষয়ে যথেষ্ট পান্ডিত্য রাখেন। তাঁর এ সব লেখবার সময়ও খুব। তখন আমার নামেই লেখে তার বলেন ইন্দু লিখেছে। আমি তাঁর এই সুন্দর = সরল ভাষার লেখা কোন দিন প্রকাশ করতে পারবো কিনা জানিনা। তবে তাঁর এই বাঙ্গলা লেখার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারিনা। খুব আশ্চর্য্য হয়ে যাই। যখন তিনি দেওয়ার নিয়মা = গোপাল স্বামী (হিন্দুস্থানী) তাঁর এ ক্ষমতা দেখে আমার মত সামান্য নারী মুগ্ধ হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। আমার মনে হয় বাঙ্গলা। শিক্ষিত ভদ্রলোক যাঁরাই পড়বেন মুগ্ধ হবেন নিশ্চয়ই। আমারই মান্দ্রাজে "সাম-সাক্ষী" মন্দির যা যা দেখেছি। সাহিত্য মত তাঁকে লেখাবার জন্য সাথে দিয়ে তারে লিখে রাখলাম। পরে তিনি লিখে দেবেন যাহা মালা গেঁথে। ইন্দু

বাঁধন সেনগুপ্ত

—

# ইন্দুবালা : নানা প্রসঙ্গ ও একটি অপ্রকাশিত ভ্রমণলিপি

এই শতাব্দীর ঠিক সমবয়েসী ছিলেন সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা দেবী। জন্ম ১৯শে কার্তিক ১৩০৫ বঙ্গাব্দ পাঞ্জাবের অমৃতসরে। পিতা মতিলাল বসু ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত 'বোসেস সার্কাস' দলের মালিক। সেকালের অর্থাৎ বিগত শতাব্দীর শেষার্ধে নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম পুরুষ কবি মনোমোহন বসু ছিলেন মতিলালের পিতা। ইন্দুবালার ঠাকুর্দা মনোমোহনের সেকালে লেখা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম 'রামাভিষেক' ( ১৮৬৭ ), 'প্রণয় পরীক্ষা' ( ১৮৬৯ ), 'সতী' ( ১৮৭৩ ), 'হরিশচন্দ্র' ( ১৮৭৫ )। এছাড়া, মনোমোহনের গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতামালা 'হিন্দুর আচার ব্যবহার' ( ১৮৩৩ ) ও 'বক্তৃতামালা' ( ১৮৭৩ ) ও উপন্যাস 'দুলীন' ( ১৮৯১ ) সেকালে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ইন্দুবালার মা রাজবালা বিয়ের আগে মতিলালের থিয়েটারে সার্কাসে তারের ওপর সাইকেল চালানোর খেলা দেখাতেন। ১৮৮৭ সালে ১৫/১ নং দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রীট, পাথুরিয়ায় রাজবালার জন্ম হয়। অভিনেত্রী হিসেবেও সেকালে তাঁর বেশ নাম ডাক ছিল। রাজবালার অভিনীত নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'গঙ্গা আনয়ন' ( ১৮৯৩ ) 'শঙ্করাচার্য্য' ( ১৯০৯ ), 'তপোবল' ( ১৯১১ ) ও 'রৈবতক' ( ১৯২৪ )। মাত্র আট বছর বয়সেই ইন্দুবালার মা রাজবালা 'গঙ্গা আনয়ন' ( ১৮৯৩ ) পালায় ভগীরথের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯২০ সালে রাজবালার নেতৃত্বে রামবাগান বা রূপোগাছির মেয়েরা 'রামবাগান নারী সমিতি' গড়ে তোলেন। এই সময়ে বন্যাত্রাণের জন্যে সোনাগাছির দেখাদেখি সমিতির অধীনে রাজবালা 'কাঙ্গালিনী থিয়েটার' গড়ে তোলেন। এই থিয়েটারই পরে রাজবালার উদ্যোগে 'দি রামবাগান ফিমেল কালী থিয়েটার'-এ পরিণত হয় ( ১৯১২ খৃঃ )। মোট বারোটি নাটক এই ফিমেল কালী থিয়েটারে পরিবেশিত

হয়েছিল। যেমন—বিল্বমঙ্গল, হীরের ফুল, খাসদখল, নরমেধ যজ্ঞ, বরুণা, পলিন, হীরেমালিনী, কুজ্জদরদী, আলিবাবা, রেশমী রুমাল, পরদেশী ও চন্দ্রগুপ্ত।

ইন্দুবালার থিয়েটার জীবনের শুরু এই ফিমেল কালী থিয়েটারেই। তেইশ বছর বয়সে যে সব নাটকে ও যে চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছিলেন তা' হল পাগলিনী ( বিল্বমঙ্গল ), রতি ( হীরের ফুল ), গিরিবালা ( খাসমহল ), কাত্যায়নী ( নরমেধ যজ্ঞ ), বরুণা ( বরুণা ), পলিন ( পলিন ), মালিনী ( হীরে মালিনী )। হাকিমের স্ত্রী ও করিম ( কুজ্জদরদী ), সাকিনা ( আলিবাবা ), রামলোচন ( রেশমী রুমাল ), শাকিয়া ( পরদেশী ), ছায়া ( চন্দ্রগুপ্ত ) ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে বিল্বমঙ্গল, নরমেধ যজ্ঞ, বরুণা, পলিন, খাসদখল ও আলিবাবা নাটকে মা ও মেয়ে একত্রে অভিনয় করেছিলেন। বছর দুই বাদে খড়্গপুরে থিয়েটার করতে গিয়ে 'ফিমেল কালী থিয়েটার' বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং তার কিছুকাল পরেই এই থিয়েটার উঠে যায়। ১৯৩৫ সালে রাজবালা 'রাতকানা' নামে হিন্দী ও বাংলা ডবল ভার্সানে তোলা খেমকাজীর একটি ছবিতেও অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। ২৭ শে ভাদ্র ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে বিরাশী বছর বয়সে ইন্দুবালার মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা গান শিখতে শুরু করেন পাঁচ-ছয় বছর বয়স থেকে। পিতা মতিলালের কাছে তাঁর গান শেখা শুরু হয়। প্রথম শেখা সেই ব্রহ্মসঙ্গীতটি ছিল—'নাদ ব্রহ্ম জীবন্ত প্রমাণ / গানরূপী হরি হরিরূপী গান॥' পরে মা রাজবালার কাছে ধ্রুপদ গান শেখা শুরু করেন ইন্দুবালা। মতিলাল এক সময় নিজে রাজবালাকেও ধ্রুপদ শিখিয়েছিলেন। পরে অবশ্য রাজবালা নিজে বাড়িতে ওস্তাদ রেখে ধ্রুপদ গান শিখতেন। সঙ্গত করতেন সেকালের বিখ্যাত পাখোয়াজ শিল্পী ওস্তাদ দুলী ভট্টাচার্য। তেরো বছর বয়সে পণ্ডিত গৌরীশংকর মিশ্রের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্দুবালার সঙ্গীত শিক্ষা শুরু হয়। গৌরীশংকরের ছাত্রছাত্রী-দের মধ্যে ছিলেন শ্বেতাঙ্গিনী, কৃষ্ণভামিনী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও অনাথনাথ বসু ইত্যাদি। ১৯৪৫ সালে কলকাতায় ১৫৮ বলরাম দে স্ট্রীটের বাড়িতে আশি বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ( জন্ম ১৮৬৫ ) ত্যাগ করেছিলেন ওস্তাদ গৌরীশংকর। গৌরীশংকরের পর ইন্দুবালা গান শেখেন মুজরো প্রতি ৫০০ টাকা পাওয়া সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়িকা গহরজানের কাছে। ইন্দুবালার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গহরজান তাঁকে বিনা পারিশ্রমিকে তাঁর ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের বাড়িতে গান শেখাতে রাজী হন। গহরজান মহীশূরে চলে যাবার পর ইন্দুবালা গৌরীশংকরের



ছোট ভাই কালীপ্রসাদের কাছে তালিম নিতে শুরু করেন। ১৯১৬ সালে সতেরো বছর বয়সে গ্রামাফোন কোম্পানীর ভগবতী ভট্টাচার্য ও মণীন্দ্রনাথ ঘোষের আগ্রহে ইন্দুবালার প্রথম রেকর্ড (p 4390) বেরোয়। গান দুটি হল 'ওরে মাঝি তরী হেথা' আর 'ও তুমি এসো হে'। বাড়িতে ইন্দুবালার তখন নিজস্ব কোনো গ্রামাফোন ছিল না। নিজের প্রথম রেকর্ডের গান কলের গানের অভাবে শুনতে না পারায় ক্ষোভে ও অভিমানে মোন্‌তাবাবুর ( মণীন্দ্রনাথ ) সামনে গিয়ে নিজের রেকর্ডটি ইন্দুবালা এক আছাড়ে ভেঙে ফেলেছিলেন। রাগের কারণ জেনে অবশেষে মোন্‌তাবাবুই কোম্পানীকে বলে বিরাট স্ট্যাণ্ডওয়ালা একটা গ্রামাফোন তখন ইন্দুবালাকে উপহার দেন। শ্রোতাদের কাছে সেই গান অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়ায় গান দুটি পরে গ্রামাফোন কোম্পানী রি-টেক করিয়ে নেন। রেকর্ড বুলেটিনে তখন থেকেই ইন্দুবালাকে 'সর্বপ্রথম এ্যামেচার আর্টিস্ট'-এর মর্যাদা দেওয়া হয়। কেননা সে সময় রেকর্ডে বাংলা গান গাইবার জন্যে তিনি কোন পারিশ্রমিক নিতেন না। তাই রেকর্ডে গানের শেষে তিনি নিজের নাম ঘোষণা করে বলতেন—"মাই নেম ইজ ইন্দুবালা, এ্যামেচার"। রেকর্ড কোম্পানীর মতে, In 1916 She was approached by the Gramaphone Company Limited, and She make some very successful records, which soon increased her fame as singer. Since then She has been continuously in the service of "His Master's Voice" and She holds a high place in the estimation of Gramaphone "fans". She was the first Indian Lady Singer to make records as an amateur. She received suitable present from the Company from time to time in recognition of her services and was eventually awarded the gold medal which is only given by the Gramaphone Company to its most celebrated artist"...

সেকালে যত রকমের রেকর্ড হত সব রকমের রেকর্ডেই তিনি গান গেয়েছিলেন। ১৯১৬-১৯৪২ সাল পর্যন্ত একটানা ছাব্বিশ বছর রেকর্ড করবার পর গণ্ডগোল হল কোম্পানীর সঙ্গে। তখনকার দিনে বাঙালী শিল্পীদের দিয়ে কোম্পানী হিন্দী বা উর্দুতে গান গাওয়াতেন না। তাঁদের মতে, বাঙালীদের উচ্চারণ ঐ সব গানের উপযুক্ত নয়। ইন্দুবালা দাবী করলেন, তাঁকেও অন্যান্য ভাষায় রেকর্ডে গান গাইবার সুযোগ দিতে হবে। কোম্পানী ইন্দুবালার অনশন সত্ত্বেও রাজী হলেন

না। ইন্দুবালা কোম্পানী ছাড়লেন, কিন্তু নিজের দাবী থেকে সরে এলেন না। কয়েক বছর বাদে ব্যবসায়িক স্বার্থে কোম্পানী বাধ্য হয়ে ইন্দুবালার দাবী মেনে নিলেন। তাঁর কণ্ঠের দুটি হিন্দী গান রেকর্ড করালেন কোম্পানী। "জগ ঝুটা সারা সাঁইয়া" ও "বিষয় বাত মম" (HMV P 9836)। গান দুটি ভীষণ জনপ্রিয়তা পেল। বাণীর স্পষ্টতায়, নিখুঁত উচ্চারণে অবাঙালী শ্রোতারাও রেকর্ড শুনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন। ফলে কোম্পানীর আগেকার নিয়ম বাতিল করতে হল। স্থির হল, যোগ্যতা অনুযায়ী এর পর বাঙালীরাও অন্য ভাষার গানে প্রবেশাধিকার পাবেন। এ ব্যাপারে ইন্দুবালাই পথিকৃতের মর্যাদা পান।

রেকর্ড কোম্পানীর সুবাদেই প্রোফেসর জমিরুদ্দীন খাঁর সংস্পর্শে আসেন ইন্দুবালা। তিনিও গহরজানের শিষ্য ছিলেন। জমিরুদ্দীনকে বলা হত ঠুংরীর বাদশা। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে প্রয়াত এই বাদশার সংস্পর্শে এসেছিলেন স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলাম। জমিরুদ্দীনের পর নজরুল যখন গ্রামাফোন কোম্পানীর ট্রেনার নিযুক্ত হলেন তখন ইন্দুবালাও নজরুলের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেলেন। প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হিসেবে যিনি প্রায় আট বছর ধরে জমিরুদ্দীনের ট্রেনিংএ গান গেয়ে সুনাম অর্জন করেছেন তাঁকে পেয়ে স্বভাবতঃই নজরুলও খুশী। নজরুলের নিজের গান তাঁরই তত্ত্বাবধানে গেয়ে গোড়ায় যাঁরা সুনাম পেয়েছিলেন ইন্দুবালা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্যা। কাজীর কাছে শেখা এবং রেকর্ডে গাওয়া ইন্দুবালার প্রথম দুটি গান হল 'রুমু ঝুমু রুমু ঝুম' ও 'চেয়োনা সুনয়না আর' (Record no. P 11661)।

প্রথম রেকর্ড করতে ইন্দুবালা গ্রামাফোনে এসেছিলেন ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে। রেডিওতে গান গাইতে শুরু করেন ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে রেডিও (কলকাতা) প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় দিনেই। পারিশ্রমিক ছিল দশ টাকা। পরে শুরু হয় মাসে চারদিনের অনুষ্ঠান। পারিশ্রমিক প্রথম দিন সাড়ে বারো টাকা। দ্বিতীয় দিনে পনেরো টাকা। তৃতীয় দিনে বাইশ টাকা। আর শেষ দিনে সাতাশ টাকা। শেষ দিকে বছরে একটা অনুষ্ঠানের জন্যে পঁচাত্তর টাকা পেতেন। রেডিওতে তিনি একটানা প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে গান গেয়ে এসেছেন। গাইতেন বাংলা, হিন্দী, ভজন, উর্দু, গজল, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত ও পুরাতনী গান সহ বিভিন্ন ধরনের গান।

১৯৩৬ সালের ২৪শে মে কলকাতার শ্রী সিনেমা হলে ইন্দুবালাকে প্রথম সম্বর্ধনা জানানো হয়। আয়োজক ছিলেন শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে, নজরুল ইসলাম, আর. এল. সাহা, বি. সেন ও চণ্ডীচরণ সাহা। এর আগেই ভারতবর্ষের



নানাস্থানে ইন্দুবালা গান গেয়ে মাতিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সেই সাফল্যের কারণেই এই সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। সেই সফরের সময় মাদ্রাজে ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৩৫ (বুধবার) স্টেশন চত্বরেই তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকায় ইন্দুবালার সেই গানের প্রশস্তি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। তাঁর এই জনপ্রিয়তার কারণে তাঁকে তিন বছরের মধ্যেই প্রায় চারবার মাদ্রাজে গান গাইবার জন্যে যেতে হয়। একই সময়ে তিনি মহীশূরেও গান গাইতে যান। এছাড়া, দক্ষিণ ভারতের নানা জায়গায় তাঁকে বিভিন্ন সময়ে গানের আমন্ত্রণে সাড়া দিতে হয়েছে। মহীশূর রাজদরবারে সে সময় তাঁকে সভাগায়িকার সম্মান প্রদান করা হয়। পুরী ও নেপালের রাজদরবারে তিনি আগেই গেয়ে এসেছিলেন। সভাগায়িকা হবার পর মহীশূর-রাজ নিয়মিত দরবারে ইন্দুবালার গান শুনতেন। এরই ফাঁকে ১৯৩৭ সালে বোম্বাই থেকে ডাক পেয়ে ইন্দুবালা চলচ্চিত্রে গান ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। ১৪ই মে ১৯৩৮ ইন্দুবালা অভিনীত প্রথম হিন্দী ছবি রণজিৎ মুভিটোনের 'রিক্সাওয়ালা', ছবিটি বোম্বাইয়ের ওয়েস্ট এণ্ড সিনেমা হলে মুক্তি পায়। বোম্বের সেকালের প্রখ্যাত সিনেমা পত্রিকা (জুন ১৯৩৮) Film India লিখেছিলেন, Indubala sang well and her comic skit was put over well. ছবিটির আসল নাম Bhola Raja Rickshawala. বোম্বাইতে ইন্দুবালা চারটি হিন্দী ছবি ভোলারাজা রিক্সাওয়ালা, নদী কিনারে, হোলি ও দেওয়ালী ছাড়াও দুটি উর্দু ছবি শের ই কাবুল, মিস সুন্দরী'তে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে এবং গান গেয়ে সবিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। এর পরই মাদ্রাজে গিয়ে ইন্দুবালা প্রথমে তামিল ছবি Naveena Satharam ও ডবল ভার্সান ছবি (তামিল ও হিন্দী) 'ইম্প সাগর'এ অভিনয় করে ও গান গেয়ে সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করার সুযোগ পান। Naveena Satharam-এ বিভিন্ন চরিত্রে ইন্দুবালার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন S. D. Subhalakshi, R. Saukaralingam, Jolly Kittu Iyer, S. S. Mavi, Bagavathar, G. Pattu Iyer, K. K. Parvathi Bai সহ সেকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীবৃন্দ। ১৯৩১ সালে বাংলা 'যমুনা পুলিনে' ছবিতে ইন্দুবালার চলচ্চিত্রে অভিনয় জীবনের শুরু হয়।

## চলচ্চিত্রে ইন্দুবালা অভিনীত ছবির তালিকা

East India Film Co. নির্মিত

বাংলা ছবি : ১) যমুনা পুলিনে ( চরিত্র—কুটীলা )
পরি : প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী ১৯৩১
২) বিদ্রোহী ( চরিত্র—ব্রাহ্মণী )
পরি : ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ১৯৩৬

হিন্দী ছবি : ৩) নল দময়ন্তী ( চরিত্র—দময়ন্তী মাতা)
পরি : বি. এস. রাজহংস ১৯৩১
৪) সীতা-অশোকা ( চরিত্র—ধাত্রী )
পরি : দেবকী বসু ১৯৩১
৫) রাধাকৃষ্ণ ( চরিত্র—কুটীলা )
পরি : প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী ১৯৩২
৬) বিদ্রোহী ( চরিত্র—ব্রাহ্মণী )
পরি : ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ১৯৩৬
৭) নাইট গার্ড ( চরিত্র—পরিচারিকা Bar-Maid)
পরি : ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ১৯৩৬
৮) মার্ভারার ( চরিত্র—লখিয়া )
পরি : জি. আর. শেঠি ১৯৩৬
৯) স্টেপ মাদার ( চরিত্র—নাঈকা বাঈ )
পরি : সোরাবজী কেরাওয়ালা ১৯৩১

উর্দু ছবি : ১০) কিং ফর এ ডে ( চরিত্র—ধাত্রী )
পরি : বি. এস. রাজহংস ১৯৩১
১১) সেলিমা ( চরিত্র—শিরিণ )
পরি : মধু বসু ১৯৩৬
১২) সুলতানা ( চরিত্র—বেহুইন রাণী )
পরি : এ. আর. কারদার ১৯৩৬
১৩) মিস্টার ডব্লু ( একটি হাসির চরিত্রে )
পরি : যতীন দাস ১৯৩৬



১৪) খাইবার পাশ ( চরিত্র—মরিণা )
পরি : গুল হামিদ ১৯৩৬
১৫) বাগী সিপাহী ( চরিত্র—হাসনা )
পরি : এ. আর. কারদার ১৯৩৬

New Theatres Ltd-এর

বাংলা ছবি : ১৬) মীরাবাঈ ( চরিত্র—চারিণী )
পরি : দেবকী বসু ১৯৩২
১৭) এক্সকিউজ মি স্যার ( চরিত্র—মিসেস তারিণী রায় )
পরি : ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ১৯৩৩

হিন্দী ছবি : ১৮) রাজরাণী মীরা ( চরিত্র চারিণী )
পরি : দেবকী বসু ১৯৩২
১৯) এক্সকিউজ মি স্যার ( চরিত্র—মিসেস তারিণী রায় )
পরি : ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ১৯৩৩
২০) দুলারী বিবি ( চরিত্র—দুলারী বিবি )
পরি : দেবকী বসু ১৯৩২

Bharatlakshmi Talking Pictures-এর

বাংলা ছবি : ২১) চাঁদ সদাগর ( চরিত্র—মেনকা )
পরি : প্রফুল্ল রায় ১৯৩৪
২২) শুভ ত্র্যহস্পর্শ ( চরিত্র—গিন্নী )
পরি : মন্মথ রায় ১৯৩৪

হিন্দী ছবি : ২৩) রামায়ণ ( চরিত্র—মন্থরা )
পরি : পণ্ডিত সুদর্শন ও প্রফুল্ল রায় ১৯৩৩
২৪) বলিদান ( চরিত্র—মুন্নীবাঈ )
পরি : প্রফুল্ল রায় ১৯৩৬
২৫) কুমারী বিধবা ( চরিত্র—রাধা )
পরি : পিটার সুদর্শন ১৯৩৪

উর্দু ছবি : ২৬) ডাকু-কা-লড়কা ( চরিত্র—সুরানী )
পরি : চারু রায় ১৯৩৬

পাঞ্জাবী ছবি : ২৭) ঢোলক-কি ঢোলকি ( চরিত্র—যোগিনী )
পরি : আর. ডি. আজাদ ১৯৩৬

Madan Theatre হিন্দী ছবি : ২৮) আঁখ-কা-তারা ( চরিত্র—মালিনী )
পরি : জ্যোতিষ ব্যানার্জী ১৯৩৬

২৯) রিজেনারেশন ( চরিত্র—লক্ষী )
পরি : মিঃ এজরামীর ১৯৩৬

India Film Industries

বাংলা ছবি : ৩০) বিল্বমঙ্গল ( চরিত্র—পাগলিনী )
পরি : প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী ১৯৩৩

Lucknow Picture Co.

উর্দু ছবি : ৩১) নুরী (চরিত্র—উদ্বোধনী গানের নায়িকা )
পরি : অজ্ঞাত ১৯৩৫

New Tone Film Production ৩২) আহ-এ-মাজলুমান ( চরিত্র—রহিমান )
পরি : এন. জি, বুলচন্দ্রনী ১৯৩৫

The Morgan Film Co. (Madura)

তামিল ছবি : ৩৩) নবীনা সারংধর ( চরিত্র—সন্ন্যাসিনী )
পরি : সুব্রাহ্মন্যম্ ১৯৩৬

Star Film Co. হিন্দী ছবি : ৩৪) জলজলা ( চরিত্র—সন্ন্যাসিনী )
পরি : সোরাবজী কেরাওয়ালা ১৯৩৬

৩৫) ফোর টুয়েন্টি ( চরিত্র—রানী )
পরি : সোরাবজী কেরাওয়ালা ১৯৩৬

Bengal Talkies হিন্দী ছবি : ৩৬) ওয়ান ফেটাল নাইট ( চরিত্র—বিজলী )
পরি : মধু বসু ১৯৩৬

The United Artists Corporation (Madras)

তামিল ছবি : ৩৭) নবীনা সাথারাম (চরিত্র—সাথারামের মা)
পরি : কে. সুব্রাহ্মণ্যম্ ১৯৩৬

Adarsha Chitra Ltd.

উর্দু ছবি : ৩৮) মুশায়েরা কা শায়রা ( চরিত্র লালার স্ত্রী )
পরি : [ ? ] ১৯৩৬



Ranjit Movietone (Bombay)

হিন্দী ছবি : ৩৯) ভোলে রাজা রিক্সাওয়ালা ( চরিত্র— ? )
পরি : এজরামীর ১৯৩৮

৪০) নদী কিনারে ( On the River )
পরি : মিঃ চালি ১৯৩৮

৪১) হোলী
পরি : জয়ন্ত দেশাই ১৯৩৮

৪২) দেওয়ালী ( চরিত্র—চাঁদকুমারী )
পরি : [ ? ] ১৯৩৮

উর্দু ছবি : ৪৩) শের-ঈ-কাবুল
পরি : [ ? ] ১৯৩৮

United Artist Corporation (Madras) এর পক্ষে East India Film Co.

তামিল ছবি : ৪৪) মিস সুন্দরী ( চরিত্র—গায়িকা )
পরি : [ ? ] ১৯৩৮

হিন্দী ছবি : ৪৫) ইম্বা সাগর ( তামিল ) এর
হিন্দীরূপ 'প্রেম সাগর' ( চরিত্র—চঞ্চলা )
পরি : [ ? ] ১৯৩৮

Debdatta Films (G. P. Talkies)

বাংলা ছবি : ৪৬) ইন্দিরা ( চরিত্র—স্ত্রী / গিন্নী )
পরি : তড়িৎ বসু ১৯৩৭

Bharat Laxmi হিন্দী ছবি : ৪৭) সমাজ ( চরিত্র—মুন্নী )
পরি : প্রফুল্ল রায় ১৯৩৫

বাংলা ছবি : ৪৮) স্বস্তিক ( চরিত্র ? )
পরি : [ ? ] ১৯৩৫

I.N.A . Pictures

বাংলা ছবি : ৪৯) স্বয়ংসিদ্ধা ( চরিত্র—ধাইমা )
পরি : [ ? ] ১৯৪৬

হিন্দী ছবি : ৫০) স্বয়ংসিদ্ধা ( চরিত্র—ধাইমা )
পরি : [ ? ] ১৯৪৬

ছবিতে অভিনয় ও গান সেকালের বিচারে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সব ছবিতেই ইন্দুবালার গানই ছিল অন্যতম আকর্ষণ। চারটি ছবিতে অবশ্য ইন্দুবালা অভিনয় না করে কেবলমাত্র নেপথ্য সঙ্গীতেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। যেমন—East India Film Co.-এর ছবি ১. চন্দ্রগুপ্ত ( হিন্দী ভার্সান ) ২. আবে হায়াৎ ( উর্দু ) এবং Bharat Laxmi Pictures এর ছবি ৩. দিল কী পিয়াস ( উর্দু ) ও ৪. আলিবাবা ( বাংলা )।

অন্যদিকে, গ্রামোফোন রেকর্ডের গানের ক্ষেত্রে ইন্দুবালার গাওয়া রেকর্ডের সংখ্যা মোট ২৮৩। এর মধ্যে বাংলা গান ১৩৪, উর্দু ও হিন্দী গান ১১৪। বাকী ৩৫টি গান পাঞ্জাবী ভাষা, ওড়িয়া ভাষা ও বিভিন্ন ছায়াচিত্রের জন্য বিভিন্ন সময়ে গাওয়া। গানের রেকর্ডের পাশাপাশি অসংখ্য অনুষ্ঠানে দেশে-বিদেশে গান গাইতে যাওয়া। মুজরো নেওয়া এবং অর্ধশতাধিক ছবিতে বিভিন্ন ভাষায় অভিনয় ও গান করাও ছিল তাঁর অন্যতম কীর্তি। এর আগে গায়িকা ইন্দুবালা যে সব নাটকে পেশাদারী মঞ্চে একই সঙ্গে অভিনয় ও গান করে মাতিয়ে তুলেছিলেন তা হল স্টার থিয়েটারে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে অভিনীত ১) নসীরাম ( সোনার ভূমিকায় ), ২) বিল্বমঙ্গল ( পাগলিনীর ভূমিকায় ) ৩) নরমেধ যজ্ঞ ( কাত্যায়নীর ভূমিকায় ) নাটক।' ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে মনোমোহন থিয়েটারে ইন্দুবালা অভিনীত মন্মথ রায়ের রক্তকমল ( পূরবীর ভূমিকায় ) নাটকের না'ট গানের রচয়িতাই ছিলেন স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলাম। মনোমোহন থিয়েটারেও ইন্দুবালা অভিনীত বাংলা নাটকের সংখ্যা ছিল মোট এগারো। নাটকগুলি হল, রক্তকমল ( পূরবী ), বিষবৃক্ষ ( দেবেন্দ্র ), জাহাঙ্গীর ( হুসিয়ার ), মহুয়া ( রাধুপাগলী ), দক্ষযজ্ঞ ( তপস্বিনী ), তপোবল ( বেদমাতা / সদানন্দ ), সাজাহান ( পিয়ারা ), পরদেশী ( সাকিয়া ), বলিদান ( ছোবী ), মীরাবাঈ ( মীরাবাঈ ) ও প্রফুল্ল ( মাতালনী )। মনোমোহনে তখন স্বয়ং দানিবাবু ( সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ), নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আঙ্গুরবালা, রাজলক্ষ্মী, মলিনা, সরযুবালা সহ সেকালের শ্রেষ্ঠ নটনটীরা যোগ দিয়েছিলেন। 'মহুয়া' নাটকের জন্যেও কয়েকটি গান নজরুল লিখে দিয়েছিলেন। ইন্দুবালাই সে গানগুলি গাইতেন। এর পর ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে ইন্দুবালা 'জুপিটার সিনেমা এণ্ড ভ্যারাইটি প্যালেস' থিয়েটারে যোগ দেন। এখানে যোগ দিয়ে তিনি পরপর আটটি নাটকে অভিনয় ও সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যেমন—একলব্য ( চিত্রা ), পরীস্থান ( হাসান ), শ্রীদুর্গা ( বিজয়া ), জয়দেব ( পরাশর ),



সত্যভামা ( মধুকর ), বরুণা ( বরুণা ), খাসদখল ( গিরিবালা / ক্ষুদিরাম ) ও তপোবল ( বেদমাতা )।

১৯৩৪ খ্রীঃ ইন্দুবালার নাট্যশিক্ষক দানীবাবু ৬৪ বছর বয়সে মারা যাওয়ার পর ইন্দুবালা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। দানীবাবুর সঙ্গে ইন্দুবালার পরিচয় ছিল ছোটবেলা থেকে। মোট এগারোটি নাটকে দানীবাবুর নির্দেশনায় তাঁর সঙ্গে অভিনয়েরও সৌভাগ্য হয়েছিল ইন্দুবালার।

১৯৩৪ সালে ইন্দুবালা চলে আসেন মিনার্ভা থিয়েটারে। এখানে যোগ দিয়ে তিনি পরপর বিষবৃক্ষ ( দেবেন্দ্র ), ধাত্রীপান্না ( বাঈজী ), দুইপুরুষ ( বাঈজী ), অন্নপূর্ণার মন্দির ( কুয়াসা ), আত্মদর্শন ( বিবেক ) নাটকে অভিনয় করেন। এই পাঁচটি নাটকে অভিনয় করার পর ইন্দুবালা ভবানীপুরের রাম চৌধুরীর কালিকা থিয়েটারে যোগ দেন। এখানে 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে ইন্দুবালা পাগলিনী'র চরিত্রে পুনরায় অভিনয় করে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৪২-৪৪ সালে মিনার্ভায় এসে ইন্দুবালার দ্বিতীয় পর্বের অভিনয় শুরু হয়। দ্বিতীয় পর্বেও চারটি নাটকে তিনি অভিনয় করেন। যেমন—অন্নপূর্ণার মন্দির ( কুয়াসা ), ধাত্রীপান্না ( গায়িকা ), দুইপুরুষ ( বাঈজী ) ও আত্মদর্শন ( বিবেক )।

পরবর্তীকালে স্টার থিয়েটারে এসে ( ১৯৫০ ) আরও চারটি নাটকে অভিনয় করে ইন্দুবালার খুব খ্যাতি হয়েছিল। নাটকগুলি হল—পৃথ্বীরাজ ( মেঘা ), সাবিত্রী ( পথিক ), দুর্গেশনন্দিনী ( ওস্তাদ ) ও শকুন্তলা ( বনদেবতা )। এখানেই পেশাদারী মঞ্চে তার শেষ অভিনয় ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৫০ পৃথ্বীরাজ নাটকের মেঘা চরিত্রে।

চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে থিয়েটারে সম্মিলিত অভিনয় প্রথা ( Combination night )-র খুব জনপ্রিয়তা ছিল। সে কালের জনপ্রিয়তার চূড়ায় অবস্থানকারী অভিনেতা-অভিনেত্রীরা প্রায় মঞ্চসফল নাটকে একত্রে পেশাগতভাবে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এ জাতীয় বহু নাটকে ইন্দুবালা সে সময় ( ১৯৪৩-১৯৫৮ ) অভিনয় ও গানে অংশগ্রহণ করে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। যেমন—কারাগার ( ধরিত্রী ), জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার ( উন্মাদিনী ), দেবদাসী ( বাসর সঙ্গিনী ), মন্ত্রশক্তি ( বাঈজী ), সধবার একাদশী ( কাঞ্চন ), বাঙালী ( ভিখারিণী ), প্রফুল্ল ( মাতালিনী ), আলিবাবা ( আলিবাবা ), ও বিষবৃক্ষ ( দেবেন্দ্র )। প্রধানতঃ শ্রীরঙ্গম ( বিশ্বরূপা ), রঙমহল ও মিনার্ভা

থিয়েটারেই এইসব জনপ্রিয় নাটক অভিনীত হত। এর মধ্যে শুধু 'বিল্বমঙ্গল' নাটকেই ইন্দুবালা চারশো রজনীর বেশী অভিনয় করেছিলেন।

বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে ইন্দুবালা কলকাতার হিন্দী পার্শী থিয়েটারে দুটি হিন্দী নাটকে নিয়মিত অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন। নাটক দুটির নাম—ঘরকী লাজ (মুন্নী), ও জানুস (লছনীবাঈ)।

সঙ্গীত ও অভিনয়ের সুবাদে দীর্ঘকালের শিল্পী জীবনে তিনি বহু সম্মান, অর্থ, জনপ্রিয়তা ও অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। মাদ্রাজের মেয়র সম্বর্ধনায় শিল্পীকে সোনার মেডেল দিয়ে বরণ করেছিলেন (১৯৩৫)। ঢাকায় পেয়েছিলেন ব্রোঞ্জের ফলক (১৯৩৬)। HMV তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন সেকালের সর্বাপেক্ষা দামী স্কেল চেঞ্জার হারমোনিয়াম যার দাম ১৯২০ সালেই ছিল ৬০০ টাকা। সেই সঙ্গে গ্রামাফোন কোম্পানী তাঁকে স্ট্যাণ্ড সমেত HMV কোম্পানীর দামী গ্রামাফোন ও ১২ ভরি সোনার গয়না ও ৩ ভরি সোনার মেডেল উপহার দেন। ১৯৭৬ সালে গ্রামাফোন কোম্পানী প্রদত্ত Golden Disc লাভ করেন ইন্দুবালা। এছাড়া দিল্লীর সঙ্গীত নাটক আকাদেমীর প্রদত্ত পুরস্কার ও সম্মান (১৯৭৫), AIR এর ৫০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সম্মান ও উপহার (১৯৭৭) ও চুরুলিয়ার নজরুল আকাদেমী প্রদত্ত 'নজরুল পুরস্কার' (১৯৮১) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সঙ্গীত পরিবেশনার কাজে বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, রাজস্থান, ঢাকা, হায়দরাবাদ, বাঙ্গালোর সহ ভারতের নানাপ্রান্তে তিনি গিয়েছিলেন। সে সব অভিজ্ঞতা অনেক সময় ইন্দুবালা তাঁর ডায়েরিতে লিখে রাখতেন। দু-একটি ভ্রমণ কথাও সেকালে তিনি তাঁর নিজস্ব সাবলীল ভাষায় লিখে রেখে গেছেন। যেমন—'আমার মহীশূর ভ্রমণ'। সুদীর্ঘ এবং সমাপ্ত সেই ভ্রমণকাহিনীর ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা টের পেয়েই বছর কুড়ি আগে একালের জনৈক এক প্রবীণ গায়ক ও সঙ্গীত গ্রন্থরচয়িতা তা পড়তে নিয়ে যান। এবং পরে কথা দিয়েও পাণ্ডুলিপিটি আর তাঁকে ফেরৎ দেননি। আয়ুষ্যকাল ইন্দুবালার এ ব্যাপারে আপশোষের অন্ত ছিল না। 'পার্থ-সারথী-মন্দির' মাদ্রাজ সফরকালে রচিত [১৯৩৮] একটি অসমাপ্ত ভ্রমণ বৃত্তান্ত। এটি এতকাল অপ্রকাশিত অবস্থায় ইন্দুবালার সংগ্রহে রাখা ছিল।*

* ইন্দুবালার সৌজন্যে ও পুত্র প্রণবকুমার বসুর সহযোগিতায় প্রাপ্ত—লেখক।



শ্রীশ্রী৺কালীমাতা স্বহায়

মাদ্রাজ
১৪।৭।৩৮
বৃহস্পতিবার

"ভূমিকা"

"ভ্রমণ কাহিনী" লেখবার ক্ষমতা আমার কোনদিনই ছিল না, এখনও নেই। আমার উপস্থিত স্বামীর স্থানে যিনি আছেন, তিনি শ্রীযুক্তবাবু চন্দ্রশেখর ঝা, তিনিই এসব বিষয়ে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য রাখেন। তাঁর এ সব লেখবার সখও খুব। অথচ আমার নামেই লেখেন, আর বলেন ইন্দু লিখেছে। আমি তাঁর এই সুন্দর সরল ভাষার লেখা কোন দিন প্রকাশ ক'রতে পারবো কিনা জানিনা। তবে তাঁর এই বাঙ্গলা লেখার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ না হ'য়ে থাকতে পারিনা। এবং আশ্চর্য্যও হ'য়ে যাই। কারণ তিনি দেওঘর নিবাসী মৈথিলী ব্রাহ্মণ, হিন্দুস্থানী। তাঁর এ ক্ষমতা দেখে আমার ন্যায় সামান্যা নারীর মুগ্ধ হওয়া কিছু বাহুল্য নয়। আমার মনে হয় বাঙালী শিক্ষিত ভদ্রলোক যিনিই পড়বেন মুগ্ধ হবেন নিশ্চয়। আমি এই মাদ্রাজে "পার্থ-সারথী" মন্দিরে যা যা দেখেছি সাধ্যমত তাঁকে লেখাবার জন্যই সাদাসিধা ভাবে লিখে রাখছি। পরে তিনি লিখে দেবেন ভাষার মালা গেঁথে।

—ইন্দু

"পার্থ-সারথী-মন্দির"

আমি প্রথম মাদ্রাজে আসি ইং ১৯৩৫ সালে ডিসেম্বর মাসে। তখন মাদ্রাজে যা যা দেখেছি তা লিখেছেন আমার বাবু ইং ১৯৩৬ সালে জুন মাসে যখন মহীশূর আসি। এবার চতুর্থবার। বাবু আমার এবারে মাদ্রাজে ১২ দিন রইলেন কিন্তু তাঁর এখানে কোন মন্দিরই দেখা হ'ল না। পূর্বে যখনই আসতাম অনেককে জিজ্ঞাসা করতাম যে এখানে কি মন্দির আছে? কেউ কিছু বলে না। কাজেই মনে করতাম যে হয়ত দু'একটা মন্দির সাধারণ ভাবেই আছে। তা না হ'লে কেউ না কেউ নিশ্চয় দেখাতেন। বাবুর সঙ্গে বিদেশে একমাস সাতদিন কাটালাম। মহীশূর, রামেশ্বর, ধনুষকোটা, মাদুরা, মাদ্রাজে ১২ দিন। তারপর অভাগিনীর কপাল দোষে (কারণ আমার জীবনে শান্তি নেই) বার মাস বাবুকে নিয়ে এক সঙ্গে বাস করবার উপায় নেই। তাঁর ও আমার সংসারই আমাদের এ ব্যবধানের সৃষ্টি করে। আমি এই তিন বৎসর সমানে রোজগার করি। বাবু বৎসরে অধিকাংশ সময় অর্থাৎ বৎসরে ৯ মাস আমায় নিয়েই থাকেন। এবং আমার নানা রোগের

সেবা—এবং আমার সঙ্গে ঝগড়ায় পাল্লা দেওয়া, কিম্বা আমার এক মুখে চিৎকার তাঁর নিরবে শোনা। এবং ভয়ে চুপ ক'রে থাকেন। হাসি পায় যাকে দেওঘর সুদ্ধ লোক ভয় ক'রে থাকেন। এমন কি তার পিতা পর্য্যন্ত—সেই মানুষ আমার ঝগড়াকে বড় ভয় খান। আর ভয় ক'রেন আমার মায়ের ব্যবহারকে। সেই শান্তিময় বাবু আমার তাঁর ছোট পুত্রের "টাইফয়েড" হওয়াতে চলে যেতে বাধ্য হন। যেতে কি চান! বড় ছেলের চিঠি আসছে। আমি বলি কি হবে? ব'লেন দেখি আর দু'এক দিন, কিন্তু টেলিগ্রাফ পেলেন যেদিন—সেদিন খালি একটা কথাই মনের ভেতর জাগে। (মানিক! ছেলে আমায় যদিও ফাঁকি দেয়, তুমি আমায় ফাঁকি দিও না, আমার হ'য়েই থেকো) কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন। আমার যন্ত্রণা আর কাকে জানাই, জানেন অন্তঃর্য্যামী ভগবান! আর জানেন বোধহয় আমার হৃদয় দেবতা। রাত্রে তাঁর পাশে শুলেই ঘুমিয়ে পড়ি। কত দুঃখ করেন। ঠাট্টা করে বলেন যে, তোমার ঘুম আমার সতীন। কত রাত্রি কাটান দীর্ঘশ্বাসের ওপর দিয়েই। খুব খানিকটা বকলাম। পরে ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে দেখি কাঁদছেন। সমস্ত রাত কেঁদে কেঁদে সুন্দর মুখ শুখিয়ে বড় বড় চোখ দুটা ফুলিয়ে—আমার দিকে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকেন। হা ভগবান! তাঁকে এত কষ্ট দিই ব'লেই কি আমার কাছ হ'তে সরিয়ে নিয়ে গেলে! বিদেশে এই তিন বছরে মাত্র তিন দিন "ঢাকায়", তাও সমস্ত রাত দিন দাস্ত ক'রে এবং বার্লী খেয়ে গান ক'রে কেটেছে। ২ রাত্রি ট্রেণে। আর তো কখন বিদেশে ছেড়ে থাকিনি তাঁকে। আজ ৭ দিন ছেড়ে আছি। জানি না আর কত দিন ছেড়ে থাকতে হবে। কিন্তু আমি পাচ্ছি না যে আর এক মিনিট ছেড়ে থাকতে। প্রাণ অসম্ভব ছটফট করছে। সময় ২ মনে হয় বুঝি প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। অথচ চুপচাপ কাজ ক'রে যাচ্ছি। গলাটা একেবারে খারাপ হ'য়ে গেল। উপর পরদা একেবারে ওঠে না। ভগবান জানেন অদৃষ্টে কি আছে। মনের এই যখন অবস্থা তখন গতকাল স্টুডিওতে পণ্ডিত নরোত্তম ব্যাসের জামাই বললেন—মা! পার্থসারথী-মন্দির দেখতে যাবেন? আশ্চর্য্য হ'লাম। মন্দিরের কথা তো কেই বলে না। জিজ্ঞাস করলাম, বাবা ভাল দেখতে ত? বললেন এমন মন্দির কখন দেখেন নি। বল্লাম বেশ যাব। সন্ধ্যা ৬টায় ফিরলাম রিহার্শাল দিয়ে।

জামাইবাবু ৭৷৷০ টার সময় এলেন। তাঁকে দিয়েই ৩ খানা রিক্সা যাতায়াত ৷৵ ক'রে ১৷৵ আনায় ঠিক করে, মা, আমি, সঙ্গমমা-ননকা, কালী ওস্তাদজী—জামাইবাবু রওনা হ'লাম। কাকা ও মিছরি চাকর বাড়ীতে রইলেন। গাড়ী চলেছে



জামাইবাবু বল্লে যে, আপনাদের বিশেষ ক'রে নিয়ে যাচ্ছি—আজ হচ্ছে মন্দিরের শেষ উৎসব। রথের দিন হতে উৎসব হয়, ভগবানের রথযাত্রা হয়। আজ "উল্টা রথ" আজই উৎসব শেষ হয়ে যাবে। ট্রিপ্লিকোনি মন্দিরের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে। নামলাম, দেখলাম সামনে এক সুন্দর পুকুর। পুকুরটা চওড়ায় ও লম্বায় ঠিক দেওঘরের শিব গঙ্গার ন্যায়। কত ফুট জানি না, বাবু ঠিক করে নেবেন। পুকুরের চারিধার সিঁড়ি দিয়ে বাঁধান। প্রায় ১০।১২ টা করে ধাপ হবে, সিমেন্ট দিয়ে ধাপ তৈরী। জলের মাঝে একটা সুন্দর মাঝারি গোছের মন্দির। ছেলেবেলায় কালিঘাটে ভবানীপুর এক জলটুনি দেখেছিলাম, ঠিক সেই রকম। আর পুকুরটা চারিধার লোহার রেলিং দিয়ে বাঁধান। চারিধারে ৪টা ফটোক আছে, তাহার ভেতর দিয়েই সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। পুকুরের নাম জানতে পারিনি। তবে মাঝে ঐ মন্দির থাকবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতে শুনলাম যে মন্দিরের ভেতর যত দেবদেবীর মূর্তি আছে। এবং পার্থসারথীর পর্য্যন্ত দুটা করে মূর্তি আছে। এক পাথরের মূর্তি তিনি মন্দিরেই স্থিতিভাবে আছেন। সে মূর্তি নড়াবার ক্ষমতা বা নিয়ম নেই। আর সোনার যে মূর্তি, তা গঠনে ছোট, সেই মূর্তিগুলি নিয়ে প্রতি পার্বণে, যে সব পার্বণ এ দেশে প্রচলিত আছে, সেই পার্বণের দিনে মন্দিরের চারিধারে প্রদক্ষিণ করায়। আর পার্থসারথী সোনার যে ছোট মূর্তি তাহাকে নিয়ে, পুকুরে এক বড় গোছের নৌকা আছে। ৺বসন্তী পঞ্চমীর দিন, নৌকায় বসিয়ে, যত পুরোহিত আছেন বাবার মন্দিরে, তাঁরা সকলে মিলে নৌকায় বসে, ভগবানের সঙ্গে জলবিহার করেন, আর সিঁড়ির ওপর যত লোক দর্শক থাকেন, তাঁরাও সব বালতি করে আবির গুলে, পুরোহিতের গায়ে দেয়। ভগবান পার্থ-সারথীর গায়ে দিয়ে থাকেন। পুরোহিতরাও সকলের গায়ে দেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য নাকি। ভগবান ও ভক্তর সকলেই "হোলি" খেলেন। এটা প্রতি বৎসর ঐ পঞ্চমীর দিন ছাড়া আর কোন দিন হয় না। তারপর পুকুরের মাঝে সেই মন্দিরে ভগবান পার্থ-সারথীকে নিয়ে গিয়ে স্থাপিত করেন। এই খেলা উৎসব সকাল বেলাই হয়। দুপুরে পাহারার বন্দবস্ত করে সকলে স্নান করে ঘরে ফিরে যান। সেই সময় নাকি, মন্দিরের দেবতা ভগবান পার্থ-সারথী-পুকুরের মন্দিরের দেবতার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। প্রবাদ আছে যে "বড় দেবতা" "ছোট দেবতার" সঙ্গে ঐ দুপুর হোলি খেলেন। সন্ধ্যায় পুকুর দেবতাকে মন্দিরের ভেতর খুব ধুমধাম করে বাজনা বাজিয়ে প্রদক্ষিণ করে ঘরে তোলেন। এবার মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করলাম, সামনেই নাট মন্দির, সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই দু'পাশে দুটি

প্রকাণ্ড বড় কষ্টি পাথরের হাতী, চারিধারে ইলেকট্রিক আলো জলছে। মনে হ'ল যেন ইলেকট্রিক খুব বেশী করে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরে উঠতে যাচ্ছি হঠাৎ চারিধারে গোলমাল শুনে চেয়ে দেখি যে অনেকগুলি দোকান আর হীরের মত সব চক্‌চক্ করছে। আরও হঠাৎ মনে হয়ে গেল যে আমার পায়ে জুতো রয়েছে। তখন জামাইবাবুকে বল্লাম যে জুতো কোথায় রাখি। তিনি তখন আমায় এক মাটির খেলনার দোকানে নিয়ে গিয়ে জুতো খোলালেন, এবং ওস্তাদজী, মা জামাইবাবু সকলেই জুতো খুলে রাখলেন। মাটির খেলনা! কি চমৎকার সব জগ্‌জগার গুড়ো দিয়ে তৈরী করেছে। যেন হীরের পুতুল। অবশ্য এ পুতুল আমার ঘরে ক'টি আছে। মাটির এই রকম খেলনা মান্দ্রাজ ষ্টেশনে বিক্রি করে। এবং ষ্টেশনের সামনে যে স্যার রামস্বামী মুদালিয়র ধর্মশালায় প্রতিবার আমি মহীশূর যেতে সমস্ত দিন অপেক্ষা করি সেখানেও বিক্রি করতে আসে। সেই পুতুলের দোকানে ঢুকে মনটা আমার চঞ্চল হয়ে উঠল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। যেন জগৎসংসার ভুলে গেলাম।

তারপর জামাইবাবু বল্লে যে রাত্রি হয়ে যাচ্ছে, শীঘ্র আসুন। একটা পাণ্ডা এসে আমাদের পাকড়াও করলেন, হঠাৎ কতকগুলি মান্দ্রাজের মেয়ে এসে হাজির হলেন। তাঁরা সব জামাইবাবুর পরিচিত। তিনি আমার নাম করে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরা বল্লে যে আসুন ইন্দুবালা! আমরা সব দেখাচ্ছি। (অবশ্য হিন্দি ভাষায়) পাণ্ডাকে বিদায় করে দিলেন। মন্দিরের চারিধারে অসম্ভব ভীড়। মেয়ে পুরুষের ভীড়ে মন্দিরে ঢুকব কি দোকানগুলিতে পর্যন্ত অসম্ভব ভীড়, দোকানগুলি মন্দিরের চত্বরের ভেতর।

যে দরজায় প্রথম ঢুকেছিলাম সে দরজায় না গিয়ে, অপর একটা সিংদরজায় প্রবেশ করলাম। সামনেই দেখি এক প্রকাণ্ড কাঠের ছাতা। রং সাদা, দেখলে মনে হয় যেন কাপড়ের ছাতা। তাতে আবার কাঠের ঝালর দেওয়া। প্রায় ৬/৭ ব্যাস হবে। সকলে তামিল ভাষায় সরে যাও, সরে যাও করে চেঁচাচ্ছে, একে রাত্রি, তার ওপর অসম্ভব ভীড়। আমরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

দেখলাম যে সোনার প্রকাণ্ড বড় এক তাঞ্জাম নিয়ে যাচ্ছে। আজ উল্টো রথ, সে কারণ—ভগবানকে ঐ তাঞ্জামে করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে। ভাবলাম ঠাকুর রথে না চড়ে পাল্কীতে ঘুরবেন এর কি মানে। মেয়েগুলোকে জিজ্ঞাসা করতেই, তারা বল্লে ঐ চেয়ে দেখুন, ভগবান বৈকালে রথে চড়েছিলেন। রাস্তায় চেয়ে দেখি তাই ত, প্রকাণ্ড এক কাঠের সুন্দর রথ। অবশ্য কুম্বকোনামের রথের



চেয়ে ছোট্ট। এবং গঠনপ্রণালী ঠিক পুরীর রথের ন্যায়। ভিতরে ঢুকতেই এক প্রশস্ত উঠান। উঠান পার হয়েই আবার দেখি যে সিঁড়ির দুপাশে দুটা কাল-পাথরের হাতি, আগে যে দরজায় গিয়েছিলেম সেটা মহালক্ষ্মী দেবীর মন্দিরের দরজা। এবার ভগবান পার্থ-সারথী মন্দিরের ভেতরে যেতেই দুটা ঐ হাতি দেখলাম। সিঁড়ি উঠে সরু গলির মত খানিকটা চলে যেতে তারপর দেবতার মন্দির। দরজা বন্ধ ছিল। পূজারি বল্লেন দরজা খুলে দেব কি? আমি বল্লাম—না। আমি একদিন সকালে এসে ভগবানের পূজা দেব। কখন দরজা খোলা থাকে? বল্লে সকাল ৭টা হতে ১২টা পর্যন্ত; কিন্তু আমার দেবতা দর্শন হল। দেখলাম মন্দিরের যে দরজা তা খুব বড় এবং দরজায় চোখ দিয়ে দেখবার জন্য অসংখ্য গোল ছিদ্র রয়েছে, ও প্রত্যেক ছিদ্রের মাঝে একটা করে পিতলের হুক। এবং তাতে একটা করে পিতলের ঘণ্টা দুলছে। ছেঁদা দিয়ে ভগবানের রূপ দেখলাম। কষ্টি পাথরের মুখখানি খুব বড়, ভগবান লম্বায় প্রায় ৪।৫ হাত হবেন। বড় সুন্দর অপূর্ব মুখ। আর সব সোনা দিয়ে মোড়া, একটা সোনার দণ্ড ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। পা দুখানি বড় সুন্দর, লম্বায় চওড়ায় খুব বড়। মনে হয় পা দুখানি জড়িয়ে ধরি। অসংখ্য ঘিয়ের প্রদীপ জলছে। ভগবানকে দেখতে ২ বারুর জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠল, হায়রে আমার মাণিক চার বার এলেন, ভগবানের এ বিরাট সুন্দর মূর্তি দেখা হল না। পালিয়ে এলাম কাঁদতে কাঁদতে সেখান হতে। সবাই মনে করলেন যে ভক্তের প্রাণে ভক্তিরসের বন্যা ফুটল বুঝি। কিন্তু তা নয়। আর দেবদেবী দেখবার আগ্রহ রইল না। প্রাণের ভেতর ছটফট সুরু হল। কিন্তু সবাই রয়েছেন। বাধ্য হয়ে, মহালক্ষ্মীর মন্দিরে গেলাম। কি অপূর্ব্ব মূর্তি, সোনার মূর্তি। হীরা দিয়ে ঢেকে রেখেছে। আগাগোড়া হীরা দিয়ে মুড়ে রেখেছে, সমস্ত হীরার গহনা। আর দু-চারটা ঠাকুর দেখলাম। পরে খেলনার দোকানে ঢুকে মন ঠাণ্ডা হল। কিন্তু মন্দিরের সৌন্দর্য ইত্যাদির জন্য মনে মনে সংকল্প করলাম যে ২য় দিনের দিন বাবুর ও আমার পুত্রের জীবন ভীক্ষা করতে আসব, ও দিনের আলোয় সব দেখতে পাব। এবং সব লিখে নিয়ে গিয়ে বাবুকে দিয়ে লেখাব আর আমার ভাষাহীন বইটা বাবুকে দেবো। এতে আর কিছু না থাক আমার ও তাঁর পুত্রের জীবন রক্ষার একটা জলন্ত প্রমাণ রয়েছে। ৺ভগবান পার্থ-সারথীর দয়ায়। সুন্দর সুন্দর পুতুল। ঝকঝক করছে, ছোট পুতুল /. করে মাত্র দাম। অথচ চোখমুখ দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। মনে হয় এখানকার কুমর রাও কৃষ্ণনগরের চাইতে কম যায় না। এরাও সত্যকার আর্টিষ্ট। প্রায় ১/০ পুতুল কিনে

নিলাম, কলকাতায় আলাদা আলমারীতে রাখব। কলকাতার প্রত্যেক লোককে দেখে মুগ্ধ হতে হবে। ওস্তাদজীও ১৲ টাকার বড় বড় কিনলেন। জন্মাষ্টমীতে সাজাবার জন্য। রাত্রিকাল একে, তার ওপর কতকগুলি পুঁটলি আমার হাতে দেওয়ায় আমার ঘুমন্ত মন জেগে উঠল। হায় বাবু! কখন পানের ডিবেটা পর্য্যন্ত হাতে নিতে দাও না। আর আমার হাতে আজ কত বোঝা। কই কেউত দয়া করলে না। মায়ের হাতেও অনেক জিনিস বাড়ি ফিরে এলাম। প্রাণের ভেতর কেমন করে উঠল। রাত্রে খানিকটা কেঁদে তবে প্রাণ ঠাণ্ডা হল। কদিন দাস্ত হওয়াতে বড় কষ্ট পেলাম। রবিবার মিশ্‌রি চাকরকে নিয়ে কাকা, আমি ২ খানা রিক্সা করে গেলাম। প্রথমেই কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে দেখা হল। তাকে দিয়ে ঠাকুরের পূজার জন্য ১ নারিকেল, কলা রোলি কর্পূর ফুল ইত্যাদি দুপ্রস্থ করে কেনা হল। ভগবানের মন্দিরের নাটমন্দিরের সামনে দেখি প্রকাণ্ড একটা পাথরের স্তম্ভ মাঝে সোনার একটা প্রচণ্ড টিপির ন্যায় কারুকার্য্য করা। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে ঢিবিটির নাম "বলিপিট"। তাহার পরই হচ্ছে সোনার প্রকাণ্ড বড় চার স্তম্ভ প্রায় ৬০ ফিট লম্বা। সেদিন দেখতে পাইনি বলে আশ্চর্য হলাম। আরও আশ্চর্য হলাম যে, ৺বৃন্দাবনে মাত্র ১টা জয়স্তম্ভ সোনার আছে বলে লোকে ৺গোবিন্দজীর নাম আগে না করে বলে, ৺বৃন্দাবনে যখন যাবে একবার সোনার "তালগাছ" দেখে আসবে। হাঁ আমিও দেখেছি। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের যে কোন দেশে যে কোন মন্দির হোক না কেন ঐ রূপ "তালগাছ" সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয় দক্ষিণের লোকেরা সোনা নিয়ে বুঝি রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে বেড়ায়। এ দেশে যেমন নারিকেল গাছের ছড়াছড়ি, তেমনি সোনার "তালগাছেরও" ছড়াছড়ি। জয়স্তম্ভের সামনেই একটা মস্ত বড় ঘর। তার ভেতর ভগবানের সোনার তাঞ্জাম, সোনার আটাসোটা, অপূর্ব্ব কারুকার্যময় সোনার দোলনা ৪/৫ টা বড় ছাতা। সোনার বাঁট দেওয়া। কত কি রয়েছে। দুজনে দরজার দুপাশে পাহারা দিচ্ছে। সিং দরজা হতে নাটমন্দির পর্য্যন্ত ছাদগুলিতে তুলি দিয়ে রং করা দেবদেবীর মূর্ত্তি চিত্রিত করা। মাদুরার সিং দরজার চিত্রের চাইতেও দেখতে ভাল লাগে। ভগবানের মন্দির যেতে আবার সেই হাতী। ও গলি দেখালাম। এবার গলির ভেতর যেতে বাঁ দিকে দেখি এক টানা ১০/১২ টা জানালা রয়েছে। উঁকি মেরে দেখি জানলাগুলিতে গরাদ দেওয়া ও ভেতরে অনেকগুলি পাথরের মূর্ত্তি, আর সব মূর্ত্তিগুলিই মাথা ন্যাড়া ও টিকি রয়েছে। গেরুয়া কাপড় পরনে। হাত জোড় করে কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে আছেন। ( পেছনে দেওয়াল, মূর্ত্তিগুলির। একটা লম্বা সরু



ঘর ) প্রত্যেক জানলায় ঐ রকম দেখলাম। জিজ্ঞাসা করাতে জানলাম যে ৬৪ জনের মূর্ত্তি, এঁরা সকলেই, ভগবান পার্থ-সারথীর নামজাদা ভক্তগণ। এবং সকলেই দেহ রেখেছেন। ভগবানের প্রকৃত ভক্ত জিনি মারা যাবেন—তারই মূর্ত্তি তৈরী করে রাখা হবে। এবার ভগবানের দরজার কাছে পৌঁছতে দেখলাম, দরজার দু'পাশে রেলিং দিয়ে ঘেরা দুটা পাথরের বড় বড় দ্বারপাল। ভেতরে ঢুকলাম, অসম্ভব গরম, মাথা ঘুরে যায়। সামনেই ভগবানের বিরাট লম্বা চওড়া মূর্ত্তি। কাপড় পরে আছেন কিনা লক্ষ করলাম। নাঃ আগাগোড়া সোনার পাতে মোড়া, হাত পর্য্যন্ত, খালি কাল কাল আঙুল কটি দেখা যাচ্ছে। পা দুটা দেখা যায়, কুলোর মতন চওড়া চরণ যুগল, সেই উপযুক্ত সোনার নূপুর। ১০০ ভরির কম বলে মনে হয় না। পূজা দিলাম, কর্পূর জালতে দেখি, ভগবানের বাঁ দিকে একটু তফাতে রুক্মিনী দেবীর মূর্ত্তি, ভগবানের চাইতে সামান্য লম্বায় ছোট, চওড়ায় ঠিকই আছে। কষ্ঠি পাথরের মূর্ত্তি, ঢলঢলে চোখ দুটি, ঠোঁটটি হাসিতে ভরা। ভগবানের ন্যায় সমস্ত সোনায় মোড়া। ভগবানের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। চেয়ে থাকবার সুবিধা হয়েছিল, তার কারণ প্রদীপ খুব অল্প জ্বললেও, বিস্তর লোক পূজা দিচ্ছিলেন আর অনবরত কর্পূর জলে উঠছে। কাজেই, আমি বেশ লক্ষ করে দেখেছি যে তার মুখের গঠন অতি সুন্দর, চোখ ঢলঢলে হলেও, মুখের ভাব গম্ভীর, আর যেন জগতের পাপীতাপী সবাইকে অভয় দিচ্ছেন। কেঁদে ফেললাম। বসন্তর জন্যে প্রাণ ভিক্ষা চাইলাম। বললাম ঠাকুর, আমি ডাকতে জানি না কিন্তু তোমার এই বিরাট মূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে, আমার প্রাণ শান্তিতে ভরে গেল। তোমার বিরাট রূপ। তুমি আমায় বিরাট কাজ দেখাও। আমার বাবু। আমি তাঁকে ভালবাসি। সে তো তোমার অজানা নয় দেবতা! তুমি তাঁর পুত্রকে বাঁচিয়ে দিয়ে তাঁর ও আমার কলঙ্ক মোচন কর। তুমি সত্য আমায় দেখিয়ে দাও। একদিন বড় জালায় ৺বাবা বৈদ্যনাথকে ডেকে তিনি সত্য জেনেছি। একদিন ৺মা শীতলাকে ডেকে—তিনি সত্য জেনেছি। এখন তুমি সত্য জানতে চাই। আমার বাবু এখানে যখন আসবেন আপনার শ্রীচরণে পূজা দিয়ে যাবেন। শান্তি মনে চাইতেই দেখি আমার নারিকেল দুটা নিয়ে পূজারী ভগবান চরণে নারিকেল ফাটিয়ে জল ঢেলে দিলেন। পূজা সার্থক হল। ব্রাহ্মণকে বললাম বাবা, ভগবানের চরণের ফুল আমায় দিন। তিনি দিলেন। যত্ন করে রেখেছি বসন্তর জন্য। মাদুলিতে দেব। ডান দিকে মুখ ফেরাতে দেখি যে সোনার সিংহাসনের ওপর, সোনার ছোট্ট পার্থসারথী মূর্ত্তি, জিজ্ঞাসা করতে জানলাম যে ইনিই ঘুরে বেড়ান।

গায়ে সমস্ত হীরার গহনা। মুকুট হতে নুপুর পর্যন্ত হীরার। পূজা শেষ হতেই বাহিরে এসে গলির মধ্যে একটু বসলাম বড় মাথা ঘোরার দরুণ। ২।৩ দিন পেটের অসুখে ভুগে বড় দুর্ব্বল হয়েছিলাম। একটু আসতেই দেখলাম পাথরের হনুমানজীর মন্দির। এবার অন্য এক উঠান দিয়ে ৺মহালক্ষী মন্দিরে গেলাম। হীরেয় মুড়ে দেবী বসে আছেন। সোনা দেওয়া মুখখানি ঢলঢল করছে। পূজা দিয়ে ফুল নিয়ে ফিরলাম। তারপর আবার এক উঠান পার হয়ে, 'অঞ্জলি দেবী" পাথরের মূর্তি, সোনার হীরার গহনা পরে দাঁড়িয়ে আছেন। মূর্ত্তির গঠন মাঝারি। ইনি হচ্ছেন ৺ভগবান পার্থসারথীর স্ত্রী। আবার খানিক দূর গিয়ে এক দেবীর মন্দির। ইনিও পাথরের, বসে আছেন, এর নাম "তায়ার বেদবল্লী তায়ার।" ইনি হচ্ছেন ত্রিচিনাপল্লীর দেবতা রঙ্গনাথের স্ত্রী। জিজ্ঞাসা করলাম স্বামী ছেড়ে এখানে ইনি কেন? বাজে বকতে শুরু করলেন পাণ্ডা ঠাকুরটা। কোন রকমে থামালাম। আবার খানিক দূর গিয়ে আর এক মন্দির, ইনি হচ্ছেন দেবতা বরদরাজ—"কাঞ্জীপুরণ" এই দক্ষিণে এক দেশ আছে। সেইখান কার মূর্ত্তি কষ্টি পাথরের। আরও কিছু দূর গেলে সোনার বিষ্ণু মূর্ত্তি। এক কথায় চমৎকার। হীরার গহনা সারা অঙ্গে। মন্দিরে বড় বড় সিংহ দরজা ২টা আছে আর ভগবানের ও মহালক্ষীর মন্দিরের দরজায় অসংখ্য ফুটো গোল গোল, ও অসংখ্য ছোট ছোট পিতলের ঘণ্টা দুলছে। ঢোকবার সময় সবাই একটা একটা করে বাজিয়ে ভেতরে ঢুকছে। সারা মন্দিরটা ঘুরে দেখলাম যে মন্দিরটা যেন একটা গোলকধাধা। দু'দিন গেলাম, কিন্তু কোথা দিয়ে যে কোথা নিয়ে গেল তা ঠিক বোঝা যায় না। তবে মনে হয় যে ৺ভগবানের ও মহালক্ষীর মন্দির, দু'মহলে দু'জনে আছেন। মন্দির খুব বড়, চওড়া কতখানি জানি না। তবে ৺বৈদ্যনাথের মন্দিরের চাইতেও উচ্চতা বড় না হলেও চারিধার মস্ত বড়। এবং উঠান ৩।৪টা। চারিধার বাবা বৈদ্যনাথের চেয়ে ঢের বেশী বড়। আমার বোধ হয় বাবু এতে অনেকটা বুঝতে পারবেন। প্রদক্ষিণ সব মন্দিরেই করতে হয়। এইবার বাইরে বেরিয়ে এসে, মন্দিরের চূড়ার দিকে চাইলাম। কি অপূর্ব দৃশ্য। একেবারে নতুন রকমের তৈরি। পুরির ৺জগবন্ধুর মন্দিরের ন্যায় লম্বা চওড়া। গঠন প্রণালী অনেকটা, ৺রামশ্বরজীর মন্দিরের ন্যায় কিন্তু কারুকার্যে কারোর সঙ্গে মিল না রেখে, আলাদা ফ্যাসানের করেছে। বর্ণনা করে বোঝাবার ক্ষমতা নেই তবু চেষ্টা কচ্ছি। বাবু করবেন। মন্দিরের চূড়ায় এক প্রকাণ্ড সোনার চালচিত্র। ঠিক দুর্গা ঠাকুরের চালচিত্রের ন্যায়। মধ্যে সোনার সিংহাসনের ওপর সোনার বিষ্ণুমূর্ত্তি বসে রয়েছেন। তাঁর



দু'পাশে দুটা সোনার সখী, মূর্ত্তিগুলি কেউ ছোট নয়। মূর্ত্তিগুলি ৩।৪ হাতের কম নয় লম্বায়। চালচিত্রটা খুব বড় দুর্গাপ্রতিমার যে রূপ বড় চালচিত্র হয় ঠিক সেইরকম। চূড়ার চার কোণে খুব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড, সোনার ৪টা গরুড় মূর্ত্তি, ভাবটি যেন ঠিক ডানা মেলে উড়ে যাবে। দেখলে মনে হবে যে যেন শূন্যে রয়েছে। মন্দিরের সঙ্গে লেগে নেই। এমন বসাবার কৌশল যে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না।...

[ অসমাপ্ত ]

কল্যাণী দত্ত

—

# "নারী যুগে যুগে"

কবি কামিনী রায় তাঁর আত্মকথায় এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে—তাঁর পিতা সাহিত্যিক চণ্ডীচরণ সেন তাঁর স্ত্রীকে একবার এক পত্র লেখেন। সচরাচর সে যুগে স্বামীরা প্রকাশ্যে স্ত্রীকে পত্র লিখতেন না। সুতরাং ডাকহরকরা পত্র দিলেন শ্বশুরের হাতে। শ্বশুর নিয়ে গেলেন চণ্ডীমণ্ডপে পুত্রের নির্লজ্জ আচরণের দৃষ্টান্ত দেখাতে। তাঁরা চিঠি খুলে পড়ে দুই বৈবাহিককে আহ্বান করলেন। রুষ্ট গুরুজনেরা সমবেত ভাবে পত্রলেখককে ধিক্কার দিলেন। কারণ উক্ত পত্রে লেখক স্ত্রীকে শরীরের যত্ন নিতে বলেছিলেন। ঘটনা—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালের স্থান বঙ্গদেশ।

এবার অন্ততঃপক্ষে সাড়ে তিন থেকে চার হাজার বছর আগেকার একটি স্ত্রীর পত্র অবিকল শোনাই ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল থেকে। বৃহস্পতির কন্যা তাঁর স্বামীকে জানাচ্ছেন—"এবার তুমি আমার কাছে এসো। এখন আমি পূর্ণযৌবনা।" সূক্তটিতে এই একটি মাত্র ঋকেই মহিলার বক্তব্য সমাপ্ত। এমন সংহত আকুল পত্র প্রাচীন জগতেও অল্পই দেখা যায়। কিন্তু এই ভাষায় এই রকম একটি পত্র উনিশ শতকের সেদিনের চণ্ডীমণ্ডপে নিক্ষিপ্ত হলে কি যে আগুন জ্বলে উঠত তা একবার কল্পনা করে দেখুন।

যাঁরা নূতন কিছু সৃষ্টি করেন, নূতন করে ভাবতে শেখান, সংস্কারকে ভাঙেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন সাধারণ ভাবে তাঁদেরই আমরা প্রগতিশীল বলি। এই ধরনের মহিলা প্রাচীন ভারতে অনেকেই ছিলেন। সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে গতানুগতিকতার মোহে আমরা ভ্রান্ত দার্শনিকতার ভক্ত হয়ে আছি বহুকাল, তাই সহজ সত্য ও তার স্পষ্ট উচ্চারণকে আমরা এখনও অপছন্দ করি বা এড়িয়ে যাই। ঋগ্বেদ থেকেই শুনুন আরও এক স্পষ্টবাদিনীর কথা।

মনস্বিনী লোপামুদ্রা বলেছেন মহর্ষি অগস্ত্যকে—"হে তপস্বী, বহু বৎসর ধরে দিনে রাত্রে তোমার শুশ্রূষা করে আমি ক্লান্ত। এখন তোমার কী কর্তব্য? প্রাচীন



সত্যসন্ধানী ঋষিরা যারা দেবতাদের সঙ্গে কথা বলতেন তাঁরাও তো গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের পত্নীদের।"

এই বিংশ শতাব্দীতেও সাধুরা যখন পত্নীত্যাগ করেন তখনই তাঁরা জনসমাজে প্রশংসিত হন। যিনি মহিলাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেন না তিনিই যথার্থ ব্রহ্মচারী। এই ধারণা অদ্যাবধি চলে আসছে। ঋগ্বেদের সুস্থ জীবন থেকে আমরা কত দূরে?

রামায়ণ আর মহাভারতে কত না বিচিত্র মহিলার সন্ধান পাওয়া যায়—চিরন্তনের ওই দুটি চিত্রকলায় আজ শুধু একজনের কথাই বলি—ইনি সৌবীর রাজমাতা বিদুলা। সিন্ধু আর সৌবীর পাশাপাশি দুই দেশ। প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকত তাদের মধ্যে। একবার সিন্ধু রাজের কাছে যুদ্ধে হেরে রাজকুমার পালিয়ে এসেছেন তাঁর মায়ের কাছে। তাঁকে দেখে বিধবা মাতা বলছেন—

"পরাজিত পুত্রের জননী হতে আমি চাইনে। যাও মৃত পিতার শত্রুকে বিধ্বস্ত কর। শক্তিমান হও, শ্যেনের মত নির্ভয়ে বিচরণ করতে শেখো। কাপুরুষ হয়ে বেঁচে থেকো না। তুষের আগুনে দীর্ঘকাল ধূমায়িত হওয়ার চেয়ে, মুহূর্তকাল জ্বলে উঠে বরং মৃত্যু বরণ কর। সাহসী হও, জয়ী হও, মৃত্যুভয়কে অতিক্রম কর।"

এই কাহিনীটি কুন্তীদেবী কৃষ্ণের মুখে বলে পাঠিয়েছিলেন তাঁর অত্যন্ত ধার্মিক পুত্রদের কাছে। এই সব মৃত্যুজয়ী কাহিনীর জন্যেই মহাভারতের আর এক নাম "জয়সংহিতা" যা দুর্জয়ের আবাহন বহন করে।

উত্তর এবং দক্ষিণ ভারত থেকে বেছে নিয়ে দুজন মাত্র মহিলার কথা একটু বলি। প্রথম জন কাশ্মীরের রানী দিদ্দা। কবি কলহন তাঁর রাজতরঙ্গিনীতে বেশ বিস্তৃতভাবেই এঁর কথা বলেছেন। সিংহরাজের কন্যা দিদ্দা ছিলেন রাজা ক্ষেমগুপ্তের মহিষী। স্বামীর রাজত্ব দিদ্দাই চালাতেন। তাই রাজাকে বলত—'দিদ্দাক্ষেম' কথাটা প্রবাদমাত্র নয়, সে যুগের উৎকীর্ণ মুদ্রায় পর্যন্ত "দিক্ষেম" লিপি পাওয়া গেছে। দিদ্দা তাঁর স্বামী পুত্র পৌত্র সবাইকে অতিক্রম করে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত এবং করায়ত্ত করে আশ্চর্য কঠোরতা এবং কুশলতার সঙ্গে সুদীর্ঘকাল কাশ্মীরের সিংহাসনে ছিলেন। অথচ ছিল তাঁর প্রতাপ। চরিত্রে উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু যোগ্যতা ছিল অনন্যসাধারণ।

এখন আর একজন অন্য জগতের এবং অন্য চরিত্রের কুশলিনী এবং প্রতিভাময়ীর কথা বলি। ইনি চোল রাজ্যের সেম্বিয়ান মহাদেবী এবং কুমার উত্তমের মাতা। বিদুষী দয়াবতী দানশীলা হিসেবে তাঁর যে খ্যাতি ছিল তা হয়ত আরও অনেক

মহিলারই থাকে। এখন বলতে চাই তাঁর বিস্ময়কর শিল্প প্রতিভার কথা। মন্দির স্থাপত্য এবং মন্দির ভাস্কর্যের তিনি ছিলেন নিয়মিত পৃষ্ঠপোষক পর্যবেক্ষক এবং সমালোচক। ( ব্রোঞ্জ ) ধাতু ঢালাই-এর কোনো বিশিষ্ট নির্দেশও তিনি দিতেন। দক্ষিণ ভারতের চোলযুগের যে সব মূর্তি আজ জগতের বিস্ময় তাদের কোনো কোনোটির সৃষ্টির মূলে এই মহাদেবীর পরিশ্রম, প্রতিভা ও দিব্য দৃষ্টি আছে ভাবলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়।



মল্লিনাথ গুপ্ত

—

## চিন্ময় গুহঠাকুরতার কবিতা

পঞ্চাশ দশকের সূচনাপর্বে যে কয়েকজন কবি পাঠকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন চিন্ময় গুহঠাকুরতা তাঁদের অন্যতম। কৃত্তিবাস, পরিচয়, থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত মান্য কাগজে তার লেখা তখন নিয়মিত প্রকাশিত হতো। বলাই বাহুল্য কবি হিসাবে তার যোগ্যতা ছিল প্রশ্নাতীত। তারপরেই কর্মজীবনের ডাকে কবি দীর্ঘকাল ছিলেন প্রবাসী। ক্বচিৎ কখনো তার লেখা চোখে পড়তো আমাদের। বাঙালী পাঠকের সাগ্রহ মনোযোগের কেন্দ্রে থাকতে হলে শুধুমাত্র যোগ্যতাই নয় রচনাকর্মে সদা-সক্রিয় থাকাও প্রয়োজন। শুধু লিখলেই হবে না, ধারাবাহিক ভাবে লেখাকে মুদ্রণের আলোয় উদ্ভাসিত না হতে দিলে ক্ষীণস্মৃতি বাঙালী পাঠকের কাছে সেই কবি তার সমস্ত যোগ্যতা নিয়েও বিস্মৃতির কুয়াশায় বিলীন হবেন—এরকমই একটা কথা রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীকে অন্য এক প্রসঙ্গে আক্ষেপ করে লিখেছিলেন। চিন্ময় গুহঠাকুরতা প্রসঙ্গে অনিবার্য ভাবেই তা আবার মনে পড়ল।

যতদূর জানি কর্মজীবনের পরিমেয় সার্থকতা এবং তার আনুষঙ্গিক ব্যস্ততা বহুদিন তাকে কবিতার ঘনিষ্ঠ হতে দেয়নি। নিতান্ত বাধ্যতামূলক অসহায়তা ছিল সেই প্রবাসী বছরগুলিতে। কিন্তু চিন্ময়, বহুদিনের অনুপস্থিতির পরেও ফিরে এসেছেন প্রবলভাবে। পরপর দুটি যোগ্য কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে চিন্ময়ের। জীবনের ছোট বড় দুঃখ সুখগুলি কি অনির্বচনীয় ব্যাপ্তিকে সমুদ্ভাষিত হতে পারে, দেশকাল সাম্যবাদ ও নরনারীর প্রেম কি অনবদ্য সাঙ্গীকরণে মিলিত হতে পারে চিন্ময়ের কবিতাগুলি তারই ইঙ্গিতবাহী। তবে একই সঙ্গে তাকে জানানো প্রয়োজন কোন প্রকৃত কবির কাছে তার কবিতা জীবনের সিংহভাগই দাবী করে, চায় সমস্ত অস্তিত্ব নিংড়ানো একাগ্রতা, সেই প্রার্থিত মানসমণ্ডলের কাছাকাছি যাবার একটা সম্ভাবনা দেখা গেলেও এখনো তিনি সেই সীমানার বাইরে। একদিকে কবিতা অন্যদিকে ভূমধ্যসংসার—এর সমীকরণেই একজন মানুষ হতে পারে সত্যিকারের কবি। চিন্ময়ের জন্য আমাদের জাগ্রত আগ্রহ রইল।

## চিন্ময় গুহঠাকুরতার পাঁচটি কবিতা

### কালনেমি

( ক )

আমাদের খুব ছোটবেলায় ভীষণ জেদী আমার ছোড়দিকে নিয়ে
ঠাকুমার ভীষণ দুশ্চিন্তা ছিল ; ছোড়দি তার বন্ধুদের সঙ্গে
ঝগড়া করে প্রায় প্রতিদিন আলাদা করে পুতুলের ঘরকন্না সাজাতো।
একান্নবর্তী পুতুলের সংসারে সেই ছোটবেলা থেকেই তার খুব অনীহা।
ঠাকুমা বলতেন, এ মেয়ে বড় হলে ঘর জ্বালাবে, সংসার ভেঙে
তছনছ করে ফেলবে ; মিলেমিশে শান্তিতে থাকা এর ভাগ্যে নেই।

এসব সেই কতদিন আগে, ঠাকুমা মারা গেছেন তিরিশ বছর
আর ছোড়দি, স্বজনপরিজন নিয়ে মহা আনন্দে আজ
বিশাল এক সংসারে অবাধ সাম্রাজ্য চালাচ্ছে ঠাকুমাকে কলা দেখিয়ে !

( খ )

আমাদের কৈশোরে শোনা ঈশপের গল্প আর কিছু নীতি কথা
আজো মনে আছে।
যে শহরে আমাদের বাস তার কেন্দ্রে এক মাঠে জনসভা হতো ইংরেজ বিরোধী
ছোট বড়ো বহু নেতা দৃপ্তকণ্ঠে স্বাধীনতা নিয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত ভাষণে
প্রতিটি কিশোর বুকে মশালের শিখা জেলে বিদায় নিতেন।
আমরা চোখের সামনে অখণ্ড ভারতবর্ষ এবং প্রচ্ছন্ন কিছু বিপ্লবের ছবি
নিরন্তর দেখে দেখে একতার শপথ নিতাম।

আমাদের শেখানো হয়েছিল আসমুদ্র-হিমাচল এই দৃপ্ত মহাদেশ
আমাদের মাতৃভূমি, খণ্ডিত প্রদেশ নয়, রাজ্যমাত্র নয়, আমার স্বদেশ
মহান ভারতবর্ষ ; রবীন্দ্রনাথের গানে জনগনমন অধিনায়কের মুখ
ঘরে ঘরে দেখা যেত, পর্বত-প্রান্তর থেকে সাগরবেলায়
এক সূর্যরশ্মি থেকে রৌদ্ররেখা ভাগ করে নিতাম সকলে।



( গ )

বিংশ শতকের শেষ কয়েকটি বছরে কিছু ঢেউ ওঠে পালাবদলের
তোমাদের ভাষা ধর্ম আমাদের থেকে আজ অত্যন্ত আলাদা
ভারতবর্ষের যত পুরাতন মানচিত্র ম্লান মনে হয়
শৈশবের প্রিয় ছবি ব্যঙ্গচিত্রীর হাতে অনবদ্য কার্টুনের মত
হাতে হাতে ঘোরাফেরা করে
উত্তর দক্ষিণ পুব সুদূর পশ্চিম প্রান্তের অগণিত মানুষেরা এখন জানে না
কোনখানে ঘর বাঁধবে, কোন দেশে শান্তির বসতি
সর্বত্র ধর্মের নামে, রাজনীতি-ভাষা নিয়ে দুরন্ত লড়াই
মন্দির-মসজিদ থেকে শোনা যায় বন্দুকের নির্মম আওয়াজ।
রক্তপাত গণহত্যা জয়ধ্বনি নির্বাচন আর্তনাদ হাহাকার
প্রতিদিন নিয়মিত গণতন্ত্রের নামে দেখি মাৎস্যন্যায় ;
এই কী স্বদেশ !

আমার স্বদেশ আজ অতি ভয়াবহ এক আগ্নেয় পর্বত
আমার ভারতবর্ষ, আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী এক মাতৃমূর্তি ক্রমশ বিলীন
অন্ধকারে ; ক্রমশ বধির হয়ে সব আর্তনাদ ভোলে অক্ষম শাসক
আজন্ম বিশ্বাসগুলি ধ্বংস করে দিয়ে যায় মোল্লা বা পূজারী ;
রক্ত ঝরে অবিরাম, বৃষ্টির মতন রক্ত ঝরে পড়ে সবুজ প্রান্তরে
সর্বত্র প্রাচীর গড়ে নিষেধের, প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণ দাবীর।

( ঘ )

হে আমার পিতৃগণ, এই নাও পবিত্র গঙ্গার, তাপ্তী-নর্মদার জল
স্বাদেশিকতার শেষ অন্নপিণ্ড হাতে নিয়ে মুক্ত করো পবিত্র বন্ধন
লুপ্ত হোক তোমাদের স্বপ্নে দেখা ভারতবর্ষের যত অর্থহীন স্মৃতি।
ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হোক যদুবংশ অভ্রান্ত মুষলে।

আমার ভারতবর্ষ লক্ষ কোটি চিতা জ্বালে প্রতি জনপদে ॥

## পরম্পরা

( এক )

এই তো সেদিন, বছর তিরিশ আগে
প্রেমপত্র লিখতে গিয়ে
বিয়ের কথা বলতে গিয়ে
লজ্জা পেয়ে মুখ লুকোতে নিবিড় অনুরাগে।

এই তো সেদিন, পঁচিশ বছর হবে
প্রথম মেয়ের ছোট্ট মুখে
আদর করে চুমোর সুখে
ঘর ভরাতে কতই কলরবে।

আর মাত্র কয়েকমাস, নাতি আসবে ঘরে
কাঁথার কোঁড় অবিশ্রাম
কাব্যগ্রন্থে খুঁজছো নাম
দোলনা থেকে খেলনা থরে থরে।

( দুই )

এমন করে দিন কেটে যায়, বছর ঘোরে
চুল শাদা হয়, পদ্মপত্রে হারায় স্মৃতি
চশমা ঢাকা চোখের ছানি, মনের ভীতি
অনেকদিনের অভিজ্ঞতা হাওয়ায় ওড়ে।

তিরিশ বছর খুব বেশি নয়, এই পৃথিবী
অনেক বেশি বৃদ্ধ হয়েও দাপিয়ে বলে
সময়, সে তো বন্দী আমার করতলে
তোদের কাছে অনেক পাওনা, কখন দিবি ?

আমরা কেন বুড়িয়ে যাবো রাতারাতি
আমরা কেন হারিয়ে যাবো অন্ধকারে
আমরা তো চাই সবাই যেন একসঙ্গে বাঁচতে পারে
আমাদের সব ছেলেমেয়ে এবং তাদের ঘরের নাতি।



এমনি করে পরম্পরা চলতে থাকে নদীর মত
এমনি করে আমরা বাঁচি, আমরা হারাই হৃদয় ক্ষত।

## এন্তাজ, তোমার চিঠি

কাল সকালের ডাকে একখানি চিঠি পেয়েছি, আশ্চর্য সেই চিঠি
একখানি নীলরঙা খামে চারপৃষ্ঠা জুড়ে খুদে খুদে অক্ষরে
অনেক কথার এক অফুরন্ত প্রাচুর্য ; ভীষণ চেনা অনেকগুলো মুখ
স্মৃতির শিকড় ধরে নাড়া দেয়, শৈশবের কিছুদিন
বিবর্ণ বিস্মৃত কিছু কৈশোরসঙ্গীর সাথে যেন অকস্মাৎ দেখা
এমন অনেক কিছু ছিল সেই চিঠির ভিতরে।

তেত্রিশ বছর আগে শেষ দেখা গ্রামের সীমানা, সুগন্ধা নদীর তীর
স্কুলের খেলার মাঠ, লাল সুরকির পথ ঘেরা শটিগাছে
আকন্দের ঘন ঝোপ, ফণিমনসার ঝাড়, টোপাকুল চুরি করে
একসাথে ভাগ করে খাওয়া, এমন অসংখ্য বহুবর্ণময় ছবি।

বারেবারে সে লিখেছে, একবার ফিরে এসো নিজের আবাসে
একবার মনে করো আমাদের হারানো কৈশোর
সুতানুড়ি মঠ থেকে কিছু দূরে হিজলবনের ধারে ভগ্ন নীলকুঠি
নষ্টচন্দ্রের রাতে একসাথে ঘোরাফেরা পালেদের আশ্চর্য বাগানে।

তোমার কি মনে পড়ে একদিন বর্ষার বিকেলে
আকন্দফুলের মালা তোমার গলায় দিয়ে অকস্মাৎ একটি বালিকা
বাবুইপাখির মত ডানা মেলে উড়ে গেছে দূরের আকাশে।

কতবার চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পড়ে দেখি তবুও বুঝিনি
এন্তাজ, সে কার নাম, তুমি কি আমার কোন সহপাঠী ছিলে
অথবা খেলার সাথী কিংবা কোন প্রতিবেশী
হাজার মুখের ভিড়ে তুমি ঠিক কোনজন মনেও পড়ে না
ঠিকানাবিহীন চিঠি হৃতসম্পর্কের সূত্র রাখেনি কোথাও।

তেত্রিশ বছর পর এন্তাজ তোমার মুখ আমি হারিয়ে ফেলেছি
এই দীর্ঘ পরবাসে স্মৃতিভ্রষ্ট যযাতির ছায়া
আমাকে আবৃত করে সময়ের বিনষ্ট দর্পণে।

## বাণপ্রস্থ

ভজ রে মন প্রাণগোবিন্দ, বেরিয়ে পড় গয়া-কাশী
অনেক হলো, এবারে ভাখো কেমন করে যায় যে বেলা
টুপ্ করেই হঠাৎ কেমন সাঙ্গ হবে ভবের খেলা।

কেমন করে যাই রে কাশী, ট্রেনেতে ভিড় ঠাসাঠাসি
ধর্ম রাখতে জীবন যাবে, কেমন করে চাইবো বলো
হরি, দিন যে গেল বেকার কাজে, হঠাৎ দেখি সন্ধ্যা হলো।

হিসেবপত্র গুছিয়ে রাখো, বন্ধ করো খেরোর খাতা
এখনো যদি নাই বেরোলে, কোথায় পাবো হে বিধাতা
মনের মত তীর্থসাধন, গয়া কিংবা হরিদ্বারে!

আর কটা দিন সবুর করি, আর কিছু সুদ উসুল করে
নিজের হাতে বস্তাবন্দী মোহর দেব বংশধরে;
পরের বোঝা, ভালোমন্দ আর নেবো না নিজের ঘাড়ে।

মুক্তি নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, গুরুর দিব্বি আর করো না
মানবজমিন রইল পড়ে, আবাদ করলে ফলতো সোনা;
স্টেশন থেকেই অনেকবার এলাম ফিরে ঘরের টানে।

হরি, তীর্থটির্থ আর হবে না, ঘরসংসার হাবিজাবি
এসব নিয়ে ব্যস্ত আছি, কাকেই বা দিই ঘরের চাবি!
গয়াকাশী মাথায় থাকুন, আপনি বরং অন্যখানে…



## কবি সম্মেলন

অনেকগুলো তেজী ঘোড়া যখন একসঙ্গে প্রাণপণ দৌড়য়
কে জিতবে বলা কিন্তু খুব কঠিন; কখনো শাদা বা কালো
দুটো ঘোড়ার মধ্যে টানাপোড়েন, হয়তো তারই ফাঁকে
খয়েরি একটা অচেনা ঘোড়া দৌড়ে এসে বাজিমাৎ করে!

তখন গ্যালারি জুড়ে শোনা যায় চীৎকার, হাহাকার; গ্যালারি জুড়ে
হাজার মানুষ হাত পা ছোঁড়ে, কেউ বা চেঁচিয়ে কাঁদে
যারা শাদা বা কালো ঘোড়াদুটোর যে কোন একটায়
বাজি রেখে সর্বস্ব খুইয়ে বসে আছে এখন।

ভাবতে অবাক লাগে ঘোড়াগুলো ভীষণ ক্লান্ত, তবু দৌড়য়
বেশির ভাগ দিন বেশির ভাগ ঘোড়া শুধু হেরেই ফিরে যায়;
এরা দৌড়তে যে ভালোবাসে তা নয়, এদের শেখানো হয়েছে
জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে অবিরাম দৌড়ে যেতে হাততালি শুনে।
এদের শেখানো হয়েছে বাজি জেতাটাই আসল আর জিততে হলে
সারাজীবন শুধুই মুখে ফেনা তুলে দৌড়ে যেতে হয়।

এতগুলো ঘোড়া যখন একসঙ্গে দৌড়তে থাকে আমি কখনো
এদের আলাদা রঙে চিনতে পারি না, এদের চলা একরকম
গ্রীবার ভঙ্গী, মুখে ফেনা তুলে বৃত্তাকারে ঘুরে যাওয়া
সব একরকম মনে হয়; এদের সব রঙ একসঙ্গে ভীষণ কালো দেখায়।

যারা আজ সন্ধ্যায় এখানে নিজেদের কবিতা পাঠ করতে এসে
মঞ্চের ওপরে ও সারা ঘরের আনাচে কানাচে বসে আছেন এখন
সেই তেত্রিশজন প্রবীণ ও তরুণ কবিরা এখন মনে মনে ফুঁসছেন
কে যে কাকে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিয়ে আচমকা একনম্বরে পৌঁছে
বাজিমাৎ করে তাক লাগাবেন, আজ সন্ধ্যায়!

মল্লিনাথ গুপ্ত

—

## প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সহজ, সরল, সুন্দর। সহজ, কেননা তার কবিতা কখনোই অনাবশ্যক ভণিতায় ভারাক্রান্ত নয়। সরল অর্থে তাঁর কবিতা ভূমধ্য-সংসার পৃথিবী ও স্বদেশ মানুষের সমস্যা ও ক্রান্তিকালের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের এক অনুভববেদ্য অন্বয়, এবং সে অন্বয় বার্তা তিনি পাঠকমনে সরাসরি পৌঁছে দিতেও জানেন। কবিতা তখনই সার্থক হয় যখন তা সুন্দর অর্থাৎ ultimate enlightment-এর সীমায় পাঠককে পৌঁছে দেয়। কবিতার এই ত্রিমুখী সর্তের পরিপূরকতার অধিকাংশ কবিতা। এ কারণেই প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ক্রমশই অনেক বেশি আমাদের মনস্ক ধ্যেয়ানের কেন্দ্রে আসছে।

সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এই কবি যে মার্কসীয় ধ্যানধারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী, তা তার কবিতা পাঠে অলক্ষ্য থাকে না। কিন্তু কবিতাকে কখনই তিনি মতবাদের মুখোশে আড়াল করেন না। প্রয়োজনে ব্যবহারিক জীবনের অনার্য অন্যায়গুলি, তা তার কাছের মানুষ, দল বা সরকারী কর্মপ্রণালী—যাই হোক না কেন, তিনি তার বিবেকী প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করেননি, করেন না। বিবেক যেমন তাঁর কবিতার প্রধান ধার্য বিষয়, তেমনি এই বিবেকই তাকে মাঝে মাঝে কবিতার তথাকথিত সংজ্ঞার বাইরে কখনো কখনো ইচ্ছাকৃত ভাবেই পা রাখায়। ফলে ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি অনেক সময় সচেতন ভাবেই পরিহার করেন। এ কারণেই সাম্প্রতিককালে তিনি বিশেষ লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছেন।

তার সমাজ, দেশ-কাল সচেতন কবিতাগুলি কখনোই শব্দকৌশল বা বক্তব্য-হীনতাকে আরোপিত রহস্যময়তার ঘেরাটোপে বন্দী করে না। তিনি কি বলছেন তা অত্যন্ত দৃঢ় ভাবেই জানেন, এবং সে-কারণেই কি করে তা বলবেন সেটা তাঁর কাছে অতি সহজ এক প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে। কবি হিসাবে একারণেই তিনি সব অর্থেই সার্থক।

## প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের সাতটি কবিতা

### বাতিল মানুষের গল্প

জোব্বা-জাব্বা-পরা
সংসারের তালিকা থেকে
প্রায় বাতিল বে-আদপ মানুষটা
যখন তখন ঝোলার ভিতর থেকে
রঙ-তুলি-কাগজ বার করে
রক্ত চলাচলের মতো দ্রুত টানে
আমাকে পাহাড় দেখায়,
সমুদ্দুর দেখায় ;
মধ্যরাতের পাহারাদারকে
ডেকে এনে সূর্যোদয় দেখায়।

দুনিয়ার ব্যস্ত মানুষজনকে
দারুণ স্পর্ধায় ডেকে বলে
'এসো হে ! বসো !
ফুল ফোটা দেখাবো',
অনেকে চলে যায়…
আবার অনেকে সময় খরচ করে
বসেও থাকে অনেক সময়।

### ঝড়

বাতাসের বুকে প্রবল ঝড়ের
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ক'রে চলে গেল
যে মানুষটা ;
তার আর দেখা নেই !

যথারীতি আবহাওয়া দপ্তর
ঝড়ের খবর রটিয়ে দিল দেশময় ;

জাহাজের নোঙর স্থায়ী হল,
যুদ্ধযাত্রা স্থগিত হল,
গৃহ প্রবেশের দিন বদলালো
বাজারের মাল উধাও,
গেরস্তের খোকা হোক
পাখিটাও ডাকলো না
সরকারী প্রচারে বিস্তর তেল
ও টি, এ খরচা হল
ঝম্ ঝম্ ইতস্ততঃ বাজলো যৌবন !

হঠাৎ ঝড়টা গতি বদলে
আমাদের পরিত্যাগ করে
অন্য মহাদেশে পাড়ি দিল !

আহা ! আমাদের আর ঝড় দেখা হল না।

## দিনের পদ্য

বৃষ্টি বৃষ্টি সারাদিন
কথা দেয়া ছিল
একদিন যাবো,
যাওয়া হয়নি তো বহুদিন ;
দিন কেটে গেছে
দিন গুণে গুণে
অভিমান, মেরুন রঙীন
যাওয়া হয়নি তো বহুদিন ;

সারা রাত বৃষ্টি-ছোঁয়া
ঝর্না ধারা সুর
রাত্রে জমা অশ্রুর
ধুয়ে যায় রাত



ধুয়ে যায় দিন
যাওয়া হয়নি তো বহুদিন ;

চিঠি জমে জমে
ডাক-পিয়নের সময় হয়েছে ভারি
ভিজে বৃষ্টিতে আড়াআড়ি দিন
কথা দেয়াছিল,
যাওয়া হয়নি তো বহুদিন।

## আমি কি চলে যেতে পারি ?

উপোসী কণ্ঠের
অবসন্ন বিভ্রম মেখে
আমি কি গান হতে পারি ?
যদি না বর্ষণে-কর্ষণে
না হই ভরা-মাস নারী !
সব তার সুরের অর্জনে-গর্জনে
বাঁধা না হলে
মধ্যরাতে প্রেক্ষাগৃহে
কি সুর বাজাবে সেতারী ?
মিথ্যে হবে কারুকাজ
মীড়-গমক রক্তশূন্য প্রমত্ত দরবারি !

আমার দিনযাপন অসময়ে
অপ্রস্তুত মেলে দিয়ে পাখা
দাবীদারহীন পড়ে থাকা
ঘুঘু ডাকা দুপুরে
প্রতিবেশীহীন রক্তশূন্য
আমি কি চলে যেতে পারি ?

## পারাপার বিষয়ক

একটুর জন্যে পিছলে খেল খেয়া
দেরি হল মেটাতে দেয়া-নেয়া,
মধ্যরাতে পার ঘাটে একা
তুমুল নিরাবলম্ব একা !

পিছনে স্মরণ-বিস্মরণের
মালপত্তর, তৈজস, আসবাব
পিছুটান একা !
তিনশ পয়ষট্টি দিনের চেয়েও লম্বা
আর পাথরের মত ভারি
একটা রাতের মুখোমুখি
ঘোরতর আমি একা !
সারা শরীরে অন্ধকারের
বল্মিক জমে জমে ঢেকে যাই
আমি বলি : মা নিষাদ !
তবুও আমার সেই রত্নাকর হয়ে থাকা !

লোকালয়ে চার দেয়ালে
কারও ব্যথা জমে দেয়াল নীল
আর সংসারের বিছানায়
জন্মোৎসবের ঘন ঘটা !

রাত কত হল ?
এ রাতের বয়েস কত ?
কখন সকাল ?
কখন দিনের খেয়া শুরু ?
উত্তর মেলে না।
এরই মধ্যে একা একাই
পা থেকে অন্ধকার খসানোর



কাজে হাত লাগাই
একা, একাই !

## পোস্ট বক্স

পোস্ট বক্সটা
সেই জব চার্নকের সময় থেকে
মাতালের টাল সামলানো
বেশ্যার পানের পিক
গাড়লের থুথু গায়ে মেখে
দাঁড়াতে দাঁড়াতে পাথর।

সময়ের নুন শরীর খেতে খেতে
একেবারে পাতালের রক্তে মাংসে
মিশে আছে !
ডাক পিয়নের পিঠ ছুঁতে না পারা,
না খোলা সময়ের চিঠি
অপেক্ষা করে করে
ব্যথায় নীল।
তবু পোস্ট বক্সটা
পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে।

## চলাচল পদাবলী

আমি যার হাত ধরে চলি
সে দরাজ হাতে
কখনো দেখায় রাজপথ,
কখনো অন্ধ-চোখ গলি ;
অন্ধচোখে বসে বসে

ঘরময় জমে যায় পলি
আমি যার হাত ধরে চলি !

আমি যার বলা কথা বলি
সে সারাদিন পাখি-পড়া করে
পাঁচ-কান করে বলাবলি
সেই পাখিরাই গেয়ে যায় কলি !

আমার পথ দেখানোর মানুষ
দক্ষিণে যার বাড়ি
গহীন বনের সবুজ হরিণ
পায়চারি করে, দুষমণ
মাংসের কারবারি !

মীরা সেনগুপ্ত

—

## অনিতা অগ্নিহোত্রীর কবিতা

অনিতা অগ্নিহোত্রীর যে-কোন রচনায়ই মেধা ও মননের নির্ভুল সাক্ষর থাকে। রচনার এই পরিণতমনস্কতা তাকে প্রথম পাঠেই আলাদাভাবে চিনিয়ে দেয়। আধুনিক প্রকরণ ও সময়ের অনুবর্তী চিন্তনে তার ভিন্ন গোত্রের নির্দেশ। গদ্য ও কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই একটি ন্যূনতম মান তিনি সবসময়ই রক্ষা করেন। আমরা যারা তাঁর গদ্য ও কবিতা উভয়ের সঙ্গেই পরিচিত, আমাদের ধারণা কবিতাই অনিতার প্রথম যোগ্যতা ও সৃজনপ্রেম। সম্ভবত তাঁর নিজের প্রথম আকর্ষণ কবিতাই।

এর আগেও একবার কবির রচনা বিভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং সেখানে তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচিতও হয়েছেন। এবারের কবিতাটি দীর্ঘকবিতা। দীর্ঘ-কবিতাই কোন কবির যোগ্যতা নির্ণয়ের নির্ভুল নিরিখ। জীবনানন্দ বলতেন দীর্ঘকবিতা কবির যোগ্যতা ( এমন কি ব্যর্থতাও ) শনাক্তকরণের প্রকৃত মাধ্যম। অবশ্য তিনি হুবহু এই ভাষায় বলেননি। আরো ব্যাপকভাবে আমাদের জানিয়ে-ছিলেন। ছোট কবিতার দু-এক চুমুক সফলতা পাঠককে বিভ্রান্ত করলেও, কবির অভ্রান্ত ক্ষমতার সাক্ষর দীর্ঘকবিতার প্রতিটি পংক্তিতে ওতপ্রোত থাকেই। বলাই বাহুল্য, এই দীর্ঘপ্রায় কবিতাটি আমাদের ভালো লেগেছে। তবে কবিতাটি কি সব অর্থেই দীর্ঘকবিতা, না একই শিরোনামের নিচে পরস্পরের পরিপূরক আলাদা আলাদা কবিতা—তা নির্ণয়ের ভার পাঠকের।

## ক্লান্ত উপত্যকা আজ তুমি আমার জানুতে মাথা রাখো

১

ডানা ছুটি পুড়ে যাবার পর বুকে হেঁটে বেঁচে থাকার বিকল্প যে তাকে ভাবায়নি এমন নয়। এতদিন নানা জাতের আকাশ আর নীল, নীলই দেখে এসেছিল আশৈশব মেঘের ফাঁক দিয়ে। পৃথিবী, পাহাড়, নতোন্নত নানা উদ্ভাবনা। মেঘের ফাঁক দিয়ে দিনযাপনের বেদনা। কাজেই বুঝতে পেরেছিল যে এবার কনুই-এর কাছে কামিজ ফাটতে থাকবে হাঁটুর কাছে পাৎলুন, দস্তানা কোনোদিনই ছিল না, থাকলে ছিঁড়ে তালুর রক্ত মেঝেতে ফেটে বেরোত। এগুলিও তেমন ভাবায়নি তাকে কারণ তার মুক্তি ছিল হাত, পায়ের তেমন ব্যবহার তো হ'ল না এ জীবনে। যা হ'ল তা কেবল কাঁধ ও দুই ঝাপট। সাদা ঝাপট, কোনো টেরা হাওয়ার মুখোমুখি হলেই ঝাপট। কিন্তু পরে যা তাকে ক্ষয়াতে লাগল, তা হ'ল মসৃণ মেঝেতে বার বার নিজের মুখ নিজেরই মুখ ফুটে ওঠা, ফুটে ওঠা কণ্ঠার হাড়, পাঁজর বুক ও তলপেট, বেঁচে থাকার আকণ্ঠ ক্লান্তি এবার ক্রমাগত তার মুখোমুখি শুয়ে তাকে ছিঁড়ে খাবে বুঝতে পেরে সে মরে যেতে চেয়েছিল, মরেও তাকে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে হবে সমস্ত পরকাল এই বিকল্পের করুণা কেন যে তাকে স্পর্শ করেনি আমাকে তা জিজ্ঞেস কোরোনা।

২

কাঁপানোর জন্য আমার দিকে হাত বাড়িয়ে ছিলে ব্রুকলীন
ব্রীজ, সত্যি দেখতে পাইনি। ঠোঁটে বাবল্‌গামের বুদ্‌বুদ্‌
আমার আত্মা তখন রঞ্জন-স্ক্যানের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে
আসছে অক্ষতযোনি। মনে মনে রাগ পুষে রেখেছিলে ?
সেইজন্য আহাজ টাল খেল আর হীরে বসানো পিরিচের
মতন উল্‌সে উঠল নিউইয়র্ক, ব্রুকলীন ব্রীজ ও কালো জল।
ভালো ক'রে দেখিনি তাই কি! তা এমন তো আকছারই হচ্ছে
আটলান্টিকের মধ্যে ঝুঁকে দেখতে গেছিলাম সেবার, অমনি
বায়ু-সেবিকার শোক উথলে উঠল, সে দুহাতে আমাকে
জড়িয়ে থাকল যতক্ষণ না নীল ফুঁড়ে, সবুজ, বাদামী স্থলবৃত্ত
ফুটে ওঠে : ওই ক্ষত ভোলো না, অন্য কথা ভাবো, সেই যে



হলুদ ট্যাক্সির দরজা খুলে, সাদা দস্তানা, কালো লেদার
কোটের অক্ষরবৃত্তে আমাকে ডাকলে, ট্যাক্সির মতন হলুদ
বিকেল, ডাল্‌স্‌ থেকে সোজা ভার্জিনিয়া এ্যাভিন্যু, পথে
কত স্তব্ধতার কস্তুর গন্ধ। দেওয়াল, দেওয়াল, সার সার
মেপ্‌ল্‌, হলুদ, বাদামী, কমলা, লাল পাতা উড়তে উড়তে
রাস্তা পেরোচ্ছে, বিকেল ছাপিয়ে সন্ধের মধ্যে ঢুকে
জমে যাচ্ছে পাতা, তুমি ডেকেছিলে। ডেকেছিলে অথচ
সারাটা পথ একটা কথা বলোনি, পত্রঝরণের শব্দ
না, মৃদু গন্ধ পেয়েছিলাম, কেন কথা বলোনি আমি
জানি তুমি হাত বাড়ালেও এ জীবনে তোমার কণ্ঠস্বর
আমি শুনতে পাবোনা, কাঁচ কাঁচ আর কাঁচ,
কাঁচের অক্ষরে আমাদের যাবজ্জীবন লেখা হয়ে গেছে।

ক্লান্ত উপত্যকা আজ তুমি আমার জানুতে মাথা রাখো
লুব্ধ মেঘরেণু, কৃষ্ণমেঘ চুলে, কাঁধে, ফেনিয়ে রয়েছে
আমাকে চেনোনি তুমি, গ্রানাইট আমি, নিরাশ্রয়, নাভিমূলে
পৃথিবীর ব্রহ্মনাদ হয়ে ছিলাম। ঠোঁটের চুকস বেয়ে অভিপাত,
দুই চোখ রাত জেগে রাঙা, কপালে প্রাচীন ক্ষত হলকর্ষণের
দীর্ণ উপত্যকা আজ তুমি রক্তের বেদনা আমাকে দাও।
বলো না কী ক'রে বর্ষা গিয়ে নতমুখ হেমন্ত এসেছে
পত্রাভার লাল গালে চুমু খায় বিমর্ষ কুয়াশা
এর পর বাঁকা আলো, শীত আর শিশির পতনে
মিলে মিশে পাতার ডোঙায় জলে পাড়ি দেবে মোমরঙা আলো।
কী করে পাথর হয় লুব্ধ শ্বাসাঘাত, তা অবান্তর
কার্যতঃ পাষাণ আমি, শিরায় পাষাণ রক্ত বয়।
মজ্জায় পাষাণ-বেদ, চীৎকার সেও ভাঙা, কারুকার্যময়।

ঘুমের অকাল-বৃন্তে ঠোঁট নড়ে, তুমি কি বলেছ আমি জানি
মূক ও বধির তবু অন্ধ নই এই পরিতাপ, অন্ধ হলে

স্পর্শের বঁড়শিতে গেঁথে নেওয়া যেত স্বপ্ন কথা, আমি দেখি,
মনে পড়ে, হাজার বছর আগে তুমি নর ছিলে, আমি
নারী। এসেছিলে লাল ফুল ও নলবন ভেঙে আমাদের
খিড়কি বাগানে। নদীটিতে, গরান নৌকায় চড়ে, পায়ে কাদা
চুলে শঙ্খচিলের পালক। কী ভাবে প্রথম প্রেম হয়ে যায়
পর্বতমেখলা বনভূম, কী ভাবে আশ্লেষ-তাপ ফসিল ও
শিলা হয় শেষে, কে জেনেছে! যবের ধূসর ক্ষেতে দাঁড়িয়ে
ডেকেছি—ফিরে এসো! জ্যোৎস্নারাত, টিটিভ জাগেনি।

আসঙ্গে জড়িয়ে রবো, আমি তবু ছোঁব না তোমাকে
শুষে নেবো সব স্বেদ, সব ক্লান্তি কালযাপনের
এর বিনিময়ে কোনো প্রতিশ্রুতি, সম্পর্কজনিত লোকাচার
যা প্রতি মানুষী চায়, আমি তার ধার ধারি নাকো।

ক্লান্ত উপত্যকা, আজ তুমি আমার জানুতে মাথা রাখো॥
ক্লান্ত উপত্যকা, আজ তুমি আমার জানুতে মাথা রাখো॥



প্রদীপ দাশগুপ্ত

—

## আলো আমার আলো

॥ সে বড় সুখের সময় নয়, সে বড় দুঃখের সময় ॥

বিমল যখন প্রথম এল এই ডিভিসনে সহকারী ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, মাথার উপর কেউ নেই, যা কিছু চটজলদি সিদ্ধান্ত নিজেকেই নিতে হবে। মাথাটা কেমন ঝাঁঝাঁ করত প্রথম প্রথম। খুব জলতেষ্টা পেত আর মাঝে মাঝে বেসিনের জলে মুখ ঘাড় গলা ভালো করে ধুয়ে নিত। বিদ্যুৎ নিয়ে মানুষের আশার শেষ নেই। লোডশেডিং হয়েছে কি হয়নি—ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠত টেলিফোন—কি হল আর কত জ্বালাবেন! শান্তিতে একটু ঘুমোতেও পারব না! আর টিভিতে খেলা থাকলে তো কথাই নেই, সর্বদা তটস্থ হয়ে থাকা। তো এমন ভাবেই চলছিল যাহোক, কিন্তু বাদ সাধল সেদিন, সকাল থেকেই কুডাক ডাকছিল মনটা। সকালে দুবার বাথরুমে গিয়েও ভাল করে পেটটা পরিষ্কার হয়নি, মনটা খিঁচড়ে আছে, এইরকম একটা অবস্থায় অফিসে গিয়ে বসেছে কি বসেনি, একদল ছেলের নাটকীয় প্রবেশ—এই ন্যাপলা মাপটা নিয়ে নে। ট্রেন বাসের গরম তখনও শরীর থেকে যায়নি ভেতরটা তিতকুটে হলেও উপায় নেই, মুখে আপ্যায়নের ভঙ্গি, 'আরে বসুন, বসুন, 'বসব কি বে, ন্যাপলা···কেলিয়ে দে—' একটা বেলায় চিৎপটাং হবো নাকি? ঘামে ভেজা গেঞ্জী জামা যতটুকু শুকিয়েছিল, পিনপিন করে তার চতুর্গুণ জায়গা ভিজছে ঘামে—তবু প্রকাশ করা যাবে না, যতই গলা শুকিয়ে আসুক ভয়ে জলের গ্লাসের দিকে হাত বাড়ানো যাবে না, ভাবটা করতে হবে যেন কিছুই হয়নি, কিছুই শোনেনি, 'আচ্ছা না বসলে আপনাদের মত সুধীজনের সঙ্গে কথা বলি কি করে।' কথাগুলো নিজে বলল না গড়গড় করে মুখস্থ বলল যাত্রার বই থেকে কে জানে। ট্যারচা কাটা দাগটা মুখের উপর যে ছেলেটির, লম্পঝম্প তারই বেশি। একটু যেন থমকে গেল কাটাদাগ। 'কি বে, কি বলছে বে, লে বোস···।' চেয়ারগুলো ভরে গেল, তবুও জনা দু তিন পুরো চেয়ার না পেয়ে

কারুর চেয়ারের হাতলে,—'না না, চেয়ার লাগবে আরো'—প্যাক করে বেল বাজিয়েও বেয়ারার অপেক্ষা না করে ছুটে চেম্বারের বাইরে। কটা চেয়ার যতক্ষণ ভেতরে এল ততক্ষণ দম নিলো নিজের মনে। চেয়ারে বসতে যাচ্ছে, কাটামুখ কি যেন বলতে যাচ্ছিল,—'এক সেকেণ্ড, এক দুই···নয়, দশ, গণেশ দশটা চা', কাটামুখ কি একটু থমকে গেল! 'সকালের চা আমারও খাওয়া হয়নি, প্রথমদিন এলেন আপনারা, আসুন একসঙ্গে চা খেয়ে আপনাদের কথা শুনব—ও হ্যাঁ, গণেশ দুটো করে বিস্কুট দিও।' ওদিকে নিজে রোজ শুধু চা খায়, কিন্তু শ্রীমান কাটামুখেদের জন্য প্রায় দুডজন বিস্কুটের পয়সা ধ'।

'বলুন, কি করতে পারি আপনাদের জন্য!'—'না স্যার, আমরা বিশালাক্ষী ক্লাবের ছেলেরা, আমাদের পাড়ার আলো চলে গেছে কাল বিকেল থেকে', একটু কি স্বরটা নিচুগ্রামে! 'সেকি! কাল থেকে।' 'এরকম তো প্রায়ই হয়—আপনি লতুন তাই প্রথম শুনচেন', বলল পেছনের একটা গলা। 'আচ্ছা, ঠিক আছে, দশ মিনিট সময় দিন, তারপর যদি কিছু না করতে পারি···' টেলিফোনে লাইন চাইল লাইনম্যানের···'কিছু শুনতে চাই না, বিশালাক্ষীতলার লাইনের ফেজটা পাল্টে দাও—এ্যা রেড হয়ে আছে, গ্রীন কর··কি, হয়ে গেছে, ঠিক আছে।' যতক্ষণ কথা বলছিল, কাটামুখেরা চুপ করে শুনছিল, 'নিন, আপনাদের লাইন ঠিক হয়ে গেছে', মুখগুলো যেন ঝলমলে, 'হ্যাঁ, কি বলছিলেন, ঐ মাপটা কিসের—আর কেলানো মানে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কোন পেপারে এই শব্দটা শুনিনি তাই ঠিক বুঝতে পারলাম না।' কাটামুখ যেন লজ্জায় বেগুনি। 'না স্যার, আর ওসব কথা আপনার শুনে কাজ নেই। যদি কেউ কিছু ভ্যানতারা করে বলবেন কাটাহরির প্রোটেকসনে আছি। চলি স্যার।'

আহ, সেই যে কাটাহরি। কি মিষ্টি নাম। ওর নামে তরে গেছে সাড়ে পাঁচ বছর। সতেরো দিন ফেজ চলে গেছে, তবু ভীতু ভীতু মুখ করে মোড়ের মাথায় লোক ধরেছে,—'আপনাকে তো কিছু বলা যাবে না, কাটাহরি বলে গেছে।' চাকরি করে বিদ্যুতের সাইটে, তবু কিছু ভুড়ি হলো, গায়ের চামড়া অল্প হলেও চকচকে হল। আহ্!

॥ চলো মুরারি হিরো বনবে ॥

কলকাতার হেড অফিসে যে কদিন ছিল, সে বড় সুখের সময়, টেনসন নেই, এ্যাটাচির মধ্যে নিয়ম করে ঠাকুরের ফুল রাখা নেই, সকালে এগো-বিকেলে



যাও। কিন্তু কি ঘ্যাচাকলে পড়া গেল এই বছর দুয়েক আগের চেয়ারম্যানের অডারে। আশেপাশের কোন জেলা নয়। যেতে আসতে পাঁচ ঘণ্টা। এই পঞ্চান্ন বছর বয়সে আর পারা যায়! কে যে এই চুকলি কাটল চেয়ারম্যানের কাছে। হবে সশালা চৌধুরীটা। একটু না হয় দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর চেম্বারে ঘুমোতো, তাতে কি! এটা কি বারণ করেছে সার্ভিস কণ্ডাক্টে। আর ঘুমোনোর সময় বাইরে যদি আলো জ্বলে তাতে তোর কি ব্যা! আমি তো ব্যস্তই থাকি। হুহু করে বুক ফেটে দীর্ঘনিঃশ্বাস বের হয়ে আসে। আহা! ভেবেছিলাম হেড অফিস থেকেই রিটায়ার হব। হল না, বামবু দিলো পশ্চাতে! শুধু আসার আগে সিকদার সাহেব ডেকে বললেন 'যান, কটা মাস থাকুন, তারপর কিছু হলে তো ফিরবেনই ···হ্যাঁ ভালো কথা, ওখানে তিন তিনটে ইউনিয়ন, সাবধানে থাকবেন।' আচ্ছা, কিছু হলে মানেটা কি? মুখের উপর প্রশ্ন করা পছন্দ করেন না। আই. এ. এস সাহেব। ঠিক আছে, চলো মুরারি হিরো বনবে।

॥ আলো—আলো জ্বেলে দাও নজাথ খাঁ ॥

দিন কয়েক হয়েছে নতুন জেলায়, হঠাৎ বেলার দিকে এস. ডি. ও—'কোথায় থাকেন···কখন থেকে ফোন করছি···' কোথায় আবার যাব, একথা বলা যাবে না, সময়ে অসময়ে পুলিশের প্রোটেকসন তো চাই, যেমন আগে ছিল কাটাহরির। 'নাহ্ মানে···এখানেই তো, বলুন সাহেব···।' এখন এই সাতাশ আটাশ বছর পাবলিক চরিয়ে বুঝে গেছে 'সাহেব' বললে আদ্ধেক দোষ ক্ষমা, টেবিলের ওপাশের লোক খুশি হয়, বেশ একটা রোঁয়াতোলা বেড়ালের মত কথা বলে তারপর থেকে। 'না-মানে কোয়ার্টারে লাইনটা নেই, মিসেস বলছিল···তা বোধহয় মাঝে মাঝেই যাচ্ছে···।' 'ও বুঝেছি, ডাবল ফেজ দিচ্ছি।' 'কি কাকে দিচ্ছেন?' একটু রাগী গলা। 'না না তা নয়, আপনার কোয়ার্টার রেড ফেজে ছিল, এখন থেকে আরো একটা ইয়েলো ফেজও দিতে বলছি।' 'তাতে কি!' একটু যেন অনুসন্ধিৎসা, উৎসাহ পেল বিমল। 'তাতে কি নয়, অনেক কিছু। একটা ফেজে আলো চলে গেলেও অন্য ফেজে আলো পাবেন। আপনার কোয়ার্টার কখনো অন্ধকারে থাকবে না···' —'ওঃ হো, থ্যাঙ্ক থ্যাঙ্ক।' বাব্বাঃ, পুলিশকে চটানো নেই। কখন যে কি দরকার হয়! এই তো সেদিন পার-বাজিতপুর থেকে ফোন দুপুর দুপুর, কিনা, 'আপনার লাইনম্যানকে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে রেখেছি। এক রাউণ্ড হয়ে গেছে, এবার কেলানোর সেকেণ্ড ফেজ শুরু

হবে। দেখতে হলে আসুন।' আচ্ছা এভাবে কোন ভদ্রলোক কথা বলতে পারে! বলা উচিত! ভাবে না এপারের লোকের শুনে অবস্থাটা কি হয়! জীপে উঠতে যাচ্ছে, হঠাৎ কি মনে হল, ড্রাইভার শ্যামসুন্দরকে—'তুমি পাশে বস, আমি আজ চালাই।' শ্যামসুন্দর টিপটপ থাকে সবসময়, এ্যালবার্ট চুল সিঙ্গাড়ার মত ঝুলছে সামনে, পাতলা গোঁফ জোড়া যেন সরু তলোয়ার, জামাকাপড় ধোয়া ইস্তিরিকরা, এ ব্যাটা সবসময়ই যেন মিঠুন চক্কোত্তি। আর রোজ ট্রেন বাসের ধকলে বিমলের অবস্থা সর্বদাই লাইনম্যানের মত।

কলেজের মোড়টা ঘুরেছে কি ঘোরেনি, রেরে করে তেড়ে এল পাগলা ষাঁড়ের মত একটা ঝড়, 'এসে গেছে, এসে গেছে।' ষ্টিয়ারিং ঘোরাবার সময় পেল কই! 'সাহেব কোথায়?' ঘাড়ের কাছে কাটাহরির মত মুখ। মুখে কিছু না বলে শুধু ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা দিয়ে বাঁ দিকে ইসারা করল। ব্যস, আর দেখতে হল না। যেন উড়িয়ে নিল শ্যামসুন্দরকে জিপের বাইরে। দেখা যায় না, তার আগেই জিপ ঘুরিয়ে থানা। এস. ডি. ওর সঙ্গে যখন আবার গেছে, তখন চারিদিক শুনসান। শ্যামসুন্দরের মাথার সিঙ্গাড়ার পুর বেরিয়ে গেছে। খোসাটা আছে কোনরকমে। জামাকাপড় ছেঁড়া, সাধের নর্থষ্টারের একপাটি নিয়ে গেছে বোধহয় বল খেলবে বলে। শ্যামসুন্দর অত কষ্টের মধ্যে ফাঁকা দৃষ্টি দিয়ে শুধু বলেছিল—'এই জন্য স্যার আপনি গাড়ি চালালেন।' তারপর থেকে যখনই জিপে উঠতে গেছে, শ্যামসুন্দর লাফ দিয়ে উঠে আগেই ষ্টিয়ারিং-এ গ্যাটুস্।

বিদ্যুতের অফিসার হয়ে মার খায়নি এমন কেউ নেই। কাউকে পাবলিকে প্যাদায় কাউকে বা ইউনিয়নে। ট্রেন থেকে নেমে জিপে উঠছে, শ্যামসুন্দর বলল সেদিন—'আজ স্যার হবে',—'কি হবে?' নাঃ কোন উত্তর নেই। হুহু করে চলেছে জীপ, দুপাশে মাঠ, কোথাও বা পুকুর। 'সুদিন কোঙার দুপুরে আসবে এখানে।' উরেব্বাস, সুদিন কোঙার! ইউনিয়নের নেতা নয়ত, এমন ভাব করে যেন আমারও গাঁজিয়ান, কিন্তু বলা যাবে না, বড় ইউনিয়নের বড় নেতা। মাঝে মাঝে ক'বার টক্কর লাগবে লাগবে করেছিল—পাশ কাটিয়ে মান বাঁচিয়ে রক্ষা, কিন্তু আজ!

পা দিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকল সুদিন কোঙার 'কি ভেবেছেন আপনি, যতসব ম্যানেজমেন্টের দালাল—এই ছেলেটিকে যে এভাবে মেরেছে, কেউ গেছিলেন দেখতে?' সঙ্গের ছেলেটির কপালের কাছে আলু, একটা গাল ট্যাবলা, মাথায় ব্যাণ্ডেজ, 'চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল, অমরারগড় এখান থেকে কতক্ষণ! সময় নেই স্যা! ওদিকে জিপ নিয়ে ত ফুর্তি করতে বেরোন।' কথা ত নয় যেন আগুনের শলা।



কিন্তু মাথা গরম করলে চলবে না। ফিফ্‌থ ইয়ারে বিহেভিরাল সায়েন্সের ক্লাসে ডক্টর ব্যানার্জি বলতেন 'মাথা গরম করবে না, ঘেরাও হোক বা বাবা-মা তুলে গালি দিক, চোখের সামনে সারি সারি মুখগুলো মনে করবে নেই, ভাববে—আকাশে নীল মেঘের মাঝখানে একটুকরো সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, দেখবে আস্তে আস্তে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে।' কিন্তু নীল মেঘ দেখবে কি! লোকগুলো যেন চোখের আগুনে পুড়িয়ে মারবে, পেছন থেকে আবার একজন বক দেখালো যেন।—'আচ্ছা দেখছি, আর গড়ে আমি নিজে যাব দু-একদিনের মধ্যে।'—'হ্যাঁ তাই যাবেন, আর দেখে আসবেন কেন অমরারগড় থেকে কোন লোক মার না খেয়ে ফেরে না। শুনুন, সামনের সোমবার আবার আসব।' বেরোচ্ছে সবাই, সবার পেছনে কোঙার। 'কোঙারবাবু, একটু শুনে যাবেন।' যতটা সম্ভব গলা নরম করল বিমল। রাগ রাগ মুখ করে আগুনমুখো বিপ্লবী নেতা ঘুরে এলো টেবিলের সামনে।—'বসুন কোঙারবাবু, আপনার যে এত গুণ আছে তা তো জানতাম না।' চোখমুখের রাগটা কেটে গিয়ে যেন কৌতূহল। 'গত রবিবারের দেশকাল-এ আপনার "সংস্কৃতি এখন কোথায়—পাঁকে না নর্দমায়", পড়লাম, ভাবা যায় না রিয়্যালি, এত সুন্দর ভাষা, বিশ্লেষণ, চিন্তাভাবনার একটা নতুন দিগন্ত খুলে দেয়···শুনুন কোঙারবাবু আপনি নেতা, নেতৃত্ব আপনাকে দিতে হবে, শুধু একটা অনুরোধ আপনার লেখার ভক্ত হিসেবে, না অনুরোধ নয়, দাবি—লেখাটা ছাড়বেন না, লিখে যান। ছাপার কথা ভাববেন না, আমায় দেবেন, ছাপার দায়িত্ব আমার।' সুদিন কোঙারের একটা লেখা 'জেলা সংবাদে' বেরোল, যদিও লেখাটার আগাপাশতলা ঠিক করতে হয়েছে। বানানের ত কোন মা-বাপ ছিল না। বলা যেতে পারে শুধু নামটাই ছিল কোঙারের, ভেতরটা যেন বাইপাস সার্জারি। 'কি, লোকে কি বলছে, দেখলেন ত ট্যালেন্ট কেমন চিনেছি।' দেখা হল পে সেকশনের সামনে। 'না, মানে ঠিকই আছে, কিছু বোধহয় আপনি কারেক্ট করে'···'না না কিছুই নয়। একটা আধটা শব্দ শুধু চেঞ্জ করেছি। আপনি আরো লিখুন, দেখুন না এবার কটা পুজোসংখ্যায় আপনার লেখা বের হয়। আপনার ভেতরে একটা সংস্কৃতির মন আছে।' সুদিন কোঙার এখন ভিজে সুদিন জিলিপি। দেখা হলে নরম চোখে তাকায়। সময়ে অসময়ে এসে লম্ফঝম্প করে না। বেশ একটা কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছেলের মত প্রেমে পড়া ভাব।

সেদিন ড্রাইভারদের কামবন্ধ। হেঁটে বিকেলে ফিরছিল, কে যেন দেখাল—ঐ ভগীরথ রাউথ। ড্রাইভার ইউনিয়নের নেতা। জটলার কাছে গিয়ে পিঠে হাত

ছোঁয়াতে ঘুরে দাঁড়ায় ভগীরথ, মুখের বিড়ি ফেলে দেয় – 'বলুন স্যার'। —'না না কোন কাজ নয়। কাল বিকেলে একটু আসবেন। নতুন এলাম, আপনার সঙ্গে আলাপ হলো না ভালো করে, কাল বিকেলে এই চারটে নাগাদ।'

চেম্বারে ঢুকতেই, 'বসুন বসুন ভগীরথবাবু, আপনার জন্যই বসে আছি। কি খাবেন – চা না কফি···কফিই হোক কি বলেন।' কফিপানের পর শীতের বিকেল যখন জানালার বাইরে ঘন হয়ে এসেছে, শীতের মৃদু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধ, বেশ একটা রহস্যময়তা ঘিরে ধরেছে চারপাশ, মুখটা একটু এগিয়ে গলার স্বর যতটা সম্ভব নামিয়ে—'খুব বিপদে পড়েছি, উদ্ধার একমাত্র আপনিই করতে পারেন।' বিশেষ নড়ল কি ভগীরথ! শুধু চেয়ে রইল। 'না মানে—খুব দরকারি মেসেজগুলো কাউকে দিয়ে পাঠাতে ভরসা পাইনা। যদি আপনি নিজে প্রতিমাসে এগুলো পৌঁছে দেন ডিস্ট্রিক্টগুলোয়, আমি নিশ্চিন্ত হই।' ভগীরথের চোখে যেন একটু দোলাচল।

পরের মাসে ভগীরথ রাউণ্ড ওভারটাইম পেল ষোলোশ টাকা। প্রতি মাসের মেসেজ নিয়ে এখন চিন্তা করতে হয় না, পৌঁছে দিয়ে আসে ভগীরথ। না হয় ক্যারিয়ারে আগে খরচ হত মাসে পঞ্চাশ ষাট টাকা। তাতে কি! এখন কেমন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যায়। হুঁহুঁ বাবা, কোন রিস্ক নেওয়া নেই এই শেষের ছত্রিশ মাসে। বাইরের পাবলিককে বিশ্বাস নেই, যে কোন সময় 'টপকে' দেবে। তার মধ্যে এই ভেতরের লোকগুলোকে যদি ম্যানেজ করে চলতে না পারলুম, তো বৃথা ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং করা।

জি. টি. রোড ধরে সোজা গিয়ে ডানদিকে মাইল আষ্টেক গেলে অমরারগড়। লাইনে গিয়ে ধরল সহকারী ইঞ্জিনিয়ারকে। 'স্যার এখানে যা সাপ্লাই, তার ডবল হুকিং করে নিচ্ছে। আমি বাধা দিতে গেছিলাম। বলল, লাইন খুলে দিলে আমারও হাত খুলে দেবে,' কাতরভাবে বলল ছেলেটি। 'আর স্যার এজন্যই ব্যালান্স থাকছে না, লোডশেডিং হচ্ছে অথবা খুব অল্প আলো। এরা বলে স্যার কানকি মারছে। আমি কি করতে পারি বলুন।' কি মুস্কিল, এই ছেলেটিকে বলা যাবে না যে, কিছু করার ক্ষমতা আমার কেন চেয়ারম্যানেরও নেই। পারলে কটা বাড়ি নিজেই হুকিং করিয়ে দিতাম! আর হুকিং খোলা? পাগল! 'ঠিক আছে শোন যে যত খুশি হুকিং করুক কিছু বলতে যেওনা। আর রেগুলার আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখ।' ফিরে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল এইরকম ক'টা মুরগি আছে বলে সে চালিয়ে যাচ্ছে; আর তার মত ক'টা রামছাগল আছে বলে সিকদারসাহেব চালিয়ে যাচ্ছেন।



। এই ঘুম চেয়েছিলে বুঝি।

আজকাল বিমলের খুব ঘুম পায়। বাসে ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়। ট্রেনে ঘুমের অতল গহ্বরে ডুবে যায়। মাঝে মাঝে মনে পড়ে ছোটবেলায় খুব খিদে পেত! স্কুলে টিফিনে জল খেয়ে খিদে চাপা দিত। বাড়ি ফিরত এক রাক্ষুসে খিদে নিয়ে—কিছু নেই—আবার খেলতে চলে যেত। খেলতে খেলতে খিদে মরে যেত। পড়তে পড়তে খিদে পেত—আবার খিদে চলে যেত। কিন্তু এমনতরো ঘুম পেত না কখনও। রাতে খাওয়ার পর বিছানায় শুয়েছে—ব্যস! ভোর হয়ে যায়। খেয়ে উঠে ট্রেনে বসেছে—ঘুম। অফিসে গিয়ে চা খেয়ে কোথায় চাঙ্গা হবে, তা না—ঘুম পায়। ঘুমোতে ঘুমোতে সারাদিন কাটে। ফেরার সময় একটু অপেক্ষা করে। ট্রেন ছাড়তেই চোখ বুজে আসে। ঘুমের মাঝে শোনে ফেরিওয়ালার কণ্ঠস্বর। তার কানে ঘুমপাড়ানিয়া গানের মত বাজে।

মাঝে একদিন অনেক অনেক লোক তাকে তাড়া করে, কারুর হাতে লাঠি, কারুর হাতে ছাতা, আর কারুর বা ঝুলঝাড়া। সময়টা ভোর ভোর। সূর্যদেবকে পিছনে ফেলে সিল্যুয়েটের ছবির মত, দুঃস্বপ্নের মত তাড়া করে। বাচ্চা-যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ কেউ বাদ নেই। আজ যেন বিমলের শেষদিন এই ভালোবাসার পৃথিবীতে। আপ্রাণ জোরে দৌড়য়। কিন্তু ওরা যে প্রায় ধরে ফেলল। মাঝখানের দূরত্ব কমে আসে। দূরে একটা টেলিফোন যেন বেজেই চলে—ক্রিং ক্রিং, ক্রিং ক্রিং—হ্যালো দমকল—হ্যালো দমকল, কেউ ধরে না। ঢিলছোঁড়া দূরত্ব থেকে এখন যেন পেনাল্টিবক্সে বল পায়ে চিমা। ওফ্ কি ভয়ংকর। হঠাৎ কোথা থেকে দেবদূতের মত উদয় হয় কাটাহরি, সুদিন কোঙার, ভগীরথ রাউথ। চোখে তাদের কালো চশমা, হাতে তাদের পেটো-পাইপগান। সুপারহিট মুকাবিলার সুর ব্যাক গ্রাউণ্ডে বেজে ওঠে, তারা সেই মত্তহস্তীসমান পাবলিক বুক দিয়ে আটকায়। ধুন্দুমার কাণ্ড পিছনে ফেলে বিমল দৌড়তে থাকে। তার জিভ শুকিয়ে আসে। দম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, তবু দৌড়তে থাকে। আর একটু আর একটু—

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

—

## মানসের জন্য কয়েক লাইন

হাতে তো সময় আছে, আজ / এখন এখানে আমরা তোমার জন্যই /
একত্র হয়েছি, যারা এখনো জীবিত / কিছু কথাবার্তা হোক / তোমার বিষয়ে /
প্রয়াত না হলে কার জন্য সভা হয় ?

কোন্ সংখ্যা থেকে তুমি কৃত্তিবাসে ? / আমি অষ্টম সংখ্যায়। তুমি, /
খুঁজে দেখছি / দ্বিতীয় সংকলন থেকে এসে গেছ / কবিতার নাম—
'ডায়েরির পাতা থেকে'— / উনিশ শো চুয়ান্ন সাল, তার মানে, তখন তোমার /
উনিশ বছর চলছে / মাত্রই উনিশ, কিন্তু ভাষা বেশ পরিণত, মন সচেতন /
মাত্রাবৃত্তে, যথা—

এমনি করে / এখানে প্রাণে / হয়েছে শুধু / আশা
কখনো যদি বৃষ্টি নিয়ে মেঘের ভালোবাসা
এ পথে নামে / হাওয়ার হাত আরো শীতল হয়ে
জুড়ায় প্রাণ—রৌদ্রাহত শহরে যদি ফের
নামে সে গান, জলের তান, অবাক অনেকের
হৃদয়ে তবে বাজবে নীল শ্রাবণী-ঝংকার।

খুঁজে খুঁজে উনিশ শো সত্তরে প্রকাশিত / শান্তনুর করা / ৬৬ কবির
এক সচিত্র সটীক যৌথ সংকলন / বার করে দেখি, তুমি আছো,
সেখানেও আছো / তোমার ছবির মতো, কবিতার মতো / সুশ্রী ও সুস্পষ্ট /
তুমি বলছো রিলকে আর বীরেনদার কথা।

ওরা লিখছে, নিজের প্রত্যয় থেকে বিচ্যুত হও নি তুমি / তুমি প্রচারিত নও /
তোমাকে এড়িয়ে যাওয়া সহজ হলেও / তোমাকে পেরিয়ে যাওয়া সোজা নয় /



সেই সংকলনে তুমি মৃত্যু বিষয়ক কবিতাই বেছে দিয়েছিলে /
তার কটি পংক্তি এরকম :

তুমি এত তাড়াতাড়ি-ছবি হয়ে যাবে / কখনো ভাবি নি /…
মাঠ সরে যায় সামনে থেকে, জলে ডুবন্ত নৌকার হাল /
আর শব্দ হায় হায় হায়
এক মুহূর্তেই যেন রঙ্গমঞ্চে স্নায়ুর ধনুক ছিঁড়ে—
তোমার অন্তিম পরিহাস।

কোনো আত্মীয় বিয়োগ অভিভূত করেছিল বুঝি / তবে আজ / ওই কবি
তালিকার এক তৃতীয়াংশ জন প্রয়াত, অতীত।
প্রায় সেই সময়েই দেখছি / দীপ্তি ত্রিপাঠীও 'একালের প্রেমের কবিতা'
নামে পঞ্চাশের চৌত্রিশ জনার লেখা / বেছে ও প্রবন্ধ লিখে বৈশিষ্ট্য
দেখিয়ে / গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন / তখন তো আমরা সবাই প্রবল
প্রেমিক, শুধু প্রেমিকারা মুখ দেখাচ্ছে না। সেখানে তোমার /
তিনটি কবিতা আছে—

'গোঁপা খুলে দাঁড়িয়েছ অন্ধকারে তুমি কি বাসনা ?' / অমাবস্যাকে
তুমি প্রশ্ন করেছিলে / সে-ও বলেছিল / 'রয়েছি রক্তের নিচে, তাইতো
মাঝে মাঝে হও অমন উন্মাদ।' / ইন্দ্রিয়ের অধীনতা উপেক্ষা করার
কথা ভেবেছিলে তুমি / এই দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞানীর, মনোবিজ্ঞানীর /
ক্রমে মেধাবী চেতনা তোমার লেখায় / রহস্যের কুয়াশা ও ধোঁয়া মুছে /
অবান্তর কল্পনাবিলাস ধুয়ে মুছে / উচ্চারণ করেছে শাণিত /

'উচ্ছ্বাস আনে মানচিত্রের রেখায় জটিল ভাষ্য…
পথে হাঁটলেই ভ্রাম্যমানতা বলি না
হাট থেকে যারা বাড়ি ফিরে যায়
পরদিন যায় হাটে
তাদের কেউ বলেছে পর্যটক ?
কম্পাস আছে মাথার ভেতরে / নাবিকের সব মত্ত স্বভাবও রয়েছে।

তবু ভেসে যাওয়া হলো না যাদের / তারাই এখন গোপনে / অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা বিচারে প্রাজ্ঞ / মানচিত্রই সার্থক অবলম্ব।

তুমি বহু প্রচারিত নও, তুমি পুরস্কৃত হওনি কখনো / তাতে কিছু আসে যায় ? / পুরস্কার ওরা সব ভাগ করে নিয়েছে আগেই / তোমার রচনাকণা গেঁথে আছে কারো কারো গভীর হৃদয়ে / আমি জানি, সে হৃদয় স্নায়ুকেন্দ্র।

বাঙালি পাঠক একটু ভাববাদী / কান্না হাহুতাশ ভালোবাসে / কবির কাঙালবেশ দেখে তারা উদ্বেলিত হয় / সাময়িকপত্রে ওঠে ফেনা / সে যে নিহিত সত্যেরও উদ্বোধক / সে যে অবাক দর্শকও বটে / এ-কথা নির্ণয় করতে মহাকাল সতত সক্রিয় / তাই আপাতত / বিশ্বস্ত, নীরব প্রতিক্ষায় / আজকের এক মিনিট নীরবতা / কেবল তোমার কথা ভাবার জন্যেই / রাখা আছে / আমাদের কোনো তাড়া নেই / আরো বহুকাল নীরবতা প্রয়োজন তোমাকে বোঝার জন্যে / তোমার মতন / আরো কেউ কেউ / সময়কে প্রচার মাধ্যম থেকে গুরুতর ভেবেছিল বলে / শারীরিক মৃত্যু থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে।

তুমি কৃত্তিবাসে একবার / দিন যাপনের কথা লিখেছিল / শাদা গদ্যে / পরিশেষে জীবনানন্দের ঢঙে কয়েকটি লাইন—বলেছিলে, কে কাকে নম্বর দেয় ? কে কাকে সামান্য বলে ? / এসো হে সাহিত্য বৈশ্য, এসো, অনম্বর / অনন্তে উত্তর লিখি, নীলিমায়, মেঘপত্রে—কেমন কলমে দেবে পাশের নম্বর। / তুমি চলে গেছ। তোমার উত্তর লিপি আমাদের হাতে হাতে ঘুরছে আজ। ঘুরবে বহুকাল।



# টিকটিকি

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

## লেখকের নিবেদন

দুই দশক আগে অভিনেতৃ সংঘের জন্য উৎপল দত্ত 'ক্রুশবিদ্ধ কুবা' নাটকের প্রয়োগের দায়িত্ব নেন। সে নাটকে প্রায় চল্লিশজনের ওপরে অভিনেতা অভিনেত্রীর দরকার হত। ফলে তা বেশি দিন অভিনয় করা সম্ভব হল না। তখন সংঘের সম্পাদক হিসেবে আমি উৎপলদাকে অনুরোধ করি একটি খুব কম ভূমিকা-লিপির নাটক অভিনেতৃ সংঘের জন্য তৈরি করতে। নানা আলোচনার পরে তিনি Anton Shaffer-এর Sleuth নাটক করতে পরামর্শ দেন। এই নাটকে মাত্র দুজন অভিনেতা। এই নাটকের একটি চিত্ররূপও হয়েছিল যাতে মাইকেল কেন্ ও লরেন্স অলিভিয়ের অভিনয় করেছিলেন। সেই দুটি ভূমিকায় যথাক্রমে আমি ও উৎপলদা অভিনয় করব। নির্দেশনার দায়িত্ব নেবেন উৎপলদা। তবে তিনি একটি শর্ত দেন যে এর বন্দীকরণের দায়িত্বটা আমাকে নিতে হবে।

সেই প্রয়োজন থেকেই 'টিকটিকির' রচনা হয়েছিল। কিন্তু সংঘ থেকে শেষ পর্যন্ত 'টিকটিকি'র অভিনয় করা সম্ভব হয়নি। আরো কয়েকটি সংস্থার থেকে অভিনয়ের চেষ্টাও ফলপ্রসূ হয়নি। ইতিমধ্যে টিকটিকি চলচ্চিত্রায়িত করার কথাও ভাবা হয়েছিল। তাতে উত্তমকুমার ও আমি অভিনয় করব এমন প্রস্তাব ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাও বাস্তবায়িত হয়নি।

তারপর দু দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। যথাযোগ্য অভিনেতা নির্বাচনের সমস্যা থাকার জন্যেই টিকটিকি প্রযোজনা করা যায়নি। এতদিন পরে যখন 'স্বপ্নসন্ধানী' গোষ্ঠী থেকে এই নাটক প্রযোজনা করা গেল তখন স্বাভাবিক ভাবেই আমাকে বয়স্ক চরিত্রে চলে আসতে হল এবং অল্পবয়সের চরিত্রের জন্যে নির্বাচন করতে হল স্বপ্নসন্ধানীয় তরুণ অভিনেতা কৌশিক সেনকে।

নাটক করাটা ফলিত কাজ। প্রযোজনার সময় প্রায়শই যেমন হয় তেমনই কিছু কিছু ছোটখাটো সংশোধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজন দেখা দিল নাটকের মহলা দিতে দিতে। বর্তমানে যে নাট্যরূপটি ছাপা হচ্ছে তা সেই পরিবর্তনগুলি ও কিছু কিছু অভিনয়সংক্রান্ত নির্দেশ সম্বলিত।

'বহুরূপী' পত্রিকায় আদি নাট্যরূপটি অনেক আগেই ছাপা হয়েছিল। এখন প্রযোজনার সময়ের খুঁটিনাটি পরিমার্জনার যে রূপটি ছাপা হচ্ছে সেটি প্রথমটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে নাট্যশিক্ষার্থীর কোন উপকার হলেও হতে পারে এমন বিশ্বাসেই সম্পাদকের অনুরোধে আমি এই পুনর্মুদ্রণে সম্মত হয়েছি।

## ॥ প্রথম অঙ্ক ॥

[ একটি পুরাতন ইংরেজ আমলের বাড়ি। উঁচু উঁচু সিলিং। বড় দরজা জানলা। একটি পুরনো ধরনের সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। তার ল্যাণ্ডিং-এর কাছে জানলা।—বাইরে বাগান।

মঞ্চের বাঁ দিকে একটি ওয়ার্ডরোব ও গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক। সিঁড়ির মাথায় একটা কাগজপত্রের ডেস্ক্ বা আলমারি। U. R.-এ হলঘরের রাস্তা। U. L.-এ বাড়ির ভেতরে যাওয়ার পথ। এইখানে একটি বাস্কেট। ঘর ভর্তি নানান রকম অদ্ভুত খেলার জিনিস। নানান games-এর সরঞ্জাম। U. C.-এ জানলার ধারে মানুষ প্রমাণ একটি "Laughing Sailor-এর মূর্তি।

[ Record Player-এ Bethaven বাজছে ]

যবনিকা যখন উঠে যায় তখন সত্যসিন্ধু চৌধুরী বসে বসে লিখছিলেন। মধ্যবয়স্ক অভিজাত চেহারা। পোশাকে আসাকে 'পাক্কাসাহাব' ভাবের পরিচয় আছে। ঘড়িতে আটটা বাজল। সত্যসিন্ধু লেখা শেষ করে যা লিখছিলেন সেটা পড়তে আরম্ভ করলেন। ]

সত্যসিন্ধু। "ইন্‌স্‌পেক্‌টর ভরদ্বাজ কহিলেন 'হুম'। গত কল্যকার উদ্বেগের লেশমাত্র চিহ্ন তাহার মুখে দেখা যাইতেছে না। ভয়ঙ্কর খুনী ডাঃ সোম গ্রেফতার হইয়াছে। যে জিম্‌নাশিয়াম রহস্য লইয়া সমগ্র পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট উথাল পাথাল হইতেছিল গতকাল রাত্রে তাহার অবসান হইয়াছে। রোহিতাশ্ব সেনের কৃতিত্বেই অপরাধীকে ধরা সম্ভব হইয়াছে। আজ সকালে মূল্যবান গ্রন্থরাজিশোভিত রোহিতাশ্বের লাইব্রেরী ঘরের বহুমূল্য সেক্রেটারিয়েট টেবিলে রোহিতাশ্বের সম্মুখে বসিয়া নির্বাক বিস্ময়ে রহস্য ভেদের আনুপূর্বিক ব্যাখ্যা শুনিতেছিলেন। রোহিতাশ্ব থামিতেই বলিলেন 'হুম'।

[ পড়তে পড়তেই Right-এ drink cabinet গিয়ে গ্লাসে চুমুক দেয় ]

রোহিতাশ্ব ধূমায়িত চায়ের কাপে চুমুক দিয়া পায়ের নিকট শায়িত তন্দ্রাচ্ছন্ন জার্মান শেপার্ড বাঘাকে একটু আদর করিতে লাগিল। বাঘা লাঙ্গুল আন্দোলনে প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছিল। ভরদ্বাজের হুম শুনিয়া একবার বুঝি কান খাড়া করিল।

ভরদ্বাজ বলিলেন—'সবই তো বুঝলাম রোহিতাশ্ববাবু—কিন্তু বডি পাওয়া

গেল জিম্‌নেশিয়ামের ছাদে—অথচ সিঁড়ির তালা সেদিন সন্ধ্যে থেকে বন্ধ ছিল। কেউ খোলেনি। কোন দেওয়ালের ধারে কাছে কোন পায়ের দাগ পাওয়া যায়নি। এ রহস্যটার তো কিছুতেই মর্মোদ্ধার করতে পারছি না।'

গোয়েন্দা রোহিতাশ্বের গৌরবর্ণ সৌম্যমুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। ধীরে

[ Move to table centre ]

ধীরে বলিতে লাগিল—'পুলিশই যদি এ রহস্যের মর্মোদ্ধার করতে পারত মিস্টার ভরদ্বাজ, রোহিতাশ্বের কাছে কি তাহলে আপনারা আসতেন ? আসলে

[ Sofa R.এ বসে ]

চোখ কান একটু খোলা রাখতে হয়—মাথাটা একটু খাটাতে হয়। তাহলেই কোন রহস্যই আর রহস্যময় ঠেকে না'। জিম্‌নাশিয়ামের পিছনের দেওয়ালের থেকে দু'তিন ফিট দূরে আমি মাটিতে একটা ছোট দাগ দেখেছিলাম। খানিকটা জায়গায় ঘাসের চাব্‌ড়া উঠে রয়েছে। ওই জায়গাটা কিসের জানেন ? পোল্ ভল্টের। পোল্ ভল্টের বাঁশের খোঁচায় ওই দাগটা হয়েছিল। ডাঃ সোম আজ থেকে তিরিশ বছর আগে একজন দুর্ধর্ষ অ্যাথিলেট ছিলেন। পোল্ ভল্টে এক সময় তাঁর রেকর্ড ছিল। তিরিশ বছরে তাঁর চেহারার অনেক পরিবর্তন হ'লেও পোল্ ভল্টের দক্ষতা এতটুকু হ্রাস পায়নি। তাই বন্ধুকে গলা টিপে খুন করে তাঁর দেহ পিঠের ওপর নিয়ে ওই জিম্‌নাশিয়ামেরই একটি পোল্ ভল্টের লগি বের করে নিয়ে দেহশুদ্ধ এক লাফে ছাদে উঠে গিয়ে মৃতদেহ ছাদে ফেলে আসতে তাঁর কোন অসুবিধেই হয়নি। এবং নামার সময় আবার সেই লগি দিয়ে বিশ তিরিশ হাত দূরে লাফিয়ে পড়াতে দেওয়ালের ধারে কাছে তার পায়ের কোন দাগই পড়েনি। এই হ'ল রহস্যের আসল মর্মোদ্ধার, বুঝলেন মিঃ ভরদ্বাজ ?'

মিস্টার ভরদ্বাজ হতভম্ব হইয়া চাহিয়া ছিলেন—রোহিতাশ্বের বুদ্ধি দেখিয়া, অথবা ডাঃ সোমের লম্ফনের কথা ভাবিয়া বলিতে পারি না, শুধু একবার বলিলেন—'হুম'।

বাঃ খাসা হয়েছে। সুপ্লেণ্ডিড্ ! রোহিতাশ্বের বুদ্ধির তারিফ না ক'রে কেউ পারবে না। হুঁঃ, গোয়েন্দা কাহিনী লিখবেন সব ! আরে বাবা রোহিতাশ্বের মত গোয়েন্দাকে নিয়ে সিরিজ লিখতে গেলে রোহিতাশ্বের মতই মাথা চাই, সেই অ্যারিষ্টোক্রেসি চাই। [ দরজায় বেল্ বাজে। সত্যসিন্ধু তাঁর হুইস্কিটা

[ খাতা বন্ধ করে drink refil করতে যায় whisky ঢালা হতে না হতে bell বাজে ]



শেষ করে হলঘরের দরজা খুলে দেন। ] নমস্কার। মিঃ বিমল নন্দী ?

বিমল। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনিই তো সত্যসিন্ধুবাবু ?

সত্যসিন্ধু। হ্যাঁ।—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? ভেতরে আসুন। [ সত্যসিন্ধুর পেছনে

[ দরজা বন্ধ করে moves to DR ]

পেছনে বিমল নন্দী ঘরে ঢুকে আসে। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস। বেশ ঝকঝকে তকতকে চেহারা ] বাড়ি খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হয়নি তো ?

বিমল। না না।

সত্যসিন্ধু। যাক্। বেশির ভাগ লোক বড় রাস্তা থেকে ডান দিকের টার্ণ-টা মিস্ ক'রে যায় ···আপনি যে শেষ অবধি আসবেন আমি আশা করতে পারিনি। ইট্‌স্ ভেরি নাইস্ অফ্ ইউ টু কাম্।

বিমল। না না, আসব না কেন ? আজ বিকেলে কোলকাতা থেকে ফিরে আপনার চিঠিটা পেলাম।

সত্যসিন্ধু। হ্যাঁ, ওটা আমি আপনার লেটার-বক্‌সে গুঁজে রেখে এসেছিলুম।

বিমল। হ্যাঁ···এটা কী ? [ মানুষ প্রমাণ নাবিকের মূর্তিটি দেখিয়ে বলে ]

সত্য। ওঃ, উনি হচ্ছেন Jolly Jack Tar, The Jovial Sailor। আমার বিশিষ্ট বন্ধু, আমার সঙ্গে সম্পর্কটা খুব মধুর। আমি পরিহাস করলে উনি

[ Moves to left near the doll S ]

হাসেন। [ পুতুলটা চালানর বোতাম টেপে—পুতুল হাসে। ]

দেখলেন ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। দাঁড়ান, আপনাকে একটা ড্রিংক্ দিই। কী

[ Moves back to drink table ]

খাবেন ? স্কচ্, জিন, ভোদ্‌কা ?

বিমল। স্কচ্।

সত্য। সোডা না জল—না কি শুধু আইস্ ?

বিমল। শুধু জল। এ জিনিসটা কী ? [ বিমল D. L. C-এ টেবিলের কাছে

[ Table থাকবে UP Centreএ সেইখানে যায় ]

এসেছে ! সেখানে একটা বিরাট খেলা সাজানো আছে। ]

সত্য। ওঃ—ও একটা খেলা।

বিমল। দেখলে মনে হয় বাচ্চা ছেলেদের খেলা। [ একটা টুকরো তুলে নেয় ]

সত্য। ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই ছেলেমানুষি নয়। বেশ কয়েকমাস যাবত ওটা নিয়ে আমি নাড়াচাড়া করছি কিন্তু এখনও ভালো ক'রে শিখে উঠতে পারলুম

না। খেলাটার নাম হচ্ছে Senat—প্রাচীন মিশরীয়রা খেলত। পুরনো blocking game—অনেকটা সায়েবদের Nine men Morris-এর মত।

[ Drink তৈরি শেষ এই কথার মধ্যে turns towards বিমল ]

দয়া করে যেখান থেকে ওটা তুলেছিলেন ঠিক সেইখানে রেখে দিন। ঠিক ওই জায়গাটাতে ওটা আনতে আমার বহু সময় লেগেছে। ধোবিঘাটের

[ moves near বিমল ]

বাড়িতে কেমন লাগছে আপনার ?

বিমল। বেশ ভালো।

সত্য। উইকেণ্ডগুলো কাটাতে আসেন বোধহয় ?

বিমল। হ্যাঁ, মোটামুটি তাই বলতে পারেন।

সত্য। সুন্দর ছোট বাড়িটি। ওয়েল্—চিয়ার্স।

বিমল। চিয়ার্স !

সত্য। এবার এসে একটু বসুন। আমি একটু এগুলো গুছিয়ে রাখি। আমার

[ moves from above sofa to below table C ]

নতুন বইটা এইমাত্র শেষ করলুম কিনা—"জিম্‌নাসিয়াম্ রহস্য"। আচ্ছা, গোয়েন্দা কাহিনী হচ্ছে মহৎ মানুষের মনের খোরাক—এটা আপনি মানেন ?

বিমল। কে বলেছে ?

সত্য। Philip Guedella বলে thirties-এর একজন জীবনী-লেখক বলে-

[ moves DL rear writing cabinet ]

ছিলেন—'the detective story is the normal recreation of noble minds'। এদেশে তো গোয়েন্দা কাহিনীর সে ট্র্যাডিশন নেই—বিলেতে কোনান ডয়েল থেকে আজো অবধি—লং অ্যাণ্ড রিচ্ হেরিটেজ্ আছে এ ব্যাপারে। ওদেশে ক্যাবিনেট মিনিস্টাররা রাত্তিরে ঘুমনোর আগে থ্রিলার

[ to MC ]

পড়ে—এ নিয়ে কত রিসার্চ ওয়ার্ক হয়—ওখানে elementary Watson বললেই লোকে বুঝে নেবে এটা কার কথা।

বিমল। আমার মনে হয় ডিটেকটিভ গল্প মহৎ লোকেদের যত না খোরাক—মহৎ লোকেরা বোধহয় ডিটেকটিভ গল্প লিখিয়েদের তার চাইতে বেশি খোরাক।

সত্য। হাঃ হাঃ—এটা ভালো বলেছেন। তবে কি জানেন—শিক্ষিত ভদ্র

[ to DL ]



অভিজাত শ্রেণী না থাকলে গোয়েন্দা গল্প হয় না। আমি তো এখনও তাদের নিয়েই গল্প লিখি—এবং আপনাদের এই সমাজতন্ত্রের দিনেও তো দেখছি সেগুলো লোকে খুবই পড়ে।

বিমল। আপনার লেখা থেকে কোন ফিল্ম হয়নি ?

সত্য। ওরে বাবা ! ফিল্ম্ ?

বিমল। হ্যাঁ, আজকাল তো কেবল ক্রাইম্ ছবি হচ্ছে।

সত্য। আপনি বলছেন ওই সব মারপিট দাঙ্গা—পেছনে পুলিশ গাড়ি নিয়ে ছুটছে—··· ?

বিমল। হ্যাঁ আজকাল তো এইসব ছবিই বেশি হচ্ছে—বিশেষ করে হিন্দী।

সত্য। না না, ওর মধ্যে কোন বুদ্ধির খেলা নেই। পারফেক্ট ক্রাইম্ আর তার

[ move near বিমল ]

ডিটেক্শন এ না হলে···

বিমল। মহৎ লোকের মনের খোরাক কোত্থেকে আসবে !

সত্য। ঠিক তাই, মাই ডিয়ার বিমল। আমি কিন্তু তোমাকে নাম ধরে তুমি করেই বলছি ভাই।

বিমল। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই—

সত্য। ধন্যবাদ। আমাদের একটু বন্ধুত্ব হওয়া দরকার। বসো বসো, তোমাকে আর একটা ড্রিঙ্ক দিই। আই অ্যাম্ ওয়ান্ আপ্ অন্ ইউ অলরেডী। [ সত্য-

[ to Drink cabinet ]

সিন্ধু ড্রিঙ্ক টেব্‌লে যায়। বিমল সিঁড়ির নিচের চেয়ারে বসে ] এ···আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড···তুমি আমার স্ত্রীকে বিয়ে করতে চাও। [ বিমল এই সোজাসুজি

[ Music ]

প্রশ্নে বিব্রত হয়ে পড়ে। ] কথাটা তুললাম বলে কিছু মনে কোরো না। সিভিলাইজ্‌ড্ সোসাইটিতে খোলাখুলি কথাটা বলাই ভালো। তাছাড়া রেখা কয়েকদিনের জন্যে বাইরে গেছে···কোলকাতায় ওর আত্মীয়স্বজনের কাছে···

বিমল। তাই নাকি ?

সত্য। হ্যাঁ। তাই তোমার সঙ্গে কথা বলে নেবার এইটিই উপযুক্ত সময়। তাহলে ব্যাপারটা সত্যি ?

[ move to R of Sofa R ]

বিমল। অ্যাঁ—হ্যাঁ—যদি আপনার আপত্তি না হয়।

সত্য। আমার আপত্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না। [ বিমলের কাছে এসে ড্রিংক [ বিমলকে গ্লাস দেয় ]

দেয়। ] Zere, Put Zat behind your necktie !

বিমল। চিয়ার্স।

সত্য। Prosit !···আজকালকার ছেলেরা ভাবে তারা যা খুশি তাই করতে [ to DL ]

পারে। তুমি সে রকম নও।

বিমল। কেন ?

সত্য। ওই যে জিজ্ঞেস করলে আমার আপত্তি আছে কিনা। তোমার কথাটা শুনে খুব ভালো লাগল। তাহলে তোমায় আরও দু একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস [ To L of Sofa L ]

করতে পারি কি ? যদি তুমি কিছু না মনে কর ?

বিমল। কী জিজ্ঞেস করতে চান বলুন তো ?

সত্য। এই যেমন তোমাদের বাড়ি কোথায়—তোমাদের বাড়িতে কে কে আছেন—এ্যাণ্ড সো অন্।

বিমল। আমাদের আদি বাড়ি ফরিদপুরে।

সত্য। তোমরা রেফুজি ?

[ L Sofa-তে বসে ]

বিমল। হ্যাঁ। বাবা পার্টিশানের সময় কোলকাতায় চলে আসেন। মা ছোট-বেলাতেই মারা গিয়েছেন।

সত্য। বাবার নাম কী ?

বিমল। জগন্নাথ কংসবণিক।

সত্য। তাহলে তুমি নন্দী কী করে হলে ?

বিমল। আমরা আসলে কাঁসারি। বাবা কিন্তু স্যাকরার কাজ করতেন। কোলকাতায় আসার পরে বাবা কিছুই করতে না পেরে শেষে বিষ্ণুপুরে গিয়ে একটা ছোট্ট দোকান দিয়ে বসেন। সেইখানেই একজন মুন্সেফের বাড়িতে বাবা কাজ করতেন, তাঁকে ধরে আমাকে পুরুলিয়া সৈনিক স্কুলে ভর্তি করে দেন। তার আগে বিষ্ণুপুরে একটা স্কুলে আমি ভর্তি হয়েছিলাম—সেখানে আমার ক্লাসের ছেলেরা আমায়—ডালের মধ্যে খেঁসারি, মানুষের মধ্যে



কাঁসারি—এই বলে ভীষণ খেপাত। আমার খুব লজ্জা করত। সৈনিক স্কুলে যাওয়ার আগে বাবাকে বললাম—'বাবা আমার পদবীটা বদল করে দাও।' বাবা বললেন—"ওরে, জন্ম জন্ম ধইরাই তো আমরা কাঁসারি। এইখানে যেমন কংস বণিকেরা কেউ দে, কেউ দত্ত, কেউবা নন্দী বইলা পরিচয় দেয়, আমগো পালঙে তো তেমন নয়। তা এই দ্যাশেই যখন থাকতি হইব তখন এই দ্যাশের মতই না হয় তর নাম বিমল চন্দ্র নন্দী হউক আইজ থেইকা।"

সত্য। ভেরি ইণ্টারেস্টিং। তোমাদের জাত ব্যবসা তাহলে কাঁসার ? অবশ্য মনে কোরো না জাত বা পেশা নিয়ে আমার কোন প্রেজুডিস্ আছে। আমি অত্যন্ত লিবারাল এসব ব্যাপারে। তা তোমার বাবার ব্যবসার অবস্থা এখন কী রকম ?

বিমল। রকম কী ? ব্যবসাপত্তর তুলে দিয়ে বাবা আবার দেশে ফিরে গেছেন। বাবার খুব শখ ছিল লেখাপড়ার। নিজে করতে পারেননি বলে অতি কষ্ট করে আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। যেটুকু রোজগার করতেন আমার লেখাপড়ার পেছনে খরচ করতেই তো তা বেরিয়ে যেত। ব্যবসা আর কী করে চলবে। কয়েক বছর আগে বললেন, "বুড়া হইছি—কবে আছি কবে নাই। ভিটাখান তো আছে—দ্যাশেই ফির‍্যা যাই ; মরি যদি ভিটায় মরুম।" সেই থেকে দেশেই আছেন, এখনও নাকি টুকটাক্ কাজকর্ম করেন। আমি মাঝে মাঝে টাকা পাঠাই মানে ওঁর দরকার থাকলে।

সত্য। ও ! আর তুমি ? তুমি কী কর ?

বিমল। আমি ট্রান্সপোর্টের বিজনেস্ করি।

সত্য। ট্রান্সপোর্ট্ বিজনেস ? মানে—তাহলে তোমার বেশ কিছু গাড়ি ট্রাক এসব তোমার ফ্লিট্এ আছে ?

বিমল। না না, এখনও বেশি কিছু করতে পারিনি। এখন তিনটে অ্যামব্যাসাডার আছে—একটা একটা করে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কিনেছি। ভারত কেমিক্যালস্-এ আমার এক বন্ধু আছে সে book value-তে পাইয়ে দিয়েছিল দুটো।

সত্য। ভারত কেমিক্যালস্-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইজ এ ক্লোজ ফ্রেণ্ড অফ মাইন্।

বিমল। এ তিনটে ছাড়া গাড়ির দরকার লাগলে অন্য জায়গা থেকে ভাড়া নিয়ে চালিয়ে দিই। সামান্য কিছু কমিশন থাকে। টালিগঞ্জে আমার গ্যারেজ।

সত্য। নন্দী ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস—অ্যাঁ? তুমি থাক কোথায়?

[ উঠে পড়ে goes DL ]

বিমল। ওই গ্যারেজটা আসলে একটা পুরনো বাংলোর কম্পাউণ্ড। বাংলোটা আমি সাবলেট্ করে দিয়েছি—একটা ঘর খালি নিজের রেখে দিয়েছি। সেইখানেই থাকি।

সত্য। একটা ঘর? তা তোমার ছেলেপুলে কোথায় থাকবে?

[ Moves to L of sofa L ]

বিমল। ছেলেপুলে তো এখন নেই।

সত্য। ও এখুনি হবে না। পরে তো হবে?

বিমল। এতটা এগিয়ে এখনি ভাবিনি।……বাড়িটা একটা সাহেবের ছিল। পুরনো বটে, কিন্তু আমার খুব ভালো লাগে। বিরাট বিরাট ঘর—উঁচু উঁচু সিলিং—

সত্য। হুঁঃ পুরনো বাংলো বাড়ি তোমার খুব ভালো লাগতে পারে—কিন্তু

[ Move from above sofa to MR ]

রেখারও তা ভালো লাগবে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বিমল। রেখারও খুবই ভালো লাগে। সে তো কেবল বলে 'কবে যে ওই বাড়িতে গিয়ে থাকব?'

সত্য। আমার তো ধারণা ছিল সে অলরেডী ওখানে থাকে! অন্তত সপ্তাহে দু-একদিন? কী, ভুল বললুম নাকি? [ বিমল শ্রাগ্ করে। ] আর এখানে তোমার বাড়ি ভাড়া নেওয়ার উদ্দেশ্যটা নিশ্চয়ই সেই সাপ্তাহিক মেলামেশার সুযোগটাকে আর একটু বাড়ানো?

বিমল। আমি যাকে ভালোবাসি তার কাছাকাছি থাকতে চাই। দূরে দূরে থাকাটা আমাদের দুজনের পক্ষেই কষ্টকর। আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না মিঃ চৌধুরী।

সত্য। তা হয়তো পারবো না, কিন্তু রেখাকে আমি যতটুকু বুঝি তার থেকে আমি ভালো করেই জানি যে পুরনো বাড়ি তার দুচক্ষের বিষ। রিভার সাইডের

[ Moves above sofa to ML ]

এই পুরনো বাড়িতে তো সে বহুদিন বাস করেছে—কিন্তু এই একতলার ড্যাম্প—রাত্তিরে কড়িকাঠে ঘুনপোকার কটকট আওয়াজ—এ সে একেবারে সহ্য করতে পারে না। এই উঁচু সিলিং দেখলেই তার মুখ হাঁড়ি হয়ে যায়।



বিমল। তার কারণ বোধহয় এই বাড়িটা ততটা নয়, যতটা যার সঙ্গে এই বাড়িটায় বসবাস করতে হত তার জন্য।

সত্য। এই ছাকো! তোমার কথাবার্তায় তোমাকে এত শিক্ষিত বলে মনে হয়—তুমি এরকম একটা ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বসলে?

বিমল। কিছু মনে ক'রবেন না। আমার বান্ধবী সম্বন্ধে আপনি কটূক্তি ক'রছিলেন।

সত্য। মোটেই না। আমি আমার স্ত্রীর স্মৃতিচারণা ক'রছিলাম।

[ Move DL ]

বিমল। হরে দরে ব্যাপারটা কিন্তু একই দাঁড়াচ্ছে।

সত্য। তাই দাঁড়ায়। আমি বাজি রাগতে পারি এক বছরের মধ্যে ওই কটূক্তি করতে আরম্ভ করবে তুমি আর ওকে নিয়ে কাব্য করতে সুরু করব আমি।

[ Move to MC above sofa – Move to DL ]

তদ্দিনে আমার মনেই থাকবে না যে কী অসহ্য ক্লান্তিকর, ন্যাকা, উড়োনচণ্ডী, আত্মসুখী এবং কী ধুরন্ধর চতুর স্ত্রীলোক ওই মেয়েছেলেটি।

বিমল। আপনি রেখাকে ভালো না বাসতে পারেন, কিন্তু তাই বলে তাকে গালিগালাজ করার প্রয়োজন আছে কি?

সত্য। কেন, সন্ধ্যে হ'লে সাপকে সাপ বলতে নেই—লতা বলতে হয় বুঝি?

বিমল। দেখুন মিস্টার চৌধুরী—

সত্য। দেখ, আমার যদি বলার ইচ্ছে হয় যে আমার স্ত্রী একটি আট বছরের কচি খুকির মত কতা বলেন, শেয়ালদার পাইস্ হোটেলের মত রান্না করেন এবং হিড়িম্বার মত প্রেম করেন, তাহলে আমি তা বলব।

বিমল। উঃ—যথেষ্ট হয়েছে—

সত্য। এবং তা বলার জন্যে আমার তাঁর প্রেমিকের পারমিশন্ নেওয়ার দরকার

[ moves to sofa L ]

নেই। আসলে যেটা আমার জানার দরকার সেটা হচ্ছে ওকে আমার ঘাড়

[ Sits sofa L ]

থেকে নামানর মত মুরদ তোমার আছে?

বিমল। মুরদ মানে?

সত্য। মুরদ মানে যে রকম কায়দায় যে রকম স্টাইলে এতদিন চ'লে এসেছে—এতদিন মানে আমার সঙ্গে বিয়ে হবার পরে এতদিন চলে এসেছে সে রকম

স্টাইলে ওকে রাখার মত মুরদ তোমার আছে ?

বিমল। [ ঘরের চারিদিক দেখিয়ে বলে ] আমার সঙ্গে বিয়ের পরে ওর এসবের দরকার হবে না। সে জীবনটাই হবে অন্যরকম—সহজ সরল অনাড়ম্বর। সেখানে হয়ত এত প্রাচুর্য থাকবে না—কিন্তু ভালোবাসা থাকবে। কী এবার একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসুন !

সত্য। কেন ?

বিমল। ভালোবাসা নিয়ে ব্যঙ্গ করাটা তো এদেশে খুব পপুলার খেলা—প্রায় জাতীয় ক্রীড়া বলা যায়।

সত্য। না, ব্যঙ্গ আমি করছি না। তবে আমি তোমার কথা একবর্ণও বিশ্বাস করছি না। রেখার ভালোবাসা ! রেখার ভালোবাসা একটু তু তু করে ডাকলেই পাওয়া যায় এবং রেখার সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন হচ্ছে মাসে মাত্র একটা করে সতরামদাসের গয়না গড়ানো। [ বিমল উঠে পড়ে। ড্রিংকের

[ বিমল to drink cabinet, glass রেখে দিয়ে ফিরে আসে R of sofa R ]

গ্লাস্ টেবিলে নামিয়ে রাখে। ]

বিমল। আমি শালা এখানে কী করতে বসে আছি ? শুনুন, একটু চেষ্টা করলেই আপনি আমার থেকে ঢের ভালো শ্রোতা যোগাড় করতে পারবেন। তারা আপনার বকবকানি শুনবে।

সত্য। ছি ছি বিমল, তুমি আমাকে চোখ রাঙাচ্ছ ? এটা কিন্তু আমি তোমার কাছ থেকে আশা করিনি।

বিমল। [ একটু লজ্জিত হয়ে যায় ] চোখ তো রাঙাই নি। আমি শুধু প্রতিবাদ করতে চাইছিলাম।

সত্য। যাক্‌গে যাক্‌গে—এসব বাজে আলোচনা না ক'রে, বোসো দেখি—বোসো। আমাদের দুজনের পক্ষেই যে জিনিসটা সব থেকে মূল্যবান সেইটি নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলে নিই।

বিমল। রেখা ?

[ Sofa R-এ বসে ]

সত্য। টাকা। তোমার আছে ?

বিমল। আমি বড়লোক নই—লাখলাখ টাকার ব্যাংক ব্যালান্স্ নেই—কিন্তু বাড়িটার ভাড়া রয়েছে, গাড়িগুলো রয়েছে—আর গত কয়েকমাসে গাড়িগুলো খাটছেও আগের থেকে বেশি। আশা করছি আসছে বছর নাগাদ···



সত্য। আসছে বছর নাগাদ, নইলে তার পরের বছর নাগাদ, নইলে তারও পরের বছর নাগাদ—আসলে বল না বাপু, এখন তোমার ভাঁড়ে মা ভবানী !

বিমল। তাতে কী যায় আসে—আমি কি তার জন্যে মরে যাচ্ছি ?

সত্য। মরে যাচ্ছ না ঠিকই—কিন্তু কোনরকম করে বেঁচে থাকাটাও তো কোন কাজের কথা নয়। ধর, রেখাকে বিয়ে করার পর তোমার নিজের একটা গাড়ি চাইবে তুমি, ভালো জায়গায় একটা বাড়ি করতে চাইবে—সোসাইটি করতে চাইবে—এক আধটি বান্ধবীও হয়ত রাখতে চাইবে—ধর যদি এসব চাও···

বিমল। কেন ধরব ? আপনার ওই সবের দরকার বলে কি—আমারও হ'তে হবে না কি ?

সত্য। হ্যাঁ। আমার এসব জিনিসের দরকার হয়। আমার মত গেরস্ত ভদ্রলোক মাত্রেরই দরকার হয়। সেটা বড় কথা নয়—বড় কথা হ'ল জিনিসগুলো

[ ওঠে to R from below table finally to drink cabinet ]

পাওয়া যায় কী উপায়ে ? [ ড্রিংক টেবিলে যায়। ]

বিমল। আপনি তো ঠিকই পাচ্ছেন।

সত্য। আমি ? একেবারেই নয়। থাকার মধ্যে আমার এই জরাজীর্ণ বাড়িটি আছে খালি—একটি পুরনো লজ্‌ঝড়ে হাম্বার—এবং একটি মাত্র রক্ষিতা।

বিমল। কমলা ? সেই পাঞ্জাবী ভদ্রমহিলা যিনি ইলিয়া রোডে বুটিক ক'রেছেন ?

সত্য। ও—তাহলে তার বিষয়ে তুমি জান দেখছি !

বিমল। রেখা আর আমি পরস্পরের কাছে কোন কিছুই গোপন করি না।

সত্য। তাই-তো দেখছি—এমনকি আমার ইনটিমেট্ কথাও···যাই হোক্, কমলা অতি দারুণ মহিলা, কলকাতায় Setteled ওরা বটে, কিন্তু আসলে তো পাঞ্জাবের মেয়ে—ঝিলম নদীর ধারে দেশ ! সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিল্‌মের

[ Move above sofa to ML ]

স্রোতখানি বাঁকা, আঁধারে মলিন হ'ল যেন খাপে ঢাকা তলোয়ার—এ একেবারে কমলারই অ্যাপ্‌ট্ ডেস্‌ক্রিপশন্।

বিমল। আমি কিন্তু শুনেছি এমনই তলোয়ারের মত বাঁকা যে একেবারে মোহমুদ্‌গরের মত কাজে দেয়।

সত্য। ছাখো—বাঙ্গালী মেয়েদের কলসীর মত চেহারা না হ'লেই দেখতে অ্যাট্রাক্‌টিভ্ হবে না এরকম তো কোন কথা নেই। রেখার কথায় কান দিও

[ Sofa L-এ বসে ]

না। আমি তোমায় বলতে পারি কমলা স্ত্রীলোক হিসেবে বেদম ভালো।

বিমল। বেদম ভালো স্ত্রীলোকের কাছে গেলে তো আপনার দম্ বের হ'য়ে যাবার কথা।

সত্য। দেখ হে ছোকরা, এ সব ব্যাপারে আমি ওলিম্পিক দৌড়বার মুরদ রাখি।

বিমল। লং ডিস্টান্স্ না শর্ট স্প্রিন্ট ? তবে হ্যাঁ, ওলিম্পিকে জেতাটা তো বড় কথা নয়, অংশগ্রহণ করাটাই আসল কথা। যাই হোক্, আপনি কি মহিলাকে বিয়ে করবেন ?

সত্য। মহিলা ? কমলা মহিলা নয়—দেবী। দেব দেবীকে মানুষের বিয়ে করা পোষায় না। শাপ লাগতে পারে। না না, ওসব বিয়ে ফিয়ে নয়—আমি

[ Move DL ]

ওকে স্রেফ রাখতে চাই।

বিমল। চাইলে রাখুন না। ঠেকাচ্ছেটা কে ?

সত্য। আপাতত আড়িপাতা ননদাই দুটি—তুমি আর রেখা যাদের আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছ ? না বোঝার ভান কোরো না—কাদাযোঁচা

[ Move to MC above sofa L ]

চেহারার যে দুটি প্রাইভেট ডিটেকটিভ কমলার ফ্ল্যাটের সামনে ২৪ ঘণ্টা বসে থাকে তাদের তো তোমরাই পাঠিয়েছ।

বিমল। ও—আপনি ধরে ফেলেছেন ?

[ Move to DR ]

সত্য। ছানিপড়া গঙ্গাযাত্রী পর্যন্ত ধরে ফেলবে তো আমি। দিনের পর দিন একটা ট্যাক্সি ক্যান্সেল গাড়িতে বসে বসে ১৮ ঘণ্টা করে খবরের কাগজ পড়ে যাবে লোক দুটো আর কেউ তাদের ধরতে পারবে না যে তারা টিকটিকি ?

বিমল। কিছু মনে করবেন না—ওটা রেখার বুদ্ধিতে করা হয়েছে।

সত্য। আর কার হবে ? টাকাটা কে দেয় ?

বিমল। আমি।

সত্য। প্রাইভেট ডিটেকটিভের পেছনে খরচা করার মত টাকা তোমার আছে ?

বিমল। এ খরচাটা তো ইনশিওরেন্সের প্রিমিয়াম। কমলার থেকে আপনার মন

[ Moves back near সত্য R of Sofa R ]

ঘুরে গেলে তো আবার রেখার ডিভোর্সের গ্রাউণ্ডটা পাওয়া শক্ত হবে।

সত্য। দেখ ভাই বিমল—লেট্ আস্ হ্যাভ্ নো মিস্-আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং রেখাকে।



তোমার বিয়ে করাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তোমরা দুটিতে জোড় বাঁধলে আমার থেকে সুখী আর কেউ হবে না। কিন্তু জোড়টা একটা একদম কলমের জোড় হওয়া চাই—পাকাপোক্ত জোড়। আমি রেখার হাত থেকে

[ to DL ]

জন্মের মত রেহাই পেতে চাই—নন্দী ট্রান্সপোর্টের গাড়িতে দু'এক সপ্তাহের বাইরে যাওয়া নয়। না না—তুমি আমার কথাটা শোন। তুমি ওকে তেমন চেনই না আমি যেমন চিনি। তুমি ভাবছ তুমি চেন—কিন্তু চেন না। আদত

[ Back to MC ]

কথাটা তোমায় বলছি শোন—কোন কারণে—কারণ বলতে ধর একমাস ওর হাত-খরচের ক্যাশ শর্ট পড়ল—কিম্বা বেড়াতে যেতে চাইলে কুলু মানালি, না নিয়ে গিয়ে তুমি ওকে মধুপুর নিয়ে গেলে—এই রকম কোন কারণে ও যদি তোমার সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়ে তাহলে দেখবে ও ছুট করে তোমাকে ছেড়ে

[ Move to Down centre L ]

আমার গলায় এসে ঝুলে পড়বে। এবং স্ত্রী হিসেবে সে যত অপরাধই করে থাক না কেন আমি তো আর তখন তাকে ফেলতে পারব না!

বিমল। ওরকম নদের নিমাই-এর মত কথা বলবেন না তো—মেরেছিস কলসীর কানা তা বলে কি প্রেম দেব না ? কুলু মানালি কাশ্মীর আমি তাকে বেড়াতে

[ Moves Down center R ]

নিয়ে যাবো না। কিন্তু সেজন্য আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। একবার আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে রেখা জীবনে কোনদিন আপনার কাছে ফিরে আসার কথা চিন্তা করবে না—স্বপ্নেও না। এবং আমি তার ভরণপোষণ করতে পারব কিনা তা নিয়েও আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

সত্য। আই সি। তুমি বলতে চাও যে মুহূর্তে রেখার তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে

[ Sofa L-এ বসে ]

যাবে সেই মুহূর্ত থেকে রেখা নিউ মার্কেট পার্ক স্ট্রীট যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে বাঁশদ্রোনীতে বাজার করতে আরম্ভ করে দেবে ?

বিমল। রেখা বিলাসিতায় অভ্যস্ত—এই বলতে চান তো ? সেটা কার দোষ ?

সত্য। তুমি যদি সেটা অ্যাফোর্ড করতে পার তাহলে সেটা দোষই নয়। কিন্তু তুমি কি সেটা অ্যাফোর্ড করতে পারবে ? এই যে এত চট করে তুমি ব্যবসা দাঁড় করাতে চেষ্টা করছ এটা জেনেও কি রেখা তার চালচলন কিছুমাত্র

পাল্টাবার চেষ্টা করেছে ? এই গত তিন মাসের স্বর্গসুখের জন্যে সে নিজের

[ বিমল move to DR ]

কোন সুখটা ছেড়েছে বলতে পার ? নো, নো, আই অ্যাম নট্ জোকিং—গত তিন মাসে তোমার কত টাকা গলে গেছে বলো তো ? ১৫ হাজার ২০ হাজার পঁচিশ হাজার ? আর সেই ফরিদপুরে তোমার বাবা—তাঁকে কতদিন টাকা

[ moves near বিমল ]

পাঠাতে পারোনি ? অ্যাঁ ? শেষ কবে টাকা পাঠিয়েছিলে ? নিশ্চয়ই রেখার সঙ্গে আলাপের আগে ? এই বার বুঝতে পারছ কেন এত কথা ভাবছি ? তোমায় বলে দিচ্ছি, ও তোমার সর্বনাশ করে ছেড়ে দেবে। চুসি করে আম

[ moves to DC ]

খেতে দেখেছ ? দুটি বছরের মধ্যে ও তোমাকে সেইরকম চুষে ছিবড়ে করে শুকনো আঁটির মত ফেলে দেবে। এবং সে আঁটির আবার বাজারে অনেক দেনা।

বিমল। হ্যাঁ, টাকাপয়সা নিয়ে আমাদের প্রায়ই কথা হয়। আমি বলেছি আমরা বড্ড বেশি খরচা করছি।

সত্য। ও নিশ্চয়ই সে সব কথায় কান দেয় না ?

বিমল। [ নীচু স্বরে ] না।

সত্য। এসব কথা বললেই ও নিশ্চয় খিলখিল করে হেসে ওঠে—নইলে দুষ্টুমি

[ moves near বিমল ]

ভরা চোখে গলা জড়িয়ে ধরে ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে ধরে।

বিমল। খানিকটা সেই রকমই বলতে পারেন।

সত্য। অ্যাই ! এখন এই ছোট প্রব্লেমটা সল্ভ্ করার জন্যেই আজ তোমাকে আমি এখানে ডেকেছিলুম। এবং এই জায়গাতেই লেখকদের ভাষায় রহস্য ঘনীভূত হয়ে আসছে।

বিমল। মানে ?

সত্য। আই 'ল্ গেট্ ইউ অ্যানাদার ড্রিংক ! [ ড্রিংক টেব্ল থেকে ড্রিংক ঢালতে থাকে। ] বসো বসো—তোমায় কয়েকটা কথা বলি। একদা এই কলকাতা সহর যাদের জমিদারী ছিল, সেই সাবর্ণ চৌধুরী বংশের এক সন্তান সত্যসিন্ধু

[ move to Sofa from above ]

চৌধুরী, জমিদারী বিলোপ আইন, ইন্কাম ট্যাক্স্, ওয়েলথ্ ট্যাক্স্, এস্টেট ডিউটি, ডেথ ডিউটি প্রভৃতির কল্যাণে হৃতবৈভব হইয়া আসিতেছিলেন।



সর্বস্বান্ত হইবার আগে তাঁহার আর্টনি ও অ্যাকাউন্ট্যান্টদের পরামর্শে তিনি

[ gives drink to বিমল ]

তাঁহার কাঁচা টাকার বেশ বড় একটা অংশ সুবর্ণ ও হীরক ইত্যাদি মহার্ঘ্য প্রস্তরের অলঙ্কারে পরিণত করেন। তাঁর স্ত্রী স্বভাবতই এতে পুলকিত হন।

বিমল। আপনি কি তাকে এগুলো উপহার দিয়েছিলেন ?

সত্য। কস্মিন কালেও না। এগুলো আমার—এবং আমি ভেবেছিলুম ও এগুলো

[ Back to drink cabinet collects drink for self ]

পরলে তো কোন ক্ষতি নেই—পরুক না। ও পরত এবং ওর হেফাজতেই

[ move above sofa ]

ওগুলো থাকে। আফটার অল পুরোটাই তো ইন্শিওর করা।

বিমল। রহস্য ঘনীভূত হয়ে আসছে বলতে কী বোঝাতে চাইছিলেন এইবার বুঝতে পারছি। ডিটেকটিভ গল্পে ইনশিওরেন্সের কথা এলেই রহস্য ঘনীভূত হয়।

সত্য। যাক্। আমার কতাটা যে সোজাসুজি ধরতে পারলে এতেই আমি খুশি। আমি চাই তুমি ওই গয়নাগুলো চুরি কর। আজই করতে পারো—রেখা নেই

[ Music বিমল উঠে দাঁড়ায় ]

বাড়িতে—প্রশস্ত সময়।

বিমল। আপনি ঠাট্টা করছেন ?

সত্য। আমার জায়গায় তুমি থাকলে বুঝতে ঠাট্টা না সত্যি।

[ To DL ]

বিমল। [ সময় নিচ্ছে ] কিন্তু—মানে চাকরবাকর···

[ To DR ]

সত্য। বাবুর্চি আর আয়া। তাদের শনি রবি দুদিনের ছুটি দিয়ে দিয়েছি—

[ move to DR ]

মেটেবুরুজ গ্যাছে। অতএব বাড়ি খালি।

বিমল। কাজটা ক্রিমিনাল বলে মনে হচ্ছে না ?

সত্য। অবশ্যই ক্রিমিনাল। ভারতবর্ষে আজকের দিনে বেশি টাকা রোজগার করার যে কোন রাস্তাই ক্রিমিনাল হতে বাধ্য। গয়নাগুলো যখন ব্যাঙ্কের

[ move to MR near Sofa ]

ভোল্টে থাকে না তখন সিঁড়ির নিচে লোহার আলমারিতে থাকে। এখন তাই আছে। তোমার কাজ হল শুধু সেগুলো চুরি করা—বিদেশে, সেটা

বাংলা দেশেও হতে পারে, নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা—তারপর রেখাকে নিয়ে
[ to DC near table ]
সুখে ঘরকন্না করা। আর আমার কাজ হবে শুধু ইন্‌স্যুরেন্‌স্ কোম্পানির কাছ থেকে টাকাগুলো নিয়ে কমলাকে নিয়ে সুখে ঘরকন্না করা। তবে আমার ক্ষেত্রে সেটা চিরদিন নয়—অন্তত ততদিন যতদিন না আমার ঝিলম সুন্দরীতে ক্লান্তি আসছে।

বিমল। ইন্‌শিওর কোম্পানিকে ঠকাবার এই নোংরা জঘন্য মতলবটা শোনাবার
[ বিমল close to DC ]
জন্যেই কি আপনি আজ আমাকে এখানে আসতে বলেছিলেন ?

সত্য। আমার পরিকল্পনাটা তোমার নোংরা বলে মনে হচ্ছে ? আমার তো ধারণা পরিকল্পনাটা খুব পরিষ্কার এবং সহজ।

বিমল। হ্যাঁ পরিষ্কার বোঝা যায় অসম্ভব এবং সহজেই ধরা পড়ার মত। যদি ধরেও নিই আপনি যা ব'লছেন আমি তাই করলাম—গয়নাগুলো নিলাম, তারপর কোন থৌলাদারের কাছে সেগুলো বিক্রি করলাম—যদি এও ধরে নিই যে সে রকম থৌলাদার আমি খুঁজে পেতে পারি—তাহলেও তো ওর আসল দামের সিকিও আমি পাবো না।

সত্য। থৌলাদার মানে ?

বিমল। চোরাই মালের কারবারিকে আমাদের দেশে থৌলাদার বলে।

সত্য। ও ! এ শব্দটা নতুন। যাই হোক আমি যে-সব থৌলাদারকে জানি তারা তোমায় ভালো দামই দেবে।

বিমল। আপনি থৌলাদার চিনলেন কোত্থেকে ?

সত্য। দেখ বিমল, চোরাইমালের কারবারী সম্বন্ধে দস্তুর মত রিসার্চ করেছি আমি। তোমাদের ফরিদপুরে যাদের থৌলাদার বলে তাদের এক এক জায়গায় এক এক রকমের নাম আছে। যেমন কলু, খাউ, সওদাগর, ডাল,
[ Move to DR ]
চারস্থ, জাঠটা, মাধু। বাংলার ও বাংলার বাইরের আচ্ছা আচ্ছা সওদাগর আমি চিনি। জাঁহাবাজ লোক এরা সব। কিন্তু আমীরের মত মেজাজ। কয়েক বছর আগে "মিজোরামের মণিরহস্য" বইখানা লেখার ব্যাপারে এদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করতে হয়েছিল। বইতে ওদের কথা দিয়েছি।

বিমল। সে আবার কী বই ?



সত্য। পড়োনি তুমি ? [ বিমল জানায়—'না'। ] সে কী ? আমার লেখা
[ move to DC ]
"নরখাদক কে ?" বা "অলৌকিক অকিড রহস্য" এসব বই তুমি পড়োনি ?
[ "বিমল জানায়"—'না'। ] তুমি আমার কোন বইই পড়োনি ?

বিমল। আজ্ঞে না। ওসব কথা থাক্—আপনি চোরাই মালের কারবারী সম্বন্ধে কি যেন বলছিলেন ?

সত্য। হ্যাঁ। ইন্ ফ্যাক্ট্ তোমার জন্যে আমি ঢাকার সেরকম এক ভদ্রলোককে
[ C Table-এ Drink নামিয়া move to DL ]
ঠিকও ক'রে রেখেছি। তিনি তোমায় খুব ভালো দামই দেবেন। ওই গয়নার পুরো দাম তুমি পাবে না তবে তিনি তোমায় ১০ আনার মত
[ writing desk—সেখান থেকে ঠিকানা এনে দেবে ]
টাকা দেবেন। সেটা তোমার দাঁড়াবে গিয়ে near about চোদ্দ লাখের মত। এবং টাকাটা তুমি পাবে নগদ, ক্যাশ।

বিমল। লোকটি হঠাৎ এত দয়াপরবশ হবে কেন ?

সত্য। কারণ লোকটি এমন একটা জিনিস পাবে যা কোন চোরাই মালের ক্রেতা পায় না। সেটা হচ্ছে ওই গয়নাগুলি কেনার দরুন জুয়েলারের
[ writing desk-এ ঠিকানার contains রেখে ফিরে আসে ]
রসিদ। গয়নাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে ওই receiptsগুলিও যাতে তুমি চুরি করতে পার তার ব্যবস্থাও আমিই করব। তোমায় শুধু সেগুলো গয়নার সঙ্গে নিয়ে গিয়ে লোকটির হাতে তুলে দিতে হবে। তারপর সে লোকটিকে যদি কোন কারণে পুলিশ ট্রেস্-ও করতে পারে তাহলেও বড় জোর কী প্রমাণ হচ্ছে ? সত্যসিন্ধু চৌধুরীর নাম ভাঁড়িয়ে কেউ একজন এসে তাকে তিন লাখ টাকার গয়না বেচে গ্যাছে—রসিদ সমেত ! কিন্তু কোন অবস্থাতেই তো ইন্‌স্যুরেন্‌স্ আমাকে টাকা না দিয়ে ছাড় পাবে না। অতএব আমার টাকা আমারই থাকছে। এই বার ভেবে ছাখো। তাড়াতাড়ি কিছু নেই। ধীরে সুস্থে চিন্তা ক'রে নাও। [ একটু স্তব্ধতা। বিমল ভাবছে কী করবে। সত্যসিন্ধু একটা
[ সত্য moves to UC Senat-এর table-এ ]
খেলা নিয়ে খেলতে থাকে। বিমল একটু পায়চারি করে সত্যসিন্ধুর মুখোমুখি
[ comes up near সত্য ]
এসে দাঁড়ায়।

বিমল। আচ্ছা···বলতে কী রকম বোকা বোকা ঠেকছে···কিন্তু বলুন তো, এ

বিষয়ে আপনার কি কোন অভিজ্ঞতা আছে—মানে আপনি সত্যি সত্যি কোন ক্রাইম্ কখনও করেছেন ?

সত্য। বলতে পার মানসচক্ষে করেছি। আমার বইগুলোর লেখার জন্যে করেছি। একেবারে সত্যিকারের ক্রাইম যদি না দিতে পারতাম তাহলে রোহিতাশ্ব সেন সমাধান করার মত রহস্য পেত কোথায় ? [ বিমলের প্রশ্ন : 'কে' ? ] রোহিতাশ্ব সেন। আমার ডিটেকটিভ। "সৌম্য গৌরবর্ণ চেহারা।

[ to Down Centre L ]

গ্রীক ভাস্কর্যের আদলে যেন বিধাতা তাহার স্বাস্থ্যটি গড়িয়া দিয়াছেন। রোহিতাশ্বের উপর বিধাতার আর এক দান ক্ষুরধার বুদ্ধি"।—রোহিতাশ্বের এই বর্ণনা তো লক্ষ লক্ষ লোকের মুখস্ত। "তাহার নাসারন্ধ্র যেন রহস্যের গন্ধ পায়। সমগ্র পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট যেস্থানে রহস্যের কিনারা করিতে পারে না রোহিতাশ্ব সেখানে অনায়াসে অপরাধীকে ধরিয়া দেয়"।

বিমল। হ্যাঁ, আপনাদের ওইসব ডিটেকটিভ বইতে পুলিশ সব সময়েই ভারী বোকা হয়। তারা কিছুই পারে না। সখের গোয়েন্দা ছাড়া রহস্যের

[ move to MR ]

মর্মোদ্ঘাটন হয় না। কিন্তু সে তো গল্প উপন্যাসের ব্যাপার—এ তো হচ্ছে বাস্তব ঘটনা।

সত্য। জীবন আর সাহিত্য যে আলাদা তা আমি জানি বিমল। এবং এও

[ moves to MR ]

জানি যে আমাদের ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেণ্ট ইচ্ছে করলে সমস্ত অপরাধেরই কিনারা করে ফেলতে পারে—যদিও ওই ইচ্ছেটাই তারা বেশির ভাগ সময় করে না। যাই হোক—সেইজন্যেই সমস্ত আটঘাট বেঁধে এমন ভাবে কাজ করতে হবে যাতে কোথাও কোন খুঁত না থাকে।

বিমল। দেখুন গল্প লেখার সময় যতই গোড়া বেঁধে লিখুন সত্যি সত্যি এইসব

[ to DL ]

করাটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। সেইজন্যে আপনার প্ল্যানে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তাছাড়া, কী রকম করে বুঝব যে সমস্ত ব্যাপারটা আপনার তৈরি করা একটা ফাঁদ নয় ?

সত্য। ফাঁদ ?

[ to DC ]

বিমল। হ্যাঁ ফাঁদ। আপনি যে রেখার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা সহ্য করতে



পারছেন না, এবং সেই জন্যেই আমাকে বেশ কয়েক বছরের মত গারদে পোরার ব্যবস্থা করতে এই ফাঁদটা পাতছেন না তা আমি কী করে বুঝব ? একবার এই বাড়ির চৌকাঠ পেরলেই নিজের নাম না বলে পুলিশে একটি ফোন করবেন···

সত্য। এবং বাকি জীবনটা রেখার সঙ্গে বসবাস করার নরক যন্ত্রণা ভোগ করব !—ব্রেকফাস্ট টেবিলে ব্রা পড়ে রয়েছে, বেসিনের মধ্যে ফল্‌স্ আই ল্যাশেস্

[ to DL ]

—ড্রেসিং টেবিলে রাজ্যের তেল মলম শিশিবোতল—রেকর্ড প্লেয়ারে দিন-রাত হিন্দী ছবির গান বাজছে। আর সেই অক্লান্ত বকরবকর, নালিশ,

[ to DC ]

কম্‌প্লেন্, অভিযোগ, ন্যাগিং, উফ্—। হ্যাঁ, তোমাকে আমি পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি--তার থেকে সোজা কিছু হতে পারে না। কিন্তু কিসের জন্যে ?

[ near বিমল ]

আবার সেই রেখার সঙ্গে····· ? যাকগে—তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান—তুমি নিজে

[ to Sofa R ]

যা ভালো বোঝো তাই করবে। অবশ্য যদি আমাকে অবিশ্বাস কর···

বিমল। না না, আমি অবিশ্বাস করছি না। কিন্তু···

সত্য। কোন কিন্তু নেই, সিধে হিসেব। তুমি একটি অত্যন্ত খরুচে মহিলার

[ again comes to DC near বিমল ]

প্রেমে পড়েছ—অথচ তোমার টাকা নেই। এক্ষেত্রে তাকে নিয়ে সংসার পাততে গেলে তোমার কাছে একটাই রাস্তা খোলা আছে, সেটা হচ্ছে ওই গয়নাগুলো চুরি করা।

বিমল। তা আপনি নিজে ওগুলো চুরি করে আমাকে দিচ্ছেন না কেন—

[ moves to Sofa, Back to DC ]

তাহলেই তো গোল মিটে যায়।

সত্য। কেন দিচ্ছি না সেটা বুঝতে পারছ না ? গব্বাবাজিটা সত্যি মনে হতে হবে তো। বাড়িটায় তো সত্যি সত্যি গরাদ ভেঙে ঢুকতে হবে !

বিমল। সেটা আপনিই ভেঙে ঢুকছেন না কেন ?

সত্য। ওহে বালক—দয়া করে তুমি একটা কাজ করো—এ ব্যাপারটা তুমি আমার ওপরেই ছেড়ে দাও। ক্রাইমটা হল আমার স্পেশালিটি। সমস্ত কিছু আমি প্ল্যান করে খুঁটিনাটি পর্যন্ত ছকে রেখে দিয়েছি। এই রহস্য নাটকের

আমি হলাম প্রোডিউসার আর তুমি হচ্ছ স্টার। তিন লাখের কনট্রাক্ট। তিন লাখ। ট্যাক্স্ ফ্রি—কড়কড়ে নগদ টাকা। এই টাকা করতে হলে নন্দী

[ To DL ]

ট্রানস্পোর্টের গাড়িকে অনেক ভাড়া খাটতে হবে।

[ দুজনেই হেসে ওঠে। বিমল সত্যর কথা এইবার পুরোপুরি বিশ্বাস করে নেয়। ]

বিমল। ঠিক আছে, আমি রাজি। কোনখান দিয়ে আমি ভেঙে ঢুকব?

[ cabinet-এ glass রেখে moves to ML ]

[ সিঁড়ির দিকে যায়। ]

সত্য। ধীরে রজনী ধীরে! তার আগে প্রথমেই তোমাকে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হবে।

[ To DCR ]

বিমল। কী আপদ, ছদ্মবেশ আবার কেন?

[ To DCL ]

সত্য। কেউ যদি ঢোকার সময় তোমায় দেখে ফ্যালে?

বিমল। এত রাতে? আপনার বাড়ির ওপর কি কেউ নজর রাখে নাকি?

সত্য। বলা তো যায় না। নদীর ধার থেকে প্রেম করে ফিরছে কোন ছোঁড়াছুঁড়ি,

[ Moves to Drink cabinet ]

কিম্বা খাটালের মোষ কেন ফেরেনি তাই খুঁজতে হয়ত এসে পড়ল এক ব্যাটা গয়লা। আর ভাই এটা মনে রেখ যে পুলিশ ও ইন্স্যুরেন্স্ কোম্পানি

[ গ্লাস রাখে To DCL ]

এসে কী কী ক্লু পাবে সেইগুলো এখন থেকে ঠিক করে রাখতে হবে। বাগানের কাঁচা মাটিতে তোমার পায়ের ছাপ পড়লে চলবে না। অথবা জানলায় ধোপিমার্ক সমেত তোমার জামার খানিকটা ছিঁড়ে আটকে রয়েছে··· না না না—তোমায় ভোল প্যাল্টাতেই হবে।

বিমল। ঠিক আছে। তা কী করতে হবে?

সত্য। Come and help me with the basket [ U.C.-এ যায়। সেখান থেকে একটা বিরাট বাস্কেট নিয়ে আসে D. L.-এ। ] আগে আগে আমরা

[ UC থেকে দুজনে বাস্কেট নিয়ে আসে Table C-এ রাখে ]

এই বাড়িতে কত নাটক কত ফ্যান্সি ড্রেস্ বল্ যে করেছি তার ইয়ত্তা নেই।



তখন বয়েস অল্প ছিল উৎসাহ ছিল—এই সব মেক-আপ করা হরেক রকমের কস্টুম্ করা, ছদ্মবেশ ক'রে একেবারে অন্য চেহারা করে ফ্যালা—এ যে তখন কত করেছি—রেখা তোমায় নিশ্চয়ই সে সব কথা বলেছে?

বিমল। না, কখনও বলেনি।

সত্য। বলেনি?···সে তো আজ হল কতকাল! যাকগে আমাদের কী কী আছে দেখা যাক। [ বাস্কেট খুলে মার্কামারা একটা চোরের পোষাক বার করে। কালো প্যাণ্ট কালো গেঞ্জী কালো রুমাল কালো চশমা। ] এই তো টিপিক্যাল চোরের পোষাক!

বিমল। সে কী! আমার ধারণা ছিল যাতে আমাকে চোর বলে চেনা না যায় সেই রকম হওয়া ভালো।

সত্য। আজকালকার দিনে চোরেরা আর এরকম পোষাক পরে না।

বিমল। হ্যাঁ, কে চোর কে ভদ্দরলোক চেহারা দেখে বোঝা মুশকিল। অতএব শুধু শুধু চোরের মত পোষাক পরে লোকের চোখ টানার দরকারটা কী?

সত্য। [ পোষাকটা রেখে দেয়। কাবুলির পোষাক বের করে। ] শহরতলীর ধনীগৃহে কাবুলি ডাকাতের গরাদ ভাঙিয়া চাঞ্চল্যকর ডাকাতি! শহরে উত্তেজনা ও ভীতির সঞ্চার! পুলিশ হতচকিত!

বিমল। ব্যারাকপুরে কাব্‌লে ডাকাত? ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের সাজানো বলে মনে হবে না?

সত্য। হ্যাঁ, এটা ঠিকই বলেছ। [ মোহান্ত সন্ন্যাসীর রক্তবর্ণ পোষাক একটা বের করে। ] অ্যাই—এইটা আমার ভীষণ প্রিয়! শ্রীশ্রী শ্রীমৎ শ্রীপাদ শয্যানন্দ ভৈরব ল্যাপচা বাবা!!

বিমল। এ তো আচ্ছা জ্বালা হল দেখছি! না না এ কিছুতেই চলে না।

সত্য। আরে শোন শোন—এ একেবারে তান্ত্রিক শবসাধনার মত ভয়ঙ্কর হয়ে যাবে। [ অন্য গলায় ] অমানিশীথিনীর অন্ধকারে রিভার সাইডের বাংলো

[ moves from below table to DR ]

বাটীতে আপাদমস্তক রক্তবর্ণ আলখাল্লাধারী যে কাপালিককে সেই বীভৎস হত্যার রাত্রে প্রবেশ করিতে দেখা গিয়াছিল তাহার সত্য পরিচয় সম্ভবত কেহ কোনদিন জানিতে পারিবে না। আজিও স্থানীয় লোকেরা বলিয়া থাকে অমাবস্যার রাত্রিতে ওই বাংলো হইতে যেন মৃত্যুভীত কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ শোনা যায়।

বিমল। বীভৎস হত্যা? মৃত্যুভীত কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ? কী আবোল তাবোল বকছেন? আমরা একটা সিম্প্‌ল্ ডাকাতির অভিনয় করছি—আর তো কিছু নয়।

সত্য। [ স্বাভাবিক গলায় ] ঠিক বলেছ। আমি একটু বেশি ভেবে ফেলছিলুম। নিহত বধূমাতার শূন্য শয্যাপার্শ্বে তন্ত্রোপাসনায় ব্যাপৃত এক ব্যক্তি—এটাও বলব কিনা ভাবছিলুম।

বিমল। দেখুন, সমস্ত ব্যাপারটা আপনার কাছে হয়ত খেলা খেলা বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে যে আপনি খেলা করছেন এটা বুঝতে পারছেন?

সত্য। তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা আমি করছি না। আমি শুধু তোমার জীবন
[ to DC near basket ]
এবং আধুনিক অপরাধ বিজ্ঞানের মধ্যে একটু রোমান্‌স্ সঞ্চার করতে চাইছি।

বিমল। আপনার অনুগ্রহের জন্যে ধন্যবাদ। আমার জীবনে আর আপনার
[ to DR ]
রোমান্স আনার দরকার নেই। রেখাই যথেষ্ট রোমান্স আমায় দিতে পারবে।

সত্য। রেখা দেবে রোমান্‌স্? রেখার পাল্লায় পড়লে রবিঠাকুর রোমান্‌স্ ভুলে যেতেন—কবিতা বন্ধ হয়ে যেত।

বিমল। শুনুন মিস্টার চৌধুরী—এই পোষাকগুলো খুব ভালো—কিন্তু সাধারণ
[ to DC ]
একটা কিছু দিন না—একটা রেইন কোট। এক জোড়া সাধারণ জুতো-মোজা-মাথা ঢাকা একটা টুপি—

সত্য। এক জোড়া সাধারণ জুতো—আর রেইন কোট? অত্যন্ত মামুলি। আজ-কালকার ক্রাইমের গোলমালটাই হচ্ছে এইখানে। কোন ইম্যাজিনেশন নেই। আচ্ছা, তুমি বলোতো বেলেঘাটার গোডাউন থেকে ক' ড্রাম গুঁড়ো দুধ উধাও—এতে কোন উত্তেজনা আছে? এরকম মামুলি জিনিস নিয়ে কোন ক্রাইম স্টোরি হয়?

বিমল। না তা হয় না বটে···

সত্য। তবে? অথবা তাতে বাধা দিতে গিয়ে সেই গোডাউনের নাইট গার্ড ছুরিকাহত—এর থেকে কোন রহস্যের সন্ধান করা যায় কি?



বিমল। তা তো যায় না—

সত্য। তাহলে? আজকাল ছেঁদো ক্রাইমের লেভেলে কেন তুমি ভাবছ? মাথাটা একটু খাটাও। আমাদের ক্রাইমটাকে বেশ একটা ক্ল্যাসিক্যাল টাচ্ দিতে হবে। বেশ জটিল সূক্ষ্ম ভয়াল উদ্বেগজনক একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। শাণিত নিষ্ঠুর ছুরি, অব্যর্থ পটাসিয়াম সাইয়ানাইড, অ্যাশট্রে-তে
[ to DR ]
বালকান সোব্রানির টুকরো, ফায়ার প্লেসে আধপোড়া নীল কাগজের চিঠি, গেটের সামনে স্পোর্ট্‌স্ কার-এর টায়ারের দাগ—খালি ঘরে টেপ রেকর্ডার চলছে, মনে হচ্ছে ঘরে লোক আছে—ভারী পর্দার পেছন থেকে সাঁড়াশির মত বেরিয়ে আসছে দুটি হাত—চীনে বোম্বেটে—বহুদিন হারিয়ে যাওয়া
[ to DC ]
যমজ ভাই—"১৩ তারিখ রাত্তিরে আপনি কোথায় ছিলেন মিস্টার গড়গড়ি?" —"আপনি বিশ্বাস করুন আমি এ সবের কিছু জানি না—আমি হলপ করে বলছি আমি নিরপরাধ—"

বিমল। বাপরে বাপ! আপনি যে একবারে তুবড়ি ছুটিয়ে দিলেন?
[ to DL ]

সত্য। কেন ছোটাবে না? একটা অসাধারণ ক্রাইম আমরা ক'রতে চলেছি—এবং তুমিই সেই ক্রাইম ড্রামার স্টার। তোমার চুরির পরে থানা থেকে আসবেন কালাকুত্তাটি।

বিমল। কালাকুত্তা?

সত্য। ডিটেকটিভ্। আণ্ডারওয়ার্ল্ডের ভাষা। তোমাদের ভাষায় টিকটিকি। ধরো তাঁর নাম ইনস্‌পেক্টর কেবলরাম বৈদ্য—তাঁকে তুমি একটু মাথা
[ to DC ]
ঘামাতে দেবে না? এই কাজের জন্যে লোকটাকে মাইনে দেওয়া হচ্ছে তো!

বিমল। ঠিক আছে ঠিক আছে—এটা কী রকম হয়? [ একটা মুখল পোষাক
[ বিমল to Basket Rd ]
দেখায়। ]

সত্য। আহ্ মহম্মদী বেগ্! খুব ভালো!—অথবা এই তিব্বতী লামা?
[ সত্য to Basket Lq ]

বিমল। না না না ··। ওই সব উদ্‌ঘুটে পোষাকের লোক এখানে আসবে কী

ক'রে ? তাছাড়া ও আমাকে মানাবেও না।

সত্য। না মানালেও কোন ক্ষতি ছিল না। তাছাড়া আর তো বেশি কিছু নেই। ...অ্যাই—এই একটা রয়েছে—পুলিশ স্পোর্টসে গো-অ্যাজ-ইউ-লাইকে একবার পরেছিলুম—। ক্লাউন !

বিমল। হায় ভগবান !

সত্য। সার্কাসের ক্লাউন। আইডিয়াল। তাঁবুর ভেতরে বাঘের খেলা—ট্রাপিজের ওপর সুন্দরীর কসরৎ—অথচ সমস্ত লোকের মনোহরণ করে নিয়েছে ক্লাউন। বাচ্চাদের সব থেকে প্রিয় !

বিমল। ঠিক আছে। কী আর করা যাবে—ঠিক ওই পোষাকই পরি। যে

[ to MR ]

পুজোর যে বাদ্যি !

সত্য। গুড্। এবার তোমার জামা কাপড়গুলো খুলে আমায় দিয়ে দাও।

[ to MR ]

বিমল। সে কী ?

সত্য। তোমার জামাকাপড়ের একটি সুতো পর্যন্ত এখানে পাওয়া গেলে চলবে না। ফোরেনসিক্ ইন্‌স্টিটিউটে তার থেকে সমস্ত ধরে ফেলতে পারে। খোলো খোলো—লজ্জা কী ?

বিমল। দিন ওগুলো আমি ছেড়ে আসছি, কোথায় ছাড়ব বলুন। [ আড়ালে গিয়ে পোষাক ছেড়ে clown-এর পোষাক পরতে থাকে। ]

সত্য। Right into my bedroom. দ্যাট্'স লাইক এ গুড্ বয়। হুঁ—বাঃ ! গিভ্ এ ক্লাউন ইওর ফিঙ্গারঅ্যাণ্ড হি উইল্ টেক ইওর হ্যাণ্ড।

[ To Drink Cabinet ]

বিমল। কী ব'ললেন ?

সত্য। কিছু না—একটা পুরনো ইংরেজি প্রবাদ মনে পড়ে গেল।

বিমল। আমার একটা পুরনো বাংলা প্রবাদ মনে পড়েছে : ক্ষুধায় চায়না সুধা, পীরিতে চায়না জাতি, ঘুমে চায়না খাটপালঙ, বাহ্যে চায়না বাতি !

[ কৌশিককে Change-এর Time দিতে ]

দেখ বাবাজি দেখবি নাকি দেখরে খেলা দেখ চালাকি
ভোজের বাজি ভেল্কি ফাঁকি পড় পড় পড় পড়বি পাখি ধপ্ !



লাফ দিয়ে তাই তালটি ঠুকে তাক করে যাই তীর ধনুকে
ছাড়ব সটান উর্দ্ধমুখে হুশ করে তোর লাগবে বুকে খপ্।

[ বিমল ওপর থেকে নামে ]

সত্য। সাবাশ। এবার তোমার একজোড়া জুতো লাগবে। [ বিরাট একজোড়া

[ সত্য back at basket ]

বুট জুতো বেরয় বাস্কেট থেকে। ]

বিমল। বাবা—এতবড় জুতো ! এ তো বাংলা দেশে যখন পালাবো তখন

[ sits on sofa R ]

পদ্মা পার হওয়ার সময় নৌকোর কাজে দেবে।

সত্য। সার্কাসে সব থেকে ভালো
চিতা নয়
ছুটন্ত ঘোড়া নয়
তার পিঠে খেলোয়াড়
কত রকমের কসরৎ,

[ Circles বিমল ]

সব থেকে ভালো হাতি নয়
নয় পশুরাজ
ভালো হ'ল ক্লাউনের তামাশা আর
ভ্যাঁপো ভ্যাঁপো ব্যাণ্ডের গৎ !
কোনদিন দেখাতে গিয়ে দুরন্ত খেলা কসরৎ
কী জানি যদি বা হও চিৎপাত
খেলা ভেঙে যাবে
বুক ফেটে যাবে
তাঁবু খালি হয়ে যাবে নির্ঘাত !
এই এই—আমাদের একটা কসরৎ দেখাও।

বিমল। কী কসরৎ ?

[ বিমল ওঠে সত্য তাকে ধরে ]

সত্য। তা জানি না—ডিগবাজি খেয়ে উল্টে পড়ো—

বিমল। ওহ্ আহ্লাদ, না ? ওসব আমি পারবো না।

সত্য। তাহ'লে একটা কিছু ভেল্‌কি দেখাও জাগলিং করো—[ ড্রিংক টেবিল

থেকে ছুটো আপেল নিয়ে সত্যসিন্ধু বিমলকে ছুঁড়ে দেয়। বিমল উপায়ান্তর না পেয়ে খেলা দেখাতে চেষ্টা করে—এবং শেষমেশ দমাশ করে উল্টে পড়ে।] সরি সরি লাগল নাকি? কিন্তু সার্কাসের খেলার নিয়ম জানো তো? গোড়াতেই যদি না শিখতে পারো···

বিমল। তাহলে ছেড়ে দাও। এবার দয়া ক'রে আসল তামাসাটা সুরু করা যেতে পারে কি?

সত্য। বিলক্ষণ। আপনি আদেশ করলেই হয় জাঁহাপনা। এই তোমার কাজের [moves to writing desk, drawer opens]

সব যন্ত্রপাতি। এই হ'ল কলম—ছড়ের কাজ করতে অর্থাৎ জানলার গ্রীল খুলতে লাগবে! এই একটা তোয়ালে, গ্রীলটা নামিয়ে রাখার সময় নিচেটা মুড়ে নিলে কোন আওয়াজ হবে না, এই খানিকটা আঠা আর কাগজ—কাচে সেঁটে নিয়ে ঠুকে ঠুকে ভাঙবে যাতে কোন আওয়াজ না হয়—কেননা তোমার ধারণা বাড়িতে ভয়ঙ্কর কুকুর আছে—ডোবারম্যান পিনসার। আর এই হ'ল ফুলের তেল—

বিমল। ফুলের তেল দিয়ে কী ক'রব?

সত্য। অপরাধ জগতে ফুলের তেল দেওয়া হল তালায় অ্যাসিড ঢালা। ফুলকাটা অর্থাৎ ঝুটাচাবি দিয়ে আলমারি খুলতে না পেরে অ্যাসিড্ ঢেলেছ। তারপর গেলিগনাইটের বিস্ফোরণ!

বিমল। গেলিগনাইট?

সত্য। A very small charge of gelignite.

বিমল। কী সাংঘাতিক! ওসব গেলিগনাইটফাইটের আমি কিছু বুঝি না।

সত্য। বোঝার দরকার নেই—আমি বুঝি। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। এরপর যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা সুপ্রীম্ বিজারে টাচ্ যেটা সমস্ত [move to DC]

ঘটনাটার মধ্যে একটা অদ্ভুত রসের সঞ্চার করবে।···এই আমার কাছে গ্রক্-এর একটা ছবি আছে—ফেমাস্ ক্লাউন ছিল—বসে বসে অ্যাকর্ডিয়ন বাজাতে বাজাতে লাফ দিতে পারত, বাজনা থামত না। এত টাকা করেছিল যে একলক্ষ পাউণ্ড দিয়ে ইটালিয়ান রিভিয়েরাতে বাড়ি কিনেছিল—এ ক্লাউন! ধরো ক্লাউন গ্রক্-এর সেই ছবিটা দরজার ওপর আটকে রেখে গেল ক্লাউন চোর।



বিমল। [রেগে] তার থেকে একটা কাজ করুন না—কাগজে একটা ফুল পেজ্ [to DR]

বিজ্ঞাপন দিয়ে আমরা কী কী করছি সেটা জানিয়ে দিন না কেন?

সত্য। না, না—থানা থেকে যে ইনস্পেকটরটি আসবেন—মিস্টার কেবলরাম বৈদ্য, আমি শুধু তাঁকে একটু বিভ্রান্ত করার কথা ভাবছিলুম। তোমার যদি এটা ভালো না লাগে—

বিমল। আপনার উর্বর মস্তিষ্কের বাইরে ইন্স্পেক্টর্ কেবলরাম বলে পৃথিবীতে কোথাও কোন প্রাণী নেই। আমি বাজি রেখে বলতে পারি থানা থেকে যিনি আসবেন তিনি হয় চতুরলাল চতুরবেদী নয়ত ধুরন্ধর ধাড়া। যাই হোক এই পোশাকে আমি নড়তে পারছি না—এই বুটগুলো হাস্যকর—এসব আমি খুলে ফেলেছি—[হোঁচট খায় ও খুলতে যায়]

সত্য। আহা আহা হা খুলো না খুলো না ওগুলো পরে থাক। তুমি এখন থেকে দেখতে পাচ্ছ না—ব্যারাকপুর স্তম্ভিত—চব্বিশপরগণা তোলপাড়? ওই বৃহৎ বুটধারীর শিকার এবার কে?

বিমল। এই বেয়াড়া জুতো পরে হাঁটা যায়?

সত্য। [বুঝিয়ে বলে] এই বুটের ছাপ দেখলে পুলিশের মনে হবে যে একজন পাকা পেশাদার লোক বাগানে পায়ের ছাপ পড়বে জেনেই নিজের ছাপ ঢাকতে একটা বেঢপ সাইজের জুতো পরে এসেছিল। নাও—এবার রেডী? এইবার গ্লাস আর মুখোশ। [বাস্কেট থেকে মুখোশ ও গ্লাভস দেয়] গুড্। এবার ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে লন পেরিয়ে বাড়ির পেছন দিকটাতে যাও। ডানদিকে দেখবে একটা শেড্ আছে। তাতে একটা মই আছে—যাকে গব্বাবাজিতে বলে আড়া অথবা লগ্ লগ্। সেটা নিয়ে এসে বারান্দার পাশের কার্ণিশে লাগাবে যাতে তুমি সিঁড়ির ল্যাণ্ডিংএর জানলা ভেঙে ঢুকতে পারো।

বিমল। আপনি এসে ওই লগ্ লগ্টা ধরবেন তো?

সত্য। একেবারেই নয়। বাগানের ভেজা মাটিতে আমার পায়ের ছাপ ফেললে চলবে না।

বিমল। আমি মইটই চড়তে পারি না। নিচের দিকে তাকালেই আমার মাথা ঘোরে।

সত্য। উপস্থিত বুদ্ধি খাটালেই চড়তে পারবে। যে পাটা নিচে থাকবে তার

উল্টো পাটা ওপরের সিঁড়িতে রাখবে। ইট্স্ কল্ড্ ক্লাইম্বিং। গুড্ লাক্।
[ বিমল হলঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। সত্যসিন্ধু খানিকটা ইলেকট্রিক

[ সত্য closes door goes up the platform ]

তার, কালো বাক্সে গেলিগনাইট ব্ল্যাক টেপ, ডিটনেটর ইত্যাদি চেস্ট অফ ড্রয়ারের থেকে বের করে। ] আরে আরে করছ কী? ওইখানে আমার জিনিয়ার চারা কটা তো মাড়িয়ে থেঁতলে শেষ করবে তুমি। [ সত্যসিন্ধু ইলেট্রিক তার ডিউনেটর এসব নিয়ে কাজ করছে, এগুলো লাগাচ্ছে—এবং যা যা শব্দ শুনছে। বিমলের ঘরে ঢোকার চেষ্টার জন্যে সেগুলোতে রি-অ্যাক্ট্ করছে। একসময় বুড়ি মহিলার গলায় বলতে সুরু করে। ] পুশি, ও পুশি, কিসের যেন একটা আওয়াজ হল না রে? মনে হল সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেলাম। না—ও বোধহয় বাতাসের শব্দ। জানিস পুশি, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এই বাড়িটাতে একটা অভিশাপ আছে। যাক্গে যাক্, তুই এসব কথা শুনিস না। বুড়ো হয়িচি, নিজের ছায়া দেখলে নিজেই চমকে উঠি। [ জানলা ভাঙার শব্দ ] ও কী? ও কিসের আওয়াজ? কে যেন বাড়িটায় ঘুরে বেড়াচ্ছে! ঘুমের মধ্যে সব্বাইকে গলা টিপে মেরে রেখে যাবে। না বাছা না, বার-দরোজা তো বন্ধ—আর অত উঁচু জানলায় কী লোক উঠতে পারে? দুর্গের মত বাড়ি আমাদের—কে ঢুকবে এখানে? [ বিমলের হাত

[ at UC ]

থেকে কাঁচ পড়ে ভাঙার আওয়াজ। [ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ ] কী হচ্ছেটা কী?

[ Enter বিমল platformএ ]

বিমল। কাঁচটা হাত থেকে পড়ে গেল। [ সত্যসিন্ধু নাটকীয় ভঙ্গিতে হাহাকার ব্যক্ত করে। বিমল অবশেষে জানলা দিয়ে ঢুকে আসতে সক্ষম হয় ] যাঃ কলা! এ আটাটা কী করব?

সত্য। দেয়ালে মাখিয়ে দাও।

বিমল। দিলেও ক্ষতি নেই। [ মুখোশ খুলে রাখে ] এবারে লোহার আলমারিটা ভাঙতে হবে।

সত্য। না। প্রথমেই নয়। মালটা কোথায় আছে তোমার তো জানার কথা নয়। প্রথমে চতুর্দিকে খোঁজ। শোবার ঘরে ঢুকে যাও। দুচারটে জিনিস ওলোটপালোট ক'রে দাও। কিছু জামাকাপড় এনে মেঝেতে ফেল—রেখার

[ ওপরে ওঠে ]



জামাকাপড় হলে ভালো হয়। যাও—[ বিমল শোবার ঘরে ঢুকে যায়। কিছু শাড়িজামা বের করে এনে সযত্নে মেঝের ওপর রাখে। ] এ কী তুমি কি ঘর গোছাচ্ছ নাকি? হাঁটকাপাঁটকা করো। চুরি হয়ে যাবার পরে ঘর দোরের কি চেহারা হয় তুমি জানো না? [ সত্যসিন্ধু তার স্ত্রীর কাপড় চোপড়গুলোতে এক লাথি মেরে সেগুলো ঘরময় ছত্রাখান করে ফেলে ] আমার এই

[ বিমল সত্যর ট্রাউসার নিয়ে ঢোকে ]

শার্টগুলো নিজামবক্স থেকে করানো—লাটের বাড়ির মেয়েদের শেমিজ তৈরি করত ওরা। [ বিমল খুব তৃপ্তি-সহকারে শার্টগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয় ] এ কী? এ কী?

বিমল। আপনার বউএর জিনিস ছত্রাখান আর আপনারগুলো পরিপাটি দেখলে লোকের সন্দেহ হবে না? চোরের কোনো পার্শিয়ালিটি থাকতে পারে না।
[ সত্যসিন্ধুর জামাকাপড় ছুঁড়ে ফেলতে থাকে ]

সত্য। ওহ্! ওগুলো বন্ধ করে এবার ওই chest of drawerগুলো ভাঙবে? আমাকে খল্খলে করে তোমার কী লাভ বলো তো?

বিমল। [ অনিচ্ছাসত্ত্বেও টেবিলের ড্রয়ার টেনে দেখে বলে ] এ তো চাবি দেওয়া।

সত্য। তা না তো কী, তুমি আসবে বলে হাট করে খোলা থাকবে? গা চাবি খোলার পাত্‌তি দিয়ে ওটা খোলো।

বিমল। গা চাবি খোলার যন্ত্র আমি কোথা থেকে পাব? আপনি তো আমায় দেননি।

সত্য। [ তিতিবিরক্ত ] ওফ্! চলো দেখি একটা পাত্‌তি পাওয়া যায় কি না।

[ নিচে নামে to DL writing desky-এ বিমল আসে ]

সত্যি বিমল, তোমার থেকে আনাড়ি রাতের অতিথি আমি জীবনে দেখিনি। রেখা যে তোমার মধ্যে কী পেল তা তো আমি বুঝতে পারছি না।

বিমল। সমব্যথীর সহানুভূতি—যা আগে পায়নি।

সত্য। বাছুরে চেনে না বাঘ আসে কোল ঘেঁসে, সে পীরিত দেখে গাই নয়নজলে ভাসে।

বিমল। ব্যাকা কম্‌লার সঙ্গে আপনার পীরিত দেখে যদি আমাদের চোখে জল না আসে তাহলে আপনারও নয়নজলে ভাসার কোন কারণ নেই। তবে আপনার সঙ্গে আমাদের একটা তফাৎ আছে—আমরা আপনার থেকে অনেক বেশি সুখী।

সত্য। আমার সঙ্গে তোমার একটাই তফাৎ আছে এ ব্যাপারে—তুমি ঘটনাটা বড্ড সিরিয়াস্‌লি নিয়েছ।

বিমল। প্রেম করলে সিরিয়াস্‌লি করা উচিত।

সত্য। সিরিয়াস্‌লি প্রেম করার যদি সখ থাকে তাহলে আপাতত চুরিটা সিরিয়াস্‌লি কর। যাও ড্রয়ারটা ভাঙতে চেষ্টা কর।

[ সত্য drink cabinetএ whisky খায় ]

বিমল। [ যন্ত্রটা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে দেরাজটা খানিকটা চেষ্টার পর খুলে ফ্যালে। ] এতে এক পাটি বাঁধানো দাঁত রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে ব্যাটাছেলের দাঁত!

সত্য। [ ক্রুদ্ধ ] রেখে দাও ওটা এক্ষুনি।

বিমল। সরি! ভেঙেটেঙে যেতে পারে বলে এক সেট্ এক্স্ট্রা করিয়ে রেখেছেন বুঝি?

সত্য। [ ক্ষণেক স্তব্ধতা ] এক্ষুনি নেমে এস। [ বিমল নেমে আসে সত্যের

[ To UC ]

কাছাকাছি। সত্য ততক্ষণে ইলেকট্রিক তারটা U. L.-এ একটা প্লাগে গুঁজে

[ বিমল to DL ]

দিয়েছে। ] তারের ওপর পা দিওনা। রাইট্, এবার কাউণ্ট্ ডাউন্ 54321

[ Runs back to DL / Sound ]

কন্‌ট্যাক্ট। [ বিস্ফোরণের আওয়াজ। আলমারি থেকে ধোঁয়া বেরোয়। ]

বিমল। ফেটে গ্যাছে। বাপ্‌স্! এতো গরম রয়েছে।

[ To MR near safe ]

সত্য। গ্লাভ্‌স রয়েছে তোমার! ভেতরটা ঘাঁটো। [ বিমল আলমারি খুলে

[ To MR ]

ঘাঁটে। একটা বড় গয়নার বাক্‌সো পায়। ভালো করে দেখে। মাঝে মাঝে ঝাঁকি দেয়। ] মরতে ওটা ঝাঁকাচ্ছো কেন? বুঝতে পারছ না ওটা গয়নার

[ বিমল To DC, সত্য to DC ]

বাক্‌সো না ব্যাণ্ডে বাজানোর ম্যারাকাস্?

বিমল। না, ভাবছিলাম কোন গোপন কায়দা আছে নাকি খোলার, তাই ঝাঁকি দিয়ে দেখছিলাম। বন্ধ রয়েছে তা—দেখুন না।—

সত্য। বন্ধ আছে তো আছড়ে ভাঙো। তোমার কব্জের জোর দেখছি খরগোসের মত!



বিমল। [ যন্ত্র দিয়ে বাক্‌সোটা ভাঙার চেষ্টা করে। ] এত সুন্দর বাক্‌সটা—শুধু

[ বসে ]

শুধু নষ্ট করার কোন মানে হয়? [ বাক্‌সটা খুলে যায়। ভেতরে বহুমূল্য গয়না—মনিমুক্তো। বিমল মুগ্ধ। হাতে নিয়ে দেখতে থাকে। আলো ঠিকরে সেগুলো ঝলমল করে ওঠে। ] আরি ব্বাবা!!

সত্য। কী হল? বাঁশ বনে ডোম কানা?

বিমল। কী দারুণ সুন্দর! নেকলেস্‌টা দেখুন!

সত্য। ওটা আমাদের বিয়েতে আমার মা রেখাকে—

[ Move to DL ]

বিমল। অসাধারণ।

সত্য। আমার অবিশ্যি ওটা কোনদিনই খুব একটা ভালো লাগে না—আমার মনে হত ওটা পরলে রেখাকে কী রকম বাঈজি দেখায়।

বিমল। উফ্, বাবা যদি এখন এখানে থাকত! বেচারা বাবা—চিনির বলদের মত সারাটা জীবন ঠুকঠুক করে গয়না তৈরি করে গেল—অথচ এসবের মালিক হবার যে কী মানে তা কোন দিন বুঝতে পারল না। অন্ধকার ঘুপচি ঘরে ঘাড় গুঁজে বেঁকে দুমড়ে বসে একটা জন্তুর মত কাজ করছে—দিন নেই রাত নেই, টিকলি টায়রা কানপাশা রতনচূড় করতে করতে চোখের জ্যোতি ঘোলাটে হয়ে আসছে। কেন? না, আমাকে ইস্কুল কলেজে পড়াবে—নিজে পড়তে পায়নি—আমাকে লেখাপড়া শেখানোটা তার কর্তব্য—তার যেন একটা ঋণ। আমার কাছে ঋণ, যে দেশে এসেছি সেই নতুন দেশের কাছে তার ঋণ! ছেলেকে এ দেশের মত করবে। বেচারা!

সত্য। এই যে, অঘোরবাবু এবার ওগুলো পকেটস্থ করতে সুরু করো তো—রসিদগুলো আমি আনছি। তার আগে—এইবার একটা মজা আসছে। এই

[ To DC ]

হল সেই মুহূর্তটি যখন বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে গৃহস্বামী ঘরে ঢুকে চোরকে হাতেনাতে ধরে ফেলছে এবং এর ফলে যে ধস্তাধস্তি হচ্ছে তাতে বাড়ি একদম বিধ্বস্ত।

বিমল। আমাকে হাতেনাতে ধরার আপনার কোন দরকার আছে কি?

সত্য। আছে। কারণ তোমাকে খুব কাছ থেকে যদি আমি দেখি তাহলে পুলিশের কাছে আমি তোমার চেহারার বিবরণ দিতে পারি···

বিমল। [ যেন গালে চড় খেয়েছে ] দেখুন মিস্টার চৌধুরী···

সত্য। ভুল বিবরণ। [ ইন্‌স্‌পেক্‌টরের গলায় ] যে লোকটা ঢুকেছিল আপনি কি তার মুখটা ভালো করে দেখতে পেয়েছিলেন স্যার? [ নিজের গলায় ] হ্যাঁ ইন্‌স্‌পেক্‌টর—পেয়েছিলুম। হয়ত ওই আবছা অন্ধকারে ওরকম দেখাচ্ছিল—কিন্তু আমার যেন মনে হল মুখটা ঠিক যেন মানুষের নয়—নারকোলের মালা থেকে যেমন মানুষের মুখের আদল তৈরি করে, খানিকটা সেই রকম। ছোবড়ার মত আঁশ আঁশ চুল—মুখটাতে যেন জুতোর কালি মাখানো রয়েছে—

বিমল। ঠিক আছে বুঝলাম। এখন ঘরটা আপনি কতটা বিধ্বস্ত চান?

সত্য। বেশ খানিকটা। মানে—দেখে বেশ বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় যাতে, কিন্তু আবার সাংঘাতিক কুরুক্ষেত্র যেন না হয়। [ বিমল সাবধানে একটা পামস্ট্যাণ্ড উল্টে রাখে। একটা ছোট টেবিল সোফার গায়ে হেলান দিয়ে দেয়। একটা পামস্ট্যাণ্ড একটু নড়িয়ে দেয়। ] এটাকে কি তুমি বিশ্বাসযোগ্য বলবে? [ সত্যসিন্ধু একটা টেবিল ছুঁড়ে ফেলে দেয়। একটা ড্রয়ারের জিনিসপত্র ছড়িয়ে ফেলে বুককেস্ থেকে বই ফেলে দেয়। ] এতক্ষণে হয়েছে। অভিধানগুলো শীতের ঝরা পাতার মত উড়ে যাক—কাগজগুলো হাওয়ায় উড়তে থাক পাখির মত—[ বিমল প্রচুর কাগজ বাতাসে উড়িয়ে দেয়। ] আহ্—আয়রে আমার

[ সমস্ত Stage ময় ব্যাপারটা ঘটবে ]

শুকনো পাতার ডালে ওরে ঝড় নেবে আয়। এইবার খুব সুন্দর হয়েছে। পরে আমার অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট এসে সব গোছগাছ করে দেবে আবার। এই পিতলের জিনিস আমার একদম ভালো লাগে না—অথচ কেন যে রেখার এগুলো এত পছন্দ! [ একটা পিতলের টব নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ] দারুণ হচ্ছে। কিন্তু এখনও ঘরের চেহারাটা ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত তেমন লাগছে না। এস তো দেখি নিজেরা সত্যিসত্যি ধস্তাধস্তি করলে ঘরের অবস্থাটা কী দাঁড়ায়। [ সত্যসিন্ধু বিমলকে কোন অবকাশ না দিয়েই ধরে ফেলে ধস্তাধস্তি সুরু করে দেয়—আর জিনিসপত্তর পড়তে থাকে। বিমল এই অদ্ভুত পোশাকে খুব বেকায়দায় পড়ে যায়। সত্যসিন্ধু তাকে বেশ ছচার ঘা বসিয়ে দেয়। ]

বিমল। দেখুন এটা খুব অন্যায়···আমার এই পোশাকে আমি···এটা কি সমানে সমানে হচ্ছে?···

সত্য। বাজে বোকোনা। তুমিই তো আণ্ডারডগ্—তোমার ওপরই তো



পাবলিকের সিমপ্যাথি। [ জোরে মারে। ]

বিমল। এ তো খাঁচায় পুরে খোঁচা দিচ্ছেন। না না আপনি ভীষণ বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন।···

সত্য। পাঁঠার ইচ্ছায় কি কেউ ঝোল রাঁধে? [ আবার মারে। ]

বিমল। ওরে বাবা···[ পড়ে যায় ] উঃ, সত্যি কিন্তু ভীষণ লেগেছে।

সত্য। [ বিমলকে উঠতে সাহায্য করে ] নাও নাও ওঠ। ময়দানমে আও। এত

[ at DC ]

ঘাবড়াচ্ছ কেন? এ তো সেট্‌ল্‌ড ম্যাচ। এবার আমার ছচার ঘা খাবার পালা। এইখানে তোমার আমাকে অচৈতন্য করে ফেলার কথা।

বিমল। সে কী! সত্যি সত্যি?

সত্য। নিশ্চয়ই। পুলিশ এলে আমাকে তো মাথায় একটা সত্যিকারের আঘাত দেখাতে হবে। [ বিমল একটু বোকার মত হাসে। ] আমার ধারণা ছিল এই অংশটুকু তোমার ভালো লাগবে। বিমল ইতস্তত করে—একটা কাট্‌গ্লাসের ডিকাণ্টারের দিকে এগোয়। ]

বিমল। আমি কী দিয়ে মারব?

সত্য। কিছু মনে কোরো না, আমার কাট্ গ্লাসটা দিয়ে নয়।

বিমল। [ একটা মোষের শিঙের লাঠি নেয় ] এই তো—এইটে চমৎকার হবে।

[ from UL ]

ভালো করে এক ঘা কষাতে পারলেই একদম শেষ। [ শাঁ শাঁ করে সবেগে লাঠি চালায়। ]

সত্য। বিমল, মনে রেখো এটা অভিনয়—বাড়াবাড়ি করে ফেলো না কিন্তু···

[ at DC ]

বিমল। পাঁঠার ইচ্ছেয় কি কেউ ঝোল রাঁধে? আমি আমার পার্টটা ভালো করে করবো তো।

সত্য। আরে আমরা তো খুন করার জন্যে কোন অস্ত্র চাইছি না। আমরা এমন একটা কিছু চাইছি যার থেকে একটা আচমকা আঘাত লেগে আমি খানিক-ক্ষণের জন্যে অচৈতন্য হয়ে পড়েছি—এ একেবারে ক্লাসিক ফরমুলা।

বিমল। সে একটা-কিছু-টা কী?

সত্য। সেটা আমি ঠিক জানি না। ফ্র্যাংকলি তোমার হাতে লাঠি চলার বহর দেখে অবধি আমি আর এখন ওই ধরনের আঘাতের কথা ভাবছি না। আচ্ছা

সায়েন্টিফিক ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্পের যারা জনক আর অষ্টিন ফ্রিম্যান কিংবা আর্থার বি. রীভ—তাঁরা এসব ক্ষেত্রে কী করেছেন ভেবে দেখি তো…

বিমল। এক কাজ করলে হয় না? একটা ব্লো-পাইপে কালো ভ্রমর পুরে আপনার [ at DL ]

কপালে বসিয়ে সেই ভীমরুলটাকে দিয়ে আপনাকে কামড়ে দেওয়ালে হয় না?

সত্য। চমৎকার! এটা তুমি দুর্ধর্ষ বলেছ বিমল। তোমার সেরকম পাইপ [ to DL ]

আছে, অথবা ভীমরুল?

বিমল। কী মুশকিল, আমি কি ভীমরুল সঙ্গে নিয়ে এসেছি নাকি?

সত্য। ও আনোনি! তবে এটা যে তুমি বুদ্ধি করে ভেবেছ তার জন্যেই তোমার ফুল মার্কস্‌ পাওয়া উচিত। যাক্‌গে, একটা কাজ তুমি সব সময়েই করতে [ move to sofa L ]

পারো—আমার হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে ফেলে রেখে যেতে পারো—সকালে ঠিকে ঝি কাজ করতে এসে আমায় সেই অবস্থায় আবিষ্কার করবে। [ ঝির গলায় ] ও হরি! বাবু এ রকম মেতরদের মড়ার মত আষ্টেপিষ্টে বেঁদে [ stations himself on sofa L ]

শুয়ে রইচ কেন? [ সত্য যেন বাঁধা আছে এবং ঝিকে খুলে দিতে বলতে চেষ্টা করছে এই রকম মূকাভিনয় করে। ] উম—ম ম ম ম ম ম ম—ওঁ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ জ্ঞো ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ [ ঝির গলায় ] ওই সব বই নিকে নিকে আর বুড়ো বয়েসে খেলনাপাতি খেলে বাবুর মাতাটাই গ্যাচে। বইতে যেমন নিকবে আখন বোদ করি সেইরকম ধারা খেলা করতে নেগেচে। ঠিক আচে ঠিক আছে তুমি শুয়ি থাক—আমি কাজ সেরে চলে যাব।

বিমল। [ ধৈর্য সহকারে ] আগে আপনাকে যদি মেরে অজ্ঞান না করে ফেলি [ to MR ]

তাহলে আপনাকে আমি বাঁধছি কী ক'রে?

সত্য। [ নিজের গলায় ] এটা খুব সংগত প্রশ্ন। তুমি আমাকে পিস্তল দিয়ে ভয় দেখাতে পারো—আজকাল common criminalদের কাছে অনেক সময়েই ফায়ার আর্মস থাকে। [ ডেস্‌কের ড্রয়ার থেকে একটা পিস্তল বার করে ] হিম শীতল মৃত্যুর মত পিস্তলের ঠাণ্ডা ইস্পাতের নলটি তাঁহার ললাট স্পর্শ [ both at DC ]



করিবামাত্র তিনি আর প্রতিরোধ করিলেন না। [ বলতে বলতে বিমলের মাথার দিকে তাক্‌ করে। ]

বিমল। ওটা কি গুলি ভরা আছে নাকি?

সত্য। অবশ্যই। তা নইলে এটা দিয়ে হবেটা কী? আমার মনে হয় ওই—ধস্তাধস্তির সময় এটা থেকে দু'একটা গুলি ছুটে যাওয়া উচিত।

বিমল। কেন?

সত্য। তাহলে তোমার আমাকে পিস্তল দিয়ে কাবু করার গল্পটা আরো বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। একটা আওয়াজ শুনে চোর ঢুকেছে মনে করে আমি পিস্তলটা নিয়ে দেখতে এসেছিলুম। তুমি আমাকে আক্রমণ করলে। মারামারির সময় গুলি ছুটে গেল। আমি তো একজন নিরীহ গোবেচারি গৃহস্বামী—তুমি আমার কাছ থেকে এটা ছিনিয়ে নিলে। তারপর আমাকে পিস্তল দিয়ে ভয় দেখিয়ে বেঁধে ফেললে। রাইট?

বিমল। তা অবশ্য হতে পারে।

সত্য। উঁচুদরের কল্পনাশক্তির পরিচয় হয়ত হল না—কিন্তু ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য [ সত্যসিন্ধু সহসা পিস্তল তুলে গুলি করল। একটা জিনিস ভেঙে চুরমার হয়ে [ Sound ]

যায়। বিমল চমকে তাকায় এবং সভয়ে বুঝতে পারে গুলিটা তার কান ঘেঁষে গিয়েছে। ] কী, কী রকম হাতের তাকটা বলো?

বিমল। খুব ভালো।

সত্য। এ তো কিছুই নয়। এইবার…[ সত্যসিন্ধু ঘরের চারিপাশে তাকায়। একদিকে কতকগুলি কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল রয়েছে। সেইদিকে তাক্‌ করে। ] প্রতিক্রিয়াশীল পুলিশ নিপাত যাক্‌—খতম করো খতম করো। [ গুলি করে [ Sound ]

মাটির পুলিশ উড়িয়ে দেয়। ]

বিমল। সাবাশ! আপনার সত্যি দারুণ টিপ্‌ তো!

সত্য। এ আর এমন কী? শিকারী সনৎ শিকদারকে চেন?

বিমল। না।

সত্য। দারুণ শট্‌। আমি ওকে একবার এক গুলিতে তিনটে বাঘ ফেলে দিতে দেখেছি।

বিমল। য্যাঃ, তাই কখনও হয়?

সত্য। হয় কি, হয়েছিল। খালি একটাই গোলমাল ছিল—বাঘ তিনটেও ওই পুলিশের মতই মাটির ছিল—কেষ্টনগরের তৈরি। তা আমি বললুম—ওহে সনৎ, বাঘ মারা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে যে হ্যা—বাঘের জন্যে সমস্ত দেশটাই তো অভয়ারণ্য—এর মধ্যে পোচিং করলে ? হাঃ হাঃ হাঃ···[ জ্যেভিয়াল্ সেলারের

[ moves ML near Sailor doll ]

বোতাম টিপে দেয়। সেলার হাসতে থাকে। ] তোমায় বলেছিলুম আমার

[ Sound ]

রসিকতা শুনলেই ও হাসে। [ এবার বিমলও হাসে। সত্যসিন্ধুর হঠাৎ ভাবপরিবর্তন হয়। ] যত হাসি তত কান্না বলে গ্যাছে রামশন্না। অভয়ারণ্য হলেও। কিছু কিছু জানোয়ারকে সব সময়েই গুলি করে মারা যায়—ফর একজাম্প্‌ল সেই সব জলী কুকুর যারা মেয়ে ফুসলনো কিম্বা পরের বউ ভাগিয়ে নিয়ে পালানোয় ওস্তাদ !

বিমল। গেঁইয়া রসিকতা করছেন কেন ?

[ at MR ]

সত্য। আমার বাড়ি খাস কোলকাতা—ফরিদপুরের গাঁ থেকে এসেছ তুমি—

[ MC ]

কাট বাঙ্গাল।

বিমল। আমি এদেশেই মানুষ হয়েছি।

সত্য। হ্যাঁ এদেশে এসে খাচ্ছ পরছ, এদেশের লোকের বুকে বসে দাড়িও ওপড়াচ্ছ !

বিমল। এসব কথা আসছে কেন ?

সত্য। আসছে কারণ একটা স্মাকরার ছেলে তুমি—বাঙ্গাল ভূত—তুমি সাবর্ণ চৌধুরীর বংশের বউ ভাগিয়ে নিয়ে যাবে, এটা আমি সহ্য করবো না।

বিমল। ও পিস্তলটা দিয়ে কী করছেন ?

সত্য। দেখতেই তো পাচ্ছ তোমার দিকে নিশানা করেছি।

বিমল। কিন্তু কেন ?

সত্য। কারণ আমি এখন তোমারে খুন করুম।

বিমল। আমাকে আপনি···[ নার্ভাস ভাবে হাসে ]···আমার মনে হচ্ছে এও আর একটা ওই খেলার ছলে অভিনয় করে—

সত্য। হ্যাঁ। সারা সন্ধ্যে ধরে আমরা এই খেলাটা চালিয়ে যাচ্ছিলুম—এ



খেলাটার নাম হচ্ছে—"তোমার মৃত্যু অবধারিত এবং হত্যা বলে কেউ সন্দেহ করবে না।"

বিমল। [ একটু স্তব্ধতা। বিমল তার অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করছে। ] তার মানে এই আপনার স্ত্রীর গয়না চুরি করানোর ব্যাপারটা নেহাতই একটা···

সত্য। নিশ্চয়ই। আমি যে আজ তোমাকে এখানে ডেকে এনেছিলাম তার কারণটা হল তোমার নিজের যে অবস্থায় মৃত্যু ঘটবে সে অবস্থাটা যাতে তুমি নিজেই তৈরি করে দিতে পার। বাড়ি ভেঙে ঢোকা, ছদ্মবেশ ধারণ তোমার পকেটের সোনাদানা—গৃহস্বামীর অতর্কিত প্রবেশ—ধস্তাধস্তিতে পিস্তলের গুলি ছুটে যাওয়া—এবং সব শেষে একটি অব্যর্থ গুলিতে তোমার মৃত্যু। আমি এমনকি এই সাহসের জন্যে একটা রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও পেয়ে যেতে পারি। পরিকল্পনাটার ভেতরে কোথাও কোন ত্রুটি দেখতে পাচ্ছ কি ?

বিমল। [ মরিয়া হয়ে ] রেখা ! পুলিশ আমার সঙ্গে রেখার যে একটা সম্পর্ক আছে সেটা জানতে পারবেই। তাহলেই তারা বুঝতে পারবে কেন আপনি এটা করেছেন।

সত্য। মাঝরাতে মুখোশ পরে কোন লোক যদি আমার বাড়িতে ডাকাতি করতে ঢোকে তবে তাকে বাধা দেবার অধিকার আমার অবশ্যই আছে। আমি কী করে জানব তুমি কে ? কোর্ট্-এর সিম্প্যাথি আমি পাবই। সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত অধিকার এদেশে আইনত স্বীকৃত এবং একটি অপরাধীর জীবনের চেয়ে সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে আইন অনেক বেশি তৎপর। এমনকি রেখাও ভাববে যে তুমি আসলে একটি ফেরেপবাজ যুবক, তার গয়নাগুলোর দিকে চোখ রেখে তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করছিলে—একটা ছিঁচকে চোর, বিয়ে নয়, চুরির মতলব নিয়ে তুমি তার সঙ্গে মিশছিলে। অতএব মিঃ নন্দী, তোমার ভবলীলা সমাপ্ত।

বিমল। আপনি কী সত্যি সত্যি এটা পারবেন ?

সত্য। তোমায় গুলি করতে আমার হাত কাঁপবে কিনা যদি জিজ্ঞেস কর—তাহলে বলছি,—না—কাঁপবে না।

বিমল। আপনি এত বড় পাপকার্য করতে পারবেন ?

সত্য। পাপ ! ভূতের মুখে রাম নাম ! পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করার সময় পাপের কথা মনে হয় না ? পাপপুণ্যে তুমি বিশ্বাস করো ?

বিমল। অন্তত অন্য লোকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় আমি বিশ্বাস করি না।

সত্য। বাঃ বাঃ! এই বিপদেও যখন তোমার বাক্যি সরছে তখন তো তোমায় [ moves to ML ]

একটা স্পোর্টিং চান্স্ দিতেই হয়। যাও যদি পারো তো পালাও।

বিমল। পালাতে যাই আর আপনি ঠাণ্ডা মাথায় আমায় গুলি করে মারুন।

সত্য। ঠাণ্ডা মাথায় হোক আর মাথা গরম করেই হোক গুলি করে তোমায় [ to MC ]

আমি মারবই।

বিমল। [ ছুটতে যায়, কিন্তু পারে না। বড় জুতোয় হোঁচট খেয়ে পড়ে। ] দেখুন, ওই পিস্তলটা আমার দিক থেকে সরান তো—আমার ওই পিস্তল-ফিস্তল একদম ভালো লাগে না। ওটা সরান—এ একদম মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

সত্য। তোমায় যে সম্মানটা আমি দিচ্ছি তার জন্যে তোমার গর্ববোধ করা উচিত। তোমার মৃত্যুটা একটা অত্যন্ত সুন্দর গোছানো গল্পের একেবারে কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে—তোমার দেহত্যাগটা একটি মহৎ মানুষের মনের খোরাক হয়ে উঠবে।

বিমল। আমি আসার পর আপনি এই কথাটাই বলেছিলেন—

সত্য। এবং তোমার যাওয়ার সময়ও এই কথাই বললাম। একটা শুধু প্রশ্ন এখন—পুলিশ তোমাকে কোথায় পাবে? ডেস্কের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছ, নাকি একটা ক্যাবিন ট্রাঙ্কের ভেতর একটা অতিকায় পুতুলের মত—কোনটা তোমার পছন্দ বলো তো? শরদিন্দু না হেমেন রায়?

বিমল। মিস্টার চৌধুরী দয়া করে একটু সুস্থ মাথায় ভাবুন,—এটা ডিটেক্‌টিভ গল্প নয়, এটা বাস্তব জীবন। আপনি একটা জলজ্যান্ত মানুষকে সত্যি সত্যি খুন করার কথা বলছেন—এটা কি আপনি বুঝতে পারছেন?

সত্য। নাকি পিস্তলটা ব্যবহার করা ঠিক হবে না—তার চেয়ে বরং একটা ছুরি যদি তোমার পেটে আমূল বসিয়ে দিই—এবং তুমি ঘরের মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়ে থাক—তোমার রক্তের স্রোতে মেঝেটা লাল হয়ে উঠছে—?

বিমল। হায় ভগবান!

সত্য। অথবা সব থেকে ভালো হয় গল্‌ফ্ ক্লাব, কী বলো? 1930-এর মার্ডার [ to ML ]

ওয়েপন আমার আছে···[ সত্যসিন্ধু গল্‌ফ ব্যাগ থেকে ওটা বের করতে থাকে। বিমল ছুটে পালাতে গিয়ে পড়ে যায়। কিন্তু তার আগেই সত্যসিন্ধু [ বিমল at DC ]



গল্‌ফ ক্লাব বের করে ফেলেছে। ] তোমাকে আবিষ্কার করা হবে গৃহস্বামীর শয়ন কক্ষে। দেহটা উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল—হাতপাগুলি ভাঙা পুতুলের ন্যায় বীভৎস ভাবে বাঁকিয়া চুরিয়া দুমড়াইয়া রহিয়াছে। চূর্ণ বিচূর্ণ মাথার [ সত্য near বিমল ]

খুলিটি দেখিয়াই মনে হয় অমানুষিক জোরে তথায় আঘাত করা হইয়াছিল। ইন্‌স্‌পেক্‌টর রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—[ ইন্‌স্‌পেক্‌টরের গলায় ] "ইশ্—এতখানি নৃশংস হওয়ার কোন দরকার ছিল কি স্যার?" [ নিজের গলায় ] "আমার এখন নিজেরই অত্যন্ত খারাপ লাগছে কিন্তু—যখন দেখলুম লোকটা আমার স্ত্রীর—ইয়ে · অন্তর্বাস নাইটগাউন নিয়ে নাড়াচাড়া করছে তখন আমার যেন কী রকম মাথার ভেতর আগুন ছুটে গেল।" না—আমার ভালো লাগছে না। আমার মনে হয় পুলিশ যেভাবে এসে দৃশ্যটি দেখবে সেটা হল এই: ধস্তাধস্তির পর তুমি সিঁড়ি দিয়ে পালাচ্ছিলে মইটা দিয়ে নেবে যাবার মতলবে—আমি ল্যাণ্ডিং-এ তোমাকে ধরে ফেলি—আবার মারামারি হয় এবং তখন আমি তোমাকে গুলি করি। ব্যাস্—এর থেকে সহজ সুন্দর কিছু হতে পারে না। কী বল বিমল? ··আমার পিস্তলে আমারই হাতের ছাপও থাকছে। ফাইন। নাও এবার ওঠ! [ পিঠে পিস্তল ধরতেই বিমল চমকে কেঁপে ওঠে ভয়ে। ] তুমি জানো, চার্লস্ ডু ফার্স্টের যেদিন ফাঁসি হয় সেদিন তিনি দু দুটো শার্ট পরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যদি আমি শীতেও কাঁপি তাহলেও আমার শত্রুরা বলবে আমি ভয়ে কেঁপেছি। সেই মিথ্যা নিন্দা আমি প্রচার হতে দেব না। অতএব ফাঁসির মঞ্চে যখন উঠছ তখন আত্মমর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করেই ওঠ। [ বিমল সিঁড়ির ওপরে উঠতে থাকে—পিছনে সত্যসিন্ধু। বিমল এসেই একেবারে হাঁটুর ওপর বসে পড়ে। ]

বিমল। কিন্তু কেন···কেন আমাকে মারছেন?

সত্য। প্যান প্যান কোরো না—ওতে আমার দয়া হয় না।

বিমল। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না আপনি আমাকে কেন খুন করবেন—কেন—কেন···?

সত্য। বুঝতে পারোনি, কেন? যাক্, যখন বুঝতে পারোনি তখন আমিই বুঝিয়ে বলে দিচ্ছি। কেন তোমাকে খুন করব তার উত্তর খুব সোজা। কারণ আমি তোমাকে ঘৃণা করি—আমি তোমার ওই সুন্দর মুখটাকে ঘেন্না করি—তোমার সহজ বেপরোয়া চালচলনকে আমি ঘেন্না করি। তুমি নিশ্চয়ই

তোমার ওই ফিল্‌ম্‌ স্টারের মত চেহারা নিয়ে মেয়েদের কাছে খুব পপ্যুলার —তুমি নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে খুব গল্প জমাতে পারো, গান শুনিয়ে চার্ম করে দিতে পারো—কিন্তু ঠিক সেইটেই আমি ঘেন্না করি। তোমাকে ঘেন্না করি, কারণ তুমি একটা মাগীপটানো ধড়িবাজ বদমাইশ—তোমাকে আমি ঘেন্না করি, কারণ তোমার শিক্ষা দীক্ষা, ব্যাক গ্রাউণ্ড, স্টেটাস কোনটা আমার মনের মত নয়—তোমাকে ঘেন্না করি কারণ তুমি আমাদের মত নও। বুঝলে ? কী করে তুমি বিশ্বাস করলে যে আমি আমার বউয়ের গয়না আমার বউ সব তোমাকে দিয়ে দেব ? আমি কি একটা গাড়োল ?

বিমল। না দেবার কী আছে ? আপনি তো তাকে ভালোই বাসেন না।

সত্য। ভালোবাসি বা না বাসি সে আমার। আমি তাকে খুঁজে বের করেছিলুম। আমি তাকে এতদিন রেখেছি—এবং এক সময় সে আমাকেই ভালোবাসত।

বিমল। কিন্তু এখন সে আমাকেই ভালোবাসে—কিন্তু আপনি তাকে কিছুতেই ছাড়বেন না—আপনি একটা শকুনের মত তাকে আটকে রাখছেন—একটা পাগলা কুকুরের মত তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছেন—এরকম পাগলা কুকুরকে মেরে শেষ করে ফেলা উচিত—[ বিমল সত্যসিন্ধুকে মারতে যায়। সত্যসিন্ধু নিষ্ঠুর মুখে পিস্তল তোলে। ]

সত্য। যাকে এক্ষুনি মেরে ফ্যালা হবে সে একজন নবীন যুবক—ক্লাউনের পোশাকে সুশোভিত। মুখোশটা পরে নাও বিমল।

বিমল। প্লীজ—না—। [ সত্য মুখোশটা বিমলের হাতে তুলে দেয়। ]

সত্য। পরে নাও এটা। [ বিমল কাঁপা হাতে মুখোশটা পরে নেয়। ] চমৎকার, গুড্‌ বাই, বাঙ্গাল ভাঁড় কোথাকার ! [ সত্য পিস্তলটা বিমলের মাথায় ধরে। বিমল ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে— ]

বিমল। আপনার পায় পড়ছি মিস্টার চৌধুরী···

[ সত্যসিন্ধু আস্তে করে ট্রিগারটা টেনে দেয়। বিমল সিঁড়ির ওপর গড়িয়ে পড়ে যায়। তারপর একেবারে নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। সত্য কাছে গিয়ে হাতটা তুলে নাড়ি দেখে তারপর ছেড়ে দেয়—সত্যসিন্ধু যেন নিজের কৃতিত্বে খুশি হয়েছে। মুখে তার হাসি ফুটে ওঠে। ]

সত্য। কিস্তি ! খেলাটা তাহলে আমি জিতলুম !

[ ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে ]

## ॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

[ বেটোভেনের ৭ নং সিমফনির স্লো মুভমেণ্টের সঙ্গে পর্দা উঠে যায়। রেকর্ড প্লেয়ারে সিমফনি বাজছে। টেলিফোনটা বাজতে আরম্ভ করে। সত্যসিন্ধু প্রবেশ করে ও টেলিফোন ধরে। ]

হ্যালো কে কিষণ ? কোত্থেকে ফোন করছ ?—কেন ট্রেন বন্ধ কেন ?—তা ইষ্টিশানে মারামারি হয়েছে তো বাসে এলে না কেন ? আমি কি হাত পুড়িয়ে রাঁধব ? হ্যাঁ ঝি সকালে এসেছিল, সে তো আলুসেদ্ধ ভাত করে রেখে চলে গেছে।—চিকেন ? কোথায় ? ডিপ্‌ ফ্রিজ্‌ থেকে বের করে গরম করে খেতে গেলে তো রাত কাবার হয়ে যাবে। শোন, কাল সকালে ট্রেনে হোক বাসে হোক ব্রেক্‌ফাস্টের আগে দুজনে অতি অবশ্য পৌঁছবে।—কি ?—সে আমি টিন্‌ফুড্‌ টুড্‌ যা হোক কিছু একটা খেয়ে নেব। [ দরজার বেল্‌ বাজে। সত্যসিন্ধু টেলিফোন নামিয়ে রেখে রেকর্ড প্লেয়ার বন্ধ করে দরজা খোলে ]

বলরাম। [ দরজায় ] গুড্‌ ইভিনিং সার।

সত্য। ইভ্‌নিং।

বলরাম। আমি নিশ্চয়ই মিস্টার চৌধুরীর লগে কথা কইত্যাসি ?

সত্য। হ্যাঁ।

বলরাম। সার আমার নাম ইনস্‌পেকটর গুপ্ত কবিরাজ। বলরাম গুপ্ত কবিরাজ। আমি বারাকপুর থানা থেইকা আসত্যাছি।

সত্য। আসুন ভেতরে আসুন [ বিমল প্রবেশ করে ] আসলে সার আমি হইলাম ডিটেকটিভ ডিপারট্‌মেণ্টের লোক। আপনেরে এত রাত্রে বিরক্ত করত্যাসি বইলা কিছু মনে কইরেন না। একটা অত্যন্ত জরুরী ব্যাপারে আপনার লগে একটু কথা কইতে চাই—যদি আপনের অসুবিধা না হয়···[বলরামের বছর পঞ্চাশেক অন্তত বয়েস। চোখে চশমা, কাঁচা পাকা চুল, গোঁফ। পুলিশের ইউনিফর্ম-পরা।

সত্য। ব্যারাকপুর থানা থেকে আসছেন বললেন না ? আমার আবার পুলিশের [ to drink cabinet ]

লোক দেখলেই ভালো লাগে। আমি আবার গোয়েন্দা গল্পটল্প লিখিতো।

বল। দুঃখের বিষয় সকলের তা লাগে না সার। বেশির ভাগ মাইনষেরই [ above sofa ]

আমগো উপর ওই যারে কয় একটা যেন এলাজি আছে সার।

সত্য। একটু ব্রাণ্ডি চলবে নাকি ইন্‌স্‌পেক্টর? নাকি বলবেন ডিউটির সময় আপনি ড্রিংক করেন না?

বল। আমি যা ড্রিংক করি ওই ডিউটির সময়ই করি। Off duty ড্রিংক করনের পয়সা কই পামু? [ C.-এ বসে ]

[ sits on sofa ]

সত্য। বলুন, আপনার জন্যে কী করতে পারি?

বল। আমি একটা ডিস্‌এপিয়েরেন্সের কেইস্ তদন্ত করত্যাছি সার।

সত্য। ডিস্‌অ্যাপিয়ারেন্‌স্?

[ move to above sofa ]

বল। হ সার, নিখোজ। বিমল নন্দী নামে এক ভদ্রলোক নিখোজ হইছেন। আপনে কি তারে চিনেন সার?

সত্য। হ্যাঁ, ওই তো—যে লোকটি ধোপিঘাটে নতুন বাসা নিয়েছেন তিনি তো?

বল। হ। শুক্রবার রাত্রে তিনি বাড়ির থেইকা বাইরায়েছিলেন। আর তার পর থেইকাই নিখোজ।

সত্য। তাজ্জব ব্যাপার।

[ sits on sofa L ]

বল। আপনের লগে কি ভদ্রলোকের বালো মত পরিচয় আছে সার?

সত্য। ভাসা ভাসা। দু একবার এসেছেন বাড়িতে। কেন প্রশ্ন করছেন বলুন তো?

বল। আপনে তারে শ্যাষ কবে দেখছেন সার?

সত্য। তা কয়েক মাস আগে হবে। আমার ঠিক মনে নেই। ওই তো বললুম আপনাকে, আমার সঙ্গে তার খুব একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব কিছু নেই। জাস্ট্ চিনি।

বল। এইটা কি সত্য সার? এইটা তো আমগো information-এর সাথে ঠিক মিলত্যাছে না। চিরিয়ামুরের বারটার মালিক ত্রিলোচন সাহারে উনি কইছিলেন যে উনি আপনার লগে দ্যাখা করতে যাইত্যাছেন—দুইদিন আগে অর্থাৎ কিনা শুক্রবার রাত্রে।

সত্য। এই রেস্টোরান্ট, বারের মালিকগুলো একটা সত্যি কথা বলে না। পরনিন্দা

[ উঠে UCএ senet table-এ যায় ]



পরচর্চা না করলে এদের ব্যবসা চলে না। বিশেষত ওই ত্রিলোচন লোকটাকে আগেও দেখেছি তো—আজে বাজে গুজব ছড়ানো ওর একটা স্বভাব।

বল। ঠিকই কথা সার। আমি ভাবত্যাছিলাম—আইর একটা আজে বাজে কথা আমরা শুনছি। সেই সম্বন্ধে আমগো যদি একটু সঠিক জানাইতে পারতেন তবে হয়ত আমগো ভুলটা শোধরাইয়া লওন যাইত।...

সত্য। সেটা কী?

[ to above sofa ]

বল। দুইদিন আগে রাত্রে আপনের বারির গাও দিয়া একটি লোক যাইত্যাছিল। এই লোকটি আমগো informer। তার কেমতে যেন মনে হইয়াছিল যে এইখানে এই বারির ভিতরে একটা ভয়ঙ্কর রকমের মারপিট ধস্তাধস্তি চলত্যাসে।

সত্য। জায়গাটা দেখে কি তাই মনে হচ্ছে?

[ to DL ]

বল। অ্যাবং নাকি গুলির আওয়াজও হইছিল।

সত্য। [ অস্থির ] গুলি?

বল। হ তিনবার। তিনবার গুলির আওয়াজ হইছিল বইলা আমগো লোকটির ধারণা।

সত্য। গাড়ির এন্‌জিনের ব্যাক্-ফায়ার নয় তো?

[ to near sofa ]

বল। না সার। ওই গুলান গুলিরই আওয়াজ। পিস্তলের গুলি। আমগো লোকটি এক্কেবারে নিশ্চিত।

সত্য। তা এই কথাগুলো আমার কাছে জানতে আসতে আপনাদের দু দুটো দিন সময় লাগল কেন জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

বল। খুটিনাটি জিনিশ চ্যাক্‌আপ্ করতে কত সময় লাগে তা তো আপনারা বুঝেন না সার। আপনের মত একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকরে বিরক্ত করনের আগে আমগো খবর সঠিক কি না চ্যাক্‌আপ কইরা শিওর হওনের দরকার নয় কি মিস্টার চৌধুরী?

সত্য। খবর? কী খবর?

বল। এই লোকটি ওই ঘটনাটি রিপোর্ট করনের পর আমরা কিছু ইন্‌ভেস্টিগেশন

[ Drinks ]

করছি—রিভারসাইড ও অন্যান্য অনুচলে। অ্যাবং ত্রিলোচন সাহা এই ব্যাপারে খুবই হেল্‌প্‌ করছেন।

সত্য। ত্রিলোচন দেখছি স্বাধীন দেশের একজন অত্যন্ত দায়িত্বশীল নাগরিক!

বল। হ সার। ঠিকই কইছেন।

সত্য। দেশের সমস্ত লোক যদি ওর মত হ'ত···

বল। তিনি আমগো কইলেন যে মিস্টার নন্দী নাকি শুক্রবার সন্ধ্যাবেলায় একবার তাঁর দুকানে আসছিলেন—মদ্য পানের অভ্যাস আছে তো ভদ্র-

[ drink শেষ করে ]

লোকের—তা আইসাই এক পাত্র খাইয়াই কইছিলেন—"আইজ আর খামু না—অখন সত্যসিন্ধু চৌধুরীর বারি যাইত্যাছি।" অখন তিনি তো এই

[ to drink cabinet puts down glass ]

পল্লীতে নূতন আইচেন—আমরা ভাবছিলাম তিনিরে একবার জিগাই যদি কিছু কইতে পারেন এই সাবজেক্টে। কিন্তু সার ওই যে আপনেরে কইতে-

[ at DR ]

ছিলাম সন্দেহ হইত্যাছে তিনি ডিস্‌এপিয়ার কইরা গেছেন গিয়া।

সত্য। তা তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কী?

বল। কাইল শনিবার তিনি সারাদিন বারিতে আছিলেন না। আইজও নাই। আমরা কম কইরা—তা—দশবার গিছি তিনির খোঁজে।

সত্য। বাই জোভ, রোহিতাশ্ব সেনও আপনার জন্যে গর্ববোধ করতে পারে। দেখুন ইনস্‌পেক্টর, এ ছাড়া আপনার আর কিছু বলার আছে কি? না হ'লে···

বল। মিস্টার নন্দীর কুন দুর্ঘটনা ঘট্‌ছে কিনা দেখনের লেইগা আমরা তার বাড়ির ভিত্‌রেও ঢুকছিলাম। সেইখানে সার আমরা এই চিঠিটা পাইছি। "প্রিয় শ্রীনন্দী আপনার সঙ্গে কথা বলা খুব জরুরী। শুক্রবার সন্ধ্যায় যদি একবার আমার বাড়িতে আসেন বাধিত হব। ইতি ভবদীয় সত্যসিন্ধু

[ at DC ]

চৌধুরী"। দয়া কইরা যদি কইতেন এই হস্তাক্ষর কি আপনেরই ল্যাখা?

[ সত্য come to DC ]

[ চিঠিটা দেখায়, সত্যসিন্ধু সেটা নিজের কাছে রেখে দিতে চায়—কিন্তু বলরাম দেয় না—ফেরৎ নিয়ে নেয়। ]



সত্য। [ ধরা প'ড়ে গেছে ] হ্যাঁ—এটা আমারই লেখা।

বল। তাইলে মিস্টার নন্দী এইহানে আইছিলেন?

সত্য। হ্যাঁ। স্যুঁড়ির সাক্ষীটা সত্যি।

বল। অখন সম্ভবত আমার প্রথম প্রশ্নটির উত্তর আপনে দিবেন বইলাই আমার বিশ্বাস সার।

সত্য। কোন্‌ প্রশ্ন?

বল। দুই দিন আগে রাত্রে এই স্থানে কুন ধস্তাধস্তি মারামারি কি হইছিল?

সত্য। সে ভাবে ব'ললে—হ্যাঁ হয়েছিল···আমরা একটা খেলা খেলছিলুম।

বল। খেলা? কী প্রকারের খেলা?

[ বিস্ময়টা বেশী !!! ]

সত্য। সেটা বুঝিয়ে বলা মুশকিল···এক ধরনের চোর চোর খেলা।

বল। দয়া কইর‍্যা পরিহাস কইরেন না সার।

সত্য। এর পরেই কি আপনি আমায় বলবেন আমার অবস্থাটা বুঝে আমার

[ to DL ]

আরও সংযত হওয়া উচিত।

বল। এই বাড়িতে এক ভদ্রলোক আইলেন, কিছুটা মারপিট হইল। গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল। ভদ্রলোক নিখোজ হইয়া গেলেন। আপনি আমার জায়গায় থাকলে কেইস্‌টার কী অর্থ করতেন সার?

সত্য। অনেক রকম অর্থ করতে পারতুম। দেখুন ইন্‌স্‌পেক্টর, বাইরে থেকে

[ to DR ]

দেখে যা মনে হয় ঘটনা আসলে সব সময় তা হয় না! আমার "গোঁসাইএর গুপ্তকথা" বইটাতে ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞানের সাহায্যে সমউচ্চারিত শব্দের বানানে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের প্রয়োগের তফাত থেকে একটা জাল চিঠি ধরে

[ Via down below table to up at senat table ]

ফেলেছিল আমার ডিটেক্‌টিভ্‌ রোহিতাশ্ব সেন—সে চিঠিটা নাকি একজন মূকবধিরের লেখা।

বল। আমি কিন্তু অখনও আপনের এক্‌স্‌প্লানেশন পাই নাই।

[ After a Significant pause ]

সত্য। নন্দী সাড়ে আটটা নাগাদ এসেছিল এবং ঘণ্টা দেড়েক বাদে চলে

[ to DR near বিমল ]

গিয়েছিল। তারপর তাকে আর আমি দেখিনি।

**বল।** তারপর আর কেউই তাঁরে ছাখেন নাই সার।

**সত্য।** এতো অদ্ভুত কথা! আপনি কী বলছেন আমি নন্দীকে খুন করেছি?

**বল।** খুন সার? আমি তো খুন কথাটা কই নাই!

**সত্য।** ও কন নাই! দেখুন—এই বস্তাপচা রসিকতাটা আমার সঙ্গে করবেন না। [ বলরামকে ঠাট্টা করে ] "শ্বাসরুদ্ধ? আপনে কেম্‌নে জানলেন ভদ্র

[ from above sofa to DL ]

মহিলাকে শ্বাসরুদ্ধ করা হইছিল?" [ নিজের গলায় ] বাঃ আপনিই তো তাই বলছিলেন? [ আবার বলরামকে ভেংচে ] না সার—আমি কই নাই।

**বল।** আপনের যে আমাগো এত হাস্যকর মনে হয়, সে লেইগা আমি দুঃখিত সার, তবে মুটের উপর আমাগো কামটা খুবই ইউজফুল।

**সত্য।** এবং আপনি শুধু আপনার ডিউটি করছেন। এই তো? এটাও বহু ব্যবহৃত কথা।

**বল।** সম্ভবত তাই সার। আচ্ছা আপনের স্ত্রীর লগে মিস্টার নন্দীর কিছুদিন ধইরা একটা ইশে—মানে ঘনিষ্ঠতা চলত্যাছে।

**সত্য।** ওহ্!—আপনি দেখছি ঘটনাটা জানেন। এ রকম একটা ছোট্ট ব্যাক-ওয়ার্ড জায়গায় বোধ হয় কোন কিছুই চাপা থাকে না।

**বল।** ঠিকই কইছেন সার।

**সত্য।** আশা করি আপনি কোন নারীঘটিত অপরাধের ইঙ্গিত করছেন না—

[ to MC above sofa ]

অন্তত আমার স্ত্রী রেখাকে নিয়ে নয়। সেটা তো প্রায় চার পয়সার বাতাসার জন্যে একটা লোককে ছুরি মারার মতন দাঁড়াবে।

**বল।** বাতাসা আমি খুব পছন্দ করি সার। খইএর ভিতরে বাতাসা ফেইলা

[ to MC ]

খাইতে যে কী ভালো লাগে—ইশ—

**সত্য।** খইএর মধ্যে বাতাসা দিয়া পরম তৃপ্তি সহকারে খাইতে খাইতে ইন্‌স-পেকটর বলরাম বলিলেন—"এই অপরাধ করিবার জন্য আপনাদের মধ্যে

[ to DL ]

কাহারও সুযোগ, কাহারও ইচ্ছা, কাহারও বা উপকরণ ছিল—কিন্তু শুধু মাত্র এক ব্যক্তিরই ক্ষেত্রে ইচ্ছা উপকরণ ও সুযোগ তিনটিই উপস্থিত ছিল।"



**বল।** একেবারে ঠিকই কইছেন সার। সেই ব্যক্তিটি হইলেন আপনি।

[ to DR ]

**সত্য।** যা বলেছি বলেছি কিছু মনে করবেন না—অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা কী

[ to DR ]

ঘটেছিল আপনার কাছে খুলে বলাই ভালো।

**বল।** হ।

**সত্য।** কী করে যে ঘটনাটা আপনাকে বিশ্বাস করাই—

**বল।** আমারে একপাত্র ব্রান্‌ডি দিয়েন—

[ to sofa R ]

**সত্য।** আপনি তো জানেন আমার স্ত্রীর সঙ্গে নন্দীর একটা অ্যাফেয়ার চলছিল। এখন আমি দেশ বিদেশ ঘুরেছি—বিলেতে থেকেছি—আমি এসব ব্যাপারে খুব লিবারাল, আর আজকালকার দিনে আমাদের সমাজে এটা তো আকছার ঘটছে। অতএব আর একজন ভদ্রলোকের কাছে এ ব্যাপারে হেরে যাওয়াতে

[ বিমলকে drink দেয় from above sofa ]

আমার কোন কিছু যায় আসে না। সেটা মেনে নেওয়ার মত স্পোর্টস্‌ম্যান স্পিরিট্ আমার আছে। কিন্তু তাই বলে কোথাকার একটা শিক্ষাদীক্ষা-হীন লোক, চাল নেই চুলো নেই, কাজের মধ্যে কাজ প্রেম করে বেড়ানো—সে এসে জোচ্চুরি করে আমায় হারিয়ে দিয়ে চলে যাবে এটা তো সহ্য করা যায় না!

**বল।** আপনে এই অবস্থাটা, মানে তাগো এই প্রেমটা মাইনা নিতে পারেন নাই—হেই কইত্যাছেন তো?

**সত্য।** আমার সব থেকে অসহ্য মনে হয়েছিল লোকটি আমার সম্বন্ধে যে সব কথা

[ to DL ]

বলে আমার স্ত্রীর মন বিষোচ্ছিল সেগুলো শুনে। আমার স্ত্রী তার কিছু কিছু আমাকে বলেছিলেন। দেখুন আমার স্ত্রীর বয়েস আমার থেকে অনেক কম—

**বল।** ক্রিমিনালরা যারে কয় ঠাণ্ডাগরমি।

**সত্য।** সেখানে একটি অল্পবয়স্ক ছোকরার এই ধরনের ফুশলোনোয় কোন কৃতিত্ব আছে কি? তাও করছিস, আবার আমার সম্বন্ধে আকথা কুকথা বলছিস। এ কী ধরনের খেলা? এ তো লাভ্ থার্টি হ্যাণ্ডিক্যাপ নিয়ে খেলা সুরু করা, তার ওপর আম্পায়ারটা পর্যন্ত তোমার এগেইন্‌স্টে।

বল। আপনে দেখি বিয়াটারে খেলা মনে করেন সার।

সত্য। হ্যাঁ, তবে হারের খেলা ইন্‌স্‌পেক্টর। একটা করে ঝগড়া, একটা করে কথা

[ to MC above sofa L ]

বন্ধ, একটা করে মনকষাকষি—অমনি একটা করে পয়েন্ট লস্‌। জিতের খেলা খেলতে গেলেই আর বিয়ে করা বউ নিয়ে হবে না—তখন রক্ষিতার দরকার হবে। এবং আমিও সেই খেলাই খেলছি, আমার ঝিলম সুন্দরীর সঙ্গে।

বল। তিনি আবার কে?

সত্য। আমার বান্ধবী।

বল। আপনে কি আমারে বুঝাইতে চান যে আপনে স্ত্রীর সম্বন্ধে উদাসীন অ্যাবং অন্য নারীতে আসক্ত বইলা মিস্টার নন্দীরে খুন করনের আপনার কুন রকমের মোটিভ্‌-ই আছিল না?

সত্য। আমি শুধু এইটুকু বোঝাতে চাই যে 'আপনার নিয়ে আছি, অন্যেরে না

[ to DL ]

যাচি।'

বল। আপনি দেখত্যাছি কিছু ঢাইকাচুইকা কন না। যাউক, কইতে থাকেন সার।

সত্য। যা বলছিলুম—আমি ভেবেছিলুম নন্দীকে তার দুঃসাহসের জন্যে একটু

[ এসে sofa Lএ বসে ]

শিক্ষা দেব। রেখার কাছে তার কথাবার্তা শুনে আমার কেন জানিনা মনে হয়েছিল লোকটির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা দরকার। এবং লোকটির একটি পরীক্ষা হওয়া দরকার। এই শিক্ষা ও পরীক্ষার সব থেকে ভালো রাস্তা হল সাজানো অপমান। অপমান করে যেমন শিক্ষা দেওয়া যায় তেমনি সে কী দরের মানুষ তাও যাচাই হয়ে যায়।

বল। সে লেইগ্যা আপনে তারে এইখানে নিমন্ত্রণ কইরা অপমান করলেন?

সত্য। কেন করলুম বলি আপনাকে। ইয়োরোপে যে সব সিক্রেট সোসাইটি ছিল—কি আমাদের টেরোরিস্ট আমলেও যেসব গুপ্ত সমিতি ছিল—সেখানেও

[ উঠে drink cabinetএ যায় whisky ঢালে ]

কোন লোককে কেউ সমিতিতে নেওয়ার আগে বহু রকমের পরীক্ষা করা হত। সেই পরীক্ষার সময় বহু রকমের অপমান বহু হেনস্তা তাকে সহ্য করতে হত। তাইতে তার মেকদার বোঝা গেলে তারপর হত দীক্ষা।

বল। স্কুলে বা ছাত্র হস্টেলে নূতন পোলারে যেই রকম হেনস্তা করা হয় কতকটা সেই রকম কি?



সত্য। হ্যাঁ খানিকটা—কাউন্ট কাগলিয়াস্ত্রো নামক বিখ্যাত ম্যাজিশিয়ান এই-রকম একটি সিক্রেট সোসাইটিতে যখন ঢুকতে চেয়েছিলেন তখন তাঁকে

[ comes above sofa L ]

জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে দরকার হ'লে এই গুপ্ত সমিতির জন্যে তিনি মরতে প্রস্তুত কিনা। তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ। তখন তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তাঁর চোখ বেঁধে তাঁর রগের কাছে একটা বারুদভরা কিন্তু গুলি ছাড়া পিস্তল চেপে ধরা হয়—এবং ফায়ার করা হয়। Mind you বারুদ ভরা কিন্তু গুলি ছাড়া।

বল। আপনে মিস্টার নন্দীরেও তাই করছিলেন নাকি?

সত্য। হ্যাঁ, কতকটা সেই রকমই বটে। আমি বিমলকে এখানে ডেকে এনে তাকে বোঝাই যে যেহেতু আমার স্ত্রী অত্যন্ত খরুচে মহিলা এবং সে নিজে

[ to DL ]

অতীব দরিদ্র, সেহেতু আমার স্ত্রীকে নিয়ে সুখী হ'তে গেলে তার সামনে একটাই পথ খোলা আছে—তা হচ্ছে আমার সিন্দুক থেকে কিছু দামী গহনা চুরি করা।

বল। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইছিলেন?

সত্য। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে। আমি ওকে ওর জামাকাপড় ছেড়ে একটা ক্লাউনের পোশাক পরতে রাজি করালুম—এবং সেই হাস্যকর ছদ্মবেশে সে জানলা ভেঙে ঢুকে সিন্দুকটা ভাঙল। তারপর গয়নাগাঁটি নিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্বাসযোগ্য ভাবে ধস্তাধস্তি করার পর ও যখন কেটে পড়ার উপক্রম করছে—তখন আমি নিজমূর্তি ধারণ ক'রে সেই সাধ্যাভিনয়ের আসল মতলবটা প্রকাশ করলুম। এর আগে অবশ্য কায়দা ক'রে ওকে এমন পজিশনে নিয়ে আসতে হয়েছিল যেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে পালাতে গেলে ওকে আমি বার্গলার বলে ভুল করেছি—এই রকম ভান ক'রে খুব সঙ্গত ভাবেই গুলি

[ to above sofa ]

করতে পারি। তারপর পুলিস যদি সত্যিই আসত আমি তখন একজন নিরীহ বিমূঢ় ক্ষুব্ধ গৃহস্বামী হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আর দামী ড্রেসিংগাউন পরা এইরকম কোন বাংলোর একজন সম্ভ্রান্ত মালিক যদি আমাদের দেশে চুলটুল এলোমেলো ক'রে একটা পচা অবিশ্বাস্য মিথ্যে কথাও ব'লে যায় তাহলে পুলিস যে তারই কথা বেশি বিশ্বাস করবে—এ তো আপনি জানেন ইন্‌সপেক্টর।

বল। মিস্টার নন্দীর উপরে এই সবের ফল কী হইল ?

সত্য। সাংঘাতিক। ও তো আমার টোপটা গোড়াতেই গিলে ফেলল এবং
[ to DL ]
তার ফলে বঁড়শিতে গাঁথা মাছের মত ওকে আমি খেলিয়ে খেলিয়ে পুরো নাটকটার ভেতর দিয়ে নিয়ে গেলুম। শেষে ওই সিঁড়ির ওপর তো আমার পায়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগল। আমি ভোলবার নয়। মাথায় পিস্তল তাগ
[ to MC ]
করে ব্ল্যাংক কার্তুজ দিয়ে গুলি করলুম। মড়ার মত অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা এত স্ট্যাটিস্ফ্যাকটরি হল···

বল। স্ট্যাটিস্ফাকটরি হউক ছাই নাই হউক, মিস্টার নন্দী নিশ্চয়ই প্রাণসংশয়
[ To DR ]
ভাইবা খুবই বর পাইছিলেন। এই ধরনের কাইজ কিন্তু গুরুতর অ্যাসল্ট্-এর চার্জে পইরা যায়।

সত্য। কয়েক মিনিট আগে আপনি যে মার্ডার চার্জের কথা ভাবছিলেন তার থেকে সেটা নিশ্চয় অনেক বেটার।

বল। হেই চার্জ আমি অখনও ভাবত্যাছি সার।

সত্য। আর মশাই—ওসব ছাড়ুন তো। সত্যি সত্যি কী ঘটেছিল আমি তো
[ to DR near বিমল ]
বললুম আপনাকে। দু-এক মিনিটের মধ্যেই নন্দীর জ্ঞান ফিরে এল—তিনি যে ম'রে যাননি এ বুদ্ধিও তাঁর হ'ল এবং তারপর তিনি বাড়ি চলে গেলেন।

বল। [ অবিশ্বাসে মাথা নাড়ে ] ব্যাস ? তাঁর আর কিছুই হইল না ?

সত্য। ওয়েল—তাঁকে একটু ব্র্যাণ্ডি খেয়ে সুস্থ হ'তে হল—যাতে কলকব্জাগুলো
[ to DC ]
আবার ঠিক ঠিক চালু হয়—এই আর কি ? সে আপনাকেও খেতে হত ওই অবস্থায় পড়লে—কী বলেন ?

বল। এই রকম কিছু ঘটলে আমি বোধকরি বাইচতামই না। বাইচলেও আর অক্ষত থাইকতাম কিনা সন্দেহ। এই চালাকিটা কইরা খুব দায়িত্বজ্ঞানহীন কাম্ করছেন সার।

সত্য। দায়িত্বজ্ঞানহীন কী রকম ? আমি তো বিবাহের পবিত্রতাকে তুলে ধরতে চাইছিলুম। বিবাহ যে একটা পবিত্র বন্ধন এবং এই নৈতিক অধঃপতনের
[ to sofa L এ বসে ]



যুগেও যে সেই বন্ধনের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি সেইটাই আমি বোঝাতে চেয়েছিলুম এই ব্যাপারটার মধ্যে নিয়ে। আজকালকার দিনে কটা লোক এটা করে বলুন তো ?

বল। অ। আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, মিঃ নন্দী যখন এইখান থেইকা গ্যালেন গিয়া তখন কি তিনি কিছু কইছিলেন ?

সত্য। না। ও তো হতবাক। [ হাসতে থাকে ] একটা কতা নেই মুখে—প্রায় টলতে টলতে বেরিয়ে গেল।

বল। মিঃ চৌধুরী, জানিনা ক্যান আপনার এইটারে তামাসা মনে হইত্যাছে—আমরা কিন্তু ঘটনাটি ঠিক তামাসা বইলা নাও ভাবতে পারি।

সত্য। আচ্ছা, আপনি ব্যাপারটা আমার দিক থেকে ভেবে দেখছেন না কেন
[ to DR ]
বলুন তো ? এক হিসেবে বিমল তো সত্যিই একটা চোর—সে আমার বউ চুরি করেছে—

বল। সে লেইগা আপনি তার উপরে এই অমানুষিক অত্যাচার করলেন ?

সত্য। [ ফেটে পড়ে ] আপনি কি বুঝতে পারেন নি ওটা ছিল একটা খেলা ?

বল। খেলা ?

সত্য। হ্যাঁ হ্যাঁ খেলা !

বল। বর দুঃখের কথা সার—শুইনা লোকে ভাবব শিশুর খেলা।

সত্য। শিশু খেলা করবে এতে দুঃখের কী আছে—অ্যাঁ ?

বল। আপনি শিশু হইলে দুঃখের কিছুই আছিল না। শিশু যদি কুনদিনই ডাগর না হয় তাহলে দুঃখের কথা না সার ?

সত্য। দেখুন ইন্‌স্‌পেকটর—আমি আমার জীবনে এমন সব জটিল বুদ্ধির খেলা খেলেছি যে খেলা খেলতে ডাকলে সত্যেন বোস আইনস্টাইন গর্ব বোধ
[ to DL ]
করতেন। Games of construction, Games of destruction, Games of hazard, Games of callidity. Deductive logic, inductive logic, semantics, colour association, Mathematics, hypnosis থেকে আরম্ভ ক'রে ম্যাজিক ভানুমতীর খেল্ অবধি আমি বহু খেলা খেলেছি।
[ to DR ]
এর মধ্যে দিয়ে মনের যে প্রসারতা—আত্মার যে উপলব্ধি আমি অর্জন করেছি

তা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

[ Significant Pause ]

বল। অ্যাবং অখন আপনে যেই কৃতিত্ব অর্জন করছেন (pause) তা হইল খুনের। (slowly)

সত্য। না।

বল। হ সার। আমার বিশ্বাস তাই আপনে করছেন। আমি এট্টু ঘুইরা দেখতে পারি?

সত্য। অবশ্যই। দেখুন না। মেঝের ওপর চারপায়ে হামাগুড়ি দিন,—পকেট থেকে একটা খাম বার করে তাতে চুলের টুকরো ঢুকিয়ে রাখুন—মারাত্মক ধারালো অস্ত্র পেলে সেটা তুলে রাখুন।··· [ বলরাম উঠে ঘরটা ঘুরে দেখতে

[ বিমল to DR, UR ]

থাকে। সেলরঢাকে ঝাঁকি দেয়। ] [ ধীরে ] আচ্ছা—বিমলের লাশ গুম করে রাখতে হ'লে কোথায় রাখতুম? সিঁড়ির তলার চোর কুটুরিতে?···বড্ড একঘেয়ে। ছাদে জলের ট্যাঙ্কে? জল দূষিত হয়ে যাবে। ওয়ার্ডরোবে? ঘরে গন্ধ বেরবে।

বল। এক্সকিউজ মি সার—কিন্তু দাওয়ালে এই গর্তগুলান—এই হানে···আর এই হানে···এই গুলান দেইখা মনে হয় গুলির দাগ।

সত্য। [ ধীরে ধীরে ] ঠিকই ধরেছেন—ওগুলো গুলিরই দাগ।

বল। কিন্তু আপনে না কইছিলেন আপনি ব্ল্যাংক ফায়ার করছিলেন?

[ above sofa UC ]

সত্য। দুটো আসল গুলি ব্যবহার করেছিলুম ধোঁকাটা সুরু করতে আর একটা ব্ল্যাংক ধোঁকাটা সম্পূর্ণ করতে। নন্দীকে তো বোঝাতে হবে যে আমি সত্যি সত্যিই ব্যাপারটা করছি। খেলাই যদি খেলতে হয় তাহলে আধাখেঁচড়া

[ to UC near বিমল ]

করে খেলার তো কোন মানে হয় না।

বল। বোঝলাম। একটা ব্ল্যাংক। আমারে ছাখায়েন তো মিস্টার নন্দী কুনহানে আছিলেন আপনে যখন তারে খুন করলেন।

সত্য। (Pause) তার মানে খুন করছি বলে ভান করলুম, বলছেন তো?

বল। হ সার—দয়া কইরা আমারে একজ্যাক্ট স্পটটি দেখায়েন যেইহানে মিঃ নন্দীর মাথায় আপনের গুলিটা যাইয়া লাগল।



সত্য। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে গুলিটা রিয়েল বুলেট নয়, ব্ল্যাংক কার্ট্রিজ ছিল।

বল। [ সংশয়ের সঙ্গে ] ঠিক আছে—যখন ব্ল্যাংক কার্ট্রিজ্‌টা ফায়ার হইছিল তখন মিস্টার নন্দী ঠিক কুন্ জাগাটায় আছিলেন আমারে দেখায়েন। শো মি।

সত্য। ও এই রকম জায়গায় দাঁড়িয়েছিল—তারপর বসে পড়ে—ফেইন্ট্ হবার পর সিঁড়ি দিয়ে পড়ে যায়—দমাস করে। [ বিমল landing উঠে যায় ]

বল। অ,—এই রকম জাগায় কইলেন—না?

সত্য। আরও আমার দিকে আসুন, আসুন—দাঁড়ান। অ্যাই।

বল। যখন পিস্তলটা ছোঁড়েন তখন কি আপনে মিস্টার নন্দীর খুব নিকটেই আছিলেন?

সত্য। খুব নিকটে। আমি বলতে গেলে ওর প্রায় ঘাড়ের ওপর দাঁড়িয়েছিলুম—পিস্তলটা ওর মাথায় ঠেসে ধরে। পিস্তলটা অ্যাকচুয়ালি ঠেকার একটা

[ সত্যও landingএ উঠে যায় ]

ফিলিং আছে তো; তার ওপরে কার্তুজ ফাটার আওয়াজ—এই দুয়েই একদম ওর হয়ে গেস্‌লো। [ বলরাম সিঁড়িটা খুঁটিয়ে দেখছে। ] আপনার

[ বলরাম নামতে থাকে ]

কাজে আমি একটু সাহায্য করব? আপনাকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দোবো? [ বলরাম নীচু হয়ে সিঁড়িটা পরীক্ষা করে—তারপর সিঁড়ির রেলিঙের কাঠটা দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা আঙুল দিয়ে তার ওপরে ঘসে। সোজা হয়ে দাঁড়ায়—হাতটা রুমালে মোছে। ]

বল। রক্তটাও কি পরিহাস সার?

[ at MR ]

সত্য। [ নার্ভাস ] আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না···

বল। এই সিঁড়ির রেলিঙের উপ্‌রে। এইটা শুকাইয়া যাওয়া রক্ত।

সত্য। রক্ত? কোথায়?

বল। এই হ্যানে—রেলিঙের খাঁজে। [ একটা খামে খানিকটা রক্ত তুলে নেয় চেঁচে। সত্যসিন্ধু সাবধানে জায়গাটায় যায়। পরীক্ষা করে এবং বিমূঢ় বিস্মিত হয়ে যায়। ] ছুঁয়েন না সার। আরে ছাখেন ছাখেন—এইহানে আরও আছে। কার্পেটটা কেউ ঘসছিল—দেখছেন সার? ওই যে রোয়ার ভিত্‌রে

[ above sofa to DR ]

লাইগা আছে—উইটা রক্ত ! ইশ, অখনও দেখত্যাছি ভিজা। এইহানে রক্ত কেম্‌নে আইল আমারে কইতে পারেন সার ?

[ to DC ]

সত্য। না···এ তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। বিমল···উঁ একটুখানি

[ to DC ]

পুড়ে গিয়েছিল—কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন—

বল। ক্যান করুম্ ?

সত্য। কিন্তু এ অসম্ভব—ওটা ছিল শুদ্ধু খেলা !

বল। খেলা সার ? আসল বুলেট্, আসল রক্ত দিয়া খেলা ?

সত্য। [ তড়বড় করে বলতে থাকে ] জানলা যে ভাঙা হয়েছিল এখনও তার চিহ্ন আছে—আর বাইরে কার্নিশে মই লাগানোর দাগ আছে—তাছাড়া আপনি যদি নীচে একটু ছ্যাখেন তাহলে ফ্লাওয়ার বেডের ওপর মইটার দাগ আর ওই ১২ না ১৩ সাইজের জুতোর দাগ এখনও রয়েছে দেখতে পাবেন—এই ডেস্‌কটা ও ভেঙেছিল···

বল। [ কঠিন ভাবে ] অনেক ধন্যবাদ সার। আপনের আর কিছু দেখাইবার লাগব না। যা ছ্যাখনের আমি নিজেই দেইখা লমু। এত বচ্ছর চাকরি কইরা এইটুক্ অন্তত হইছে।

[ সিঁড়ি দিয়ে ওঠে ]

সত্য। তা নিশ্চয়ই হয়েছে—তবে আমি শুধু এমন কয়েকটা জিনিশের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিলুম যার থেকে আমার গল্পের সত্যতাটা আপনি বুঝতে পারেন।···যেমন ওই সিন্দুক আমরা ভেঙে খুলেছিলুম।

বল। অলঙ্কার গুলান অখন কই আছে ?

সত্য। কাল আমি ওগুলো ব্যাংকে রেখে এসেছি।

বল। কাইল শনিবার ?

সত্য। হ্যাঁ, কালই। আমার মনে হ'ল ওগুলো ভল্টে রাখাই সেফ্। মানে—যে কেউ বাড়ি ভেঙে ঢুকে ওগুলো চুরি করতে পারে···।

বল। কী প্রখর দূরদৃষ্টি !

সত্য। আর করিডোরে আপনি বাস্‌কেট্-টা দেখতে পারেন—যাতে ওই সাজ-পোষাকগুলো আছে···

বল। [ ততক্ষণে বারান্দা থেকে বাগানটা দেখছিল। ] বাগানে যেই মাটিটা



স্তূপ কইরা রাখা আছে হেইটার কথা তো আপনি কয়েন নাই। কইছিলেন নাকি সার ?

সত্য। [ জানলায় বলরামের কাছে এসে দাঁড়ায় ] মাটির স্তূপ ? কী মাটির স্তূপ ?

বল। ওই যে—ওই পাচিলের পারে। কাঠাল গাছের ছাওয়ায়। আপনার কি মনে হয় ওইটা সদ্য খোরা হইছে ?

সত্য। [ চেঁচিয়ে ] আমি কি করে জানব ওটা কখন খোঁড়া হয়েছে। মালিটা

[ to DL ]

সম্ভবত কিছু কাজ করছে ওখানে। বলছিল তো নতুন কয়েকটা চারা লাগাবে না কী যেন সব করবে।

বল। কাঠাল গাছের নীচে ফুলের চারা ?

সত্য। আমি তো বললুম আমি জানি না। আপনি গিয়ে মালিকে জিজ্ঞেস করুন

[ to MC ]

না। সে ওই বাগানেই কোথাও কাদামাখা থাকি জামা পরে ঘুরঘুর করছে—সুযোগ পেলেই মনিবের নামে কুৎসা করবে।

বল। আমি কিন্তু দেখছি মালিরা অতি উৎকৃষ্ট সাক্ষী হয়। ধীর স্থির সইত্যবাদী।

সত্য। নাঃ, যথেষ্ট হয়েছে—এ তামাসা আর ভালো লাগছে না। আপনি যদি

[ at সিঁড়ির নিচে ]

চান যান গিয়ে ওখানে খুঁড়ে দেখুন গিয়ে।

বল। আপনি চিন্তা কইরেন না—হেইটা আমরা দেখুম সার।

সত্য। [ বোঝাতে চায় ] আচ্ছা, আপনি কি সত্যি ভাবছেন যে আমি মিস্টার

[ সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে ]

নন্দীকে মেরে বাগানে পুঁতে রাখব, এবং সেখানে টাটকা খোঁড়া মাটি ছিটিয়ে রাখব যাতে যে কেউ খুশি সেটা দেখতে পায় ?

বল। আমরা যে আস্তম হেইটা যদি না ভাইবা থাকেন তাইলে হ সার—রাখবেন। হপ্তা খানেকের ভিত্‌রে কিছু দুর্বা কি কিছু চারাগাছ গজাইতে পারলেই হইল। তখন তো আর কওনই যাইব না ওই জাগার মাটি এ্যাট অল্ কেউ আউলাইয়াছিল। আমগো পুলিশে একটা অভিজ্ঞতা হইল যে বাগানে লাশ পুইতা রাখাটা খুনীগো খুব পছন্দ।

সত্য। [ হাসবার চেষ্টা করে ] হ্যাঁ কথায় বলে না—যে ফুল ভালো বাসে না, সে মানুষ খুন করতে পারে—অতএব তারই reverse logic-এ খুনীর পক্ষে

ফুলের বাগানই সব থেকে পছন্দ হওয়া উচিত।

বল। হ—তবে বেডরুম ছাড়া (goes to bedroom)—হেইটা অখনও খুব চালু ত্-ত্-ত—আলমারির ভিতরটা একেয়ারে ঘাইটা ঘুইটা খুইছেন ক্যান? এত হাটকাপাটকা করছেন ক্যান বুঝিনা। [ বিমলের শার্ট বের করে। ] মনোগ্রামটা কিসের? ছট হাতের u তার q। না না উল্টা ধরছিলাম—bn

সত্য। দেখি দেখি—

বল। [ ওই শার্টের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে। ] b—n···? হ, এই তো পাইছি—বিমল নন্দী···তিনির নামে একটা চিঠি। [ সত্য শার্টটা ধরে ভয়ে কাঠ হয়ে তাকিয়ে—কথা বলতে পারে না। বলরাম ততক্ষণে ট্রাউজারটা দেখছে। ] একটা কথা আমারে কয়েন তো সার—মিস্টার নন্দী যখন এইহান থেইকা বাইরাইয়াছিলেন তখন কি তিনি ল্যাংটা হইয়া গিছিলেন?

সত্য। [ ভেঙে পড়েছে প্রায় ] আমাকে বিশ্বাস করুন···কী করে যে জামাকাপড়-গুলো ওখানে এল আমি সত্যি কিছু জানি না।

বল। আপনেই তো কইলেন, মিস্টার নন্দী ক্লাউনের পোশাক পরনের লেইগা এইহানে কাপড়জামা খুলছিলেন। কন নাই?

সত্য। হ্যাঁ খুলেছিলেন—

বল। হেইটাও বোধ করি অপমান করনের পদ্ধতি বিশেষ?

সত্য। কিন্তু যাওয়ার আগে তো সে চেন্‌জ্ করে নিজের জামা কাপড় পরেই গিয়েছিল। মানে ক্লাউনের পোশাক পরে সে রাস্তা দিয়ে বাড়ি যাবে এটা কি আপনি ভাবতে পারেন?

বল। না পারি না। পারি না বইলাই তো তার কাপর জামার এইখানে আবির্ভাব হওনটা এত অর্থপূর্ণ বইলা মনে হইত্যাছে।

সত্য। ব্যাপারটা বোঝানো এত মুশকিল—

বল। ঠিক উল্টা সার। ব্যাপারটা বোঝা খুবই সহজ। আমার মনে হয় মিস্টার নন্দীরে একটু জব্দ করনের লেইগা হেইটা আপনে খেলা খেলা কইরাই স্থরু

[ সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে—সত্য follows ]

করছিলেন। হেই পর্যন্ত আপনে ঠিকই কইসেন। কিন্তু খেলাটায় একটু গণ্ডগোল হইয়া গিছিল। আপনের তৃতীয় গুলিটা আপনে যে মনে করছিলেন ব্ল্যাংক আছিল, হেইটা ঠিক নয়। হেইটা রিয়েল বুলেট আছিল। হেই বুলেট মাথায় লাইগাই মিস্টার নন্দী মারা যান। আর তখনই ফিনকি দিয়া রক্ত



বাইরাইয়া রেলিঙের উপর পড়ছিল। আপনে যখন বুঝলেন আপনে কী করছেন তখন বয় পাইয়া আপনি তারে বাগানে পুইতা ফ্যালাইলেন। কিন্তু রেলিংটা বালো কইরা না ধোয়া, আর মিস্টার নন্দীর কাপর জামা গুলান পুড়ায়ে না ফেলাটা আপনের বর কাচা কাম হয়ে গেছে।

সত্য। বিশ্বাস করুন, নন্দী সুস্থ দেহে হেঁটে এখান থেকে চলে গিয়েছে—

[ at MC ]

বল। আমি বিশ্বাস করি না।

সত্য। আমি তাকে খুন করিনি।

বল। হেইটা আমি মানতে রাজি আছি। ওই যে কইলাম—আপনে অ্যাকসি-ডেন্টালি এইটা কইরা ফ্যালাইছেন। ঠিক আছে—আমরা মার্ডারের চার্জ

[ to DR from below sofa ]

দিমু না—ম্যান্ স্লটারের চার্জ আনুম—কাল্‌পেব্‌ল্ হোমিসাইড্ নট্ অ্যামাউন্টিং টু মার্ডার।

সত্য। [ চিৎকার ] আমি ওকে খুন করিনি—ও এখান থেকে জ্যান্ত ফিরে গ্যাছে—

বল। ধৃষ্টতা মার্জনা কইরেন সার—এই কথাটাই আপনে আদালতে কইএন।

[ to DL ]

সত্য। দেখুন একটা কাজ করলেই তো হাঙ্গামা চুকে যায়। আপনার যদি মনে

[ to DL ]

হয় নন্দীকে বাগানে পুঁতে রাখা হয়েছে তাহলে যান না গিয়ে ওকে মাটি খুঁড়ে বের করুন।

বল। লাস পাওনের কোন দরকার নাই সার। বর্তমান আইন অনুসারে প্রসিকিউশনের লাশ প্রোডিউস করনের বাইধ্যবাধকতা নাই—আপনের বরং বাগানে নুতন যে গর্ত খুরা হইছে মিস্টার নন্দীরে তার ভিত্‌রে যদি নাই পাওন যায় তাইলে ক্যাবল এইটাই প্রমাণ হইব যে আপনে ভয় পাইয়া প্রথমে তারে ওইহানে পুতছিলেন, পরে ভাইবা চিন্তিয়া অন্য কোথাও লয়ে যাইয়া পুইতা রাখছেন।

সত্য। অন্য কোথায় পুঁতব?

বল। যেইখানে খুশি—নদীর পারে, রেসকোর্সে। আমাগো কাছে একই কথা।

[ to DR ]

আইজ হউক কাইল হউক তারে পাওয়া যাইব। নদীর ধারে প্রেম করত্যাছে

কোন ছ্যামরাছেমরী অথবা খাটালের মোষ চরাইতেছিল এক গয়লা—লাশটারে খুইজা পাইল। না পাইলেও কিছু ক্ষতি নাই। আপনের বিরুদ্ধে

[ goes towords সত্য ]

সারকামস্ট্যান্‌শিয়াল এভিডেন্‌স্ প্রচুর আছে। এইতেই হইব। অখন চলেন —সময় হয়ে গেছে।

[ সত্য পিছতে পিছতে DLএ চেয়ারে বসে পড়ে ]

সত্য। [ চিৎকার ] না—।

বল। আমি দুঃখিত সার—কিন্তু আপনেরে না লইলে চলব না। বাইরে একগো পুলিশের গাড়ি অপেক্ষা করত্যাছে।

সত্য। [ জোরে চিৎকার ] বাইরে লক্ষটা পুলিশের গাড়ি থাক,—আমি যাবো না।

বল। ছ্যাখেন, অযথা ট্রাব্‌ল্ কইরা কুন লাভ আছ কি? দয়া কইরা আমাগো কামটা ডিফিকাল্‌ট কইরা দিয়েন না সার।

সত্য। [ ক্ষেপে গেছে ] আই মাস্ট্ সি এ লইয়ার। ইট্ ইজ্ মাই রাইট্।

[ সত্য পেছিয়ে যায়। বলরাম তাকে ধরতে যায়। একটা ধস্তাধস্তি হয়। ]

[ Music ]

বল। লইয়াররে আপনে থানার থেইকা ফুন করবার পারবেন। আমরা তো

[ বলরাম সত্যর হাত বেঁধে ফেলে ]

আন্‌কন্‌স্টিট্যুশনাল কিছু করুম না। অখন চলেন সার। দুঃখ কইরেন না—খুব বেশি হইলে সাত বচ্ছর মাত্র পাইবেন আপনি।

সত্য। সাত বছর!

বল। হ সার। যেইসব খেলা খেলতে যাইয়া শ্যাষ পর্যন্ত ভণ্ডুল কইরা ফ্যালেন—

[ সত্যকে টানতে টানতে DCএ নিয়ে আসে ]

শ্যাষরক্ষা হয় না—সেইসব খেলা ক্যান খেলছিলেন ভাইবা ভাইবা সাত বচ্ছর ধইরা অনুশোচনা করনের টাইম্ পাইবেন অখন।

সত্য। [ তিক্তভাবে ] না কোন ভণ্ডুল হয়নি। শেষ অবধি সব ঠিক ঠিক খেলেছি আমি। আপনি কী করে যেন আমাকে ফাঁদে ফেলে দিয়েছেন।…

বল। হ সার। আপনাগো মত ল্যাখকরা আমাগো যতটা মূর্খ বইলা ছ্যাখায়েন—অখন দেখত্যাসেন তো, আমরা আসল ডিটেক্‌টিভ্‌রা তত মূর্খ নই। আমাগো সৌম্য গৌরবর্ণ চেহারা, গ্রীক ভাইসকর্যের আদলে গড়া সাইস্ত না থাইকতে পারে—কিন্তু তেমন চেহারা নাই বইলাই আমরা অনেক এফেকটিভ্।



আমরা জয়ন্ত কিরীটী ব্যোমকেশ পরাশর কি ফেলুদা না হইতে পারি—কিন্তু আমাগো নাসারন্ধ্রও রহস্যের গন্ধ পায়।

সত্য। আপনি কে বলুন তো?

বল। ডিটেকটিভ ইন্‌স্পেকটর বলরাম গুপ্ত কবিরাজ। এই সমস্ত ব্যাপারে যাগো মাথা খ্যালে তারা একটু চিন্তা কইরাই বুঝবেন কবিরাজ আর বৈদ্যে বেশি প্রভেদ নাই, কেবলরামের কে-টা শুধু গুপ্ত হইয়া গ্যাসে। কে বলরাম অখন বুজচেন সার?

[ Music ]

সত্য। [ চমকিত ] বিমল! [ সত্যর বাঁধন খুলে দেয় বিমল ]

বিমল। [ নিজের গলায় ] আপনার আদেশের অপেক্ষায় জাঁহাপনা। [ ছদ্মবেশ খুলতে থাকে। পরচুলা ছদ্মনাক চশমা গোঁফ ছাড়াও মুখে শেড্ লাইন

[ Rএ সরে যায় ]

ইত্যাদি বিস্তারিত মেকআপ ছিল। তাছাড়া গায়ে অনেক প্যাডিং করা হয়েছিল। ]

সত্য। কি শয়তান তুমি!

বিমল। বিলক্ষণ।

সত্য। উফ্—কী ধড়িবাজ বদমায়েশ তুমি।

বিমল। ধন্যবাদ

সত্য। ধন্যবাদ! পাজি ছুঁছো কোথাকার।

বিমল। তা তো বটেই।

সত্য। জোচ্চোর, ভণ্ড! বুজরুক।

বিমল। তাই নাকি?

সত্য। তাই বলে ভেবোনা তোমার খেলাটা আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করছি না—

[ near বিমল ]

দারুণ হয়েছে—ব্রিলিয়ান্ট্—

বিমল। থ্যাংক ইউ।

সত্য। হ্যাভ এ ড্রিংক, মাই ডিয়ার ফেলো।

[ to drink cabinet ]

বিমল। আগে এগুলো একটু তুলি। সর্বাঙ্গে মেক-আপ্ আর স্পিরিট গাম্ লেগে রয়েছে—বাথরুমটা?…

সত্য। [ নিজেই একটা whisky ঢেলে নিচ্ছিল। ] জাস্ট ডাউন দ্য করিডোর। চিয়ার্স।

বিমল। Prosit—[ বিমল U. L-এ বাথরুমে ঢুকে যায়। ]

সত্য। [ মদটা গিলে ফেলে। সত্যি বিমল, তোমার প্রশংসা না করে পারছি [ to sofa R ]
না—ইট্ ওয়াজ ফার্স্ট ক্লাস। একটুক্ষণের জন্যে হলেও আমাকে একদম বোকা বানিয়ে দিয়েছিলে।

বিমল। [ নেপথ্যে ] একটুক্ষণের জন্যে ?

সত্য। আচ্ছা আচ্ছা মানলাম বেশ খানিকক্ষণের জন্যে। তবে আমার কিন্তু শেষের দিকটায় সন্দেহ হচ্ছিল—নদীর ধারে ছোঁড়াছুড়ির প্রেম—খাটালের মোষ খুঁজতে গয়লা—এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছিল না ?

বিমল। [ নেপথ্যে ] আমায় সেদিন স্পোর্টিং চান্স্ দিচ্ছিলেন না—আমি সেই রকম সাহেবি কায়দায় ওটা আপনাকে স্পোর্টিং চান্স্ দিচ্ছিলাম—যদি ধরতে পারেন।

সত্য। আমার অভিনয়টা কী রকম হয়েছিল বলো ? নিরীহ নিরপরাধ লোক—পাকেচক্রে পড়ে গেছে—ট্র্যাপ্ড, বাই সারকমস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স—

বিমল। [ নেপথ্যে ] ওটা অভিনয় হলে খুব খারাপ অভিনয়—তবে ওটা অভিনয় নয়, একদম ল্যাজেগোবরে হয়ে গিয়েছিলেন। [ ফিরে আসে। জামা-কাপড়গুলো নিতে থাকে। ]

সত্য। অবশ্যই ওটা অভিনয়। ওরকম ল্যাজেগোবরে না হলে বিশ্বাসযোগ্যই মনে হত না। আর আমি তো বললুম, আমার সন্দেহ হচ্ছিল।

বিমল। তাই নাকি ? কিন্তু দেখে আমার সন্দেহই হয়নি যে আপনার সন্দেহ হচ্ছে। [ ওপরে গিয়ে ওয়ার্ডরোব থেকে নিজের জামা কাপড় বদল করে নেয়। ]

সত্য। তবে তুমি যেভাবে চালিয়ে গেছ সেটা অসাধারণ। ইন্স্পেক্টর বলরামকে আমার দারুণ লেগেছে—নম্র ভদ্র অথচ শক্ত ঠাঁই। কী রকম একটা দারোগা দারোগা ভাব।

[ বিমল ফিরে এসে সিঁড়িতে ওঠে ]

বিমল। [ বলরামের মত করে ] আপনে যে তামাশাটারে পছন্দ করছেন এর [ on upper deck exit ]



লেইগা নিজেরে ধন্য মনে করত্যাছি সার।

সত্য। সত্যি মাস্টারপিস্ একেবারে। ইনস্পেক্টর রিংরোজ-এর সঙ্গে রঞ্জার শেরিংহ্যামকে মিশিয়ে তারপর খানিকটা গ্রাম্য করে ছেড়ে দিলে যে রকম লাগবে—বলরামকে খানিকটা সেই রকম লাগছিল।

বিমল। বটে ?

সত্য। হ্যাঁ। আচ্ছা তুমি পয়জন্ড্ চকোলেট কেস 1924 সম্বন্ধে কিছু জানো ?

বিমল। বাপের কালে শুনিনি।

সত্যি। তুমি পোড়ো—৬টা সেপারেট্ সলিউশন্ তার থেকে বেরুতে পারে। অবশ্য তোমাকে আর এসব পড়ে প্লট তৈরি শিখতে হবে না—আচ্ছা তুমি কখন ঢুকেছিলে বলো তো ? আমি যখন কোলকাতা গেসলুম ?

বিমল। হ্যাঁ, আপনি কখন বেরবেন ব'লে আমি নজর রেখেছিলাম।

সত্য। তারপর ঢুকে এসে ওয়ার্ডরোবে তোমার জামা কাপড়গুলো রেখেছিলে আর সিঁড়িতে খানিকটা রক্তপাত করেছিলে তো ?

বিমল। ঠিক তাই—তবে যে রক্তটা পাত ক'রেছিলাম সেটা কিন্তু আমার নয় [ entre on upper deck ]
—মুর্গির।

সত্য। এহ্—মুর্গির রক্ত ?—দয়া করে রেলিংটা মুছে দিয়ে আসবে ?

বিমল। থাক না। মুর্গির রক্ত খেলে ঘুন পোকাদের স্বাস্থ্য ভালো হবে। [ নীচে নেমে আসে। ] আমি এবার ড্রিংকটা চাই।

সত্য। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ইউ ডিজার্ভ ইট্।

[ সত্য ড্রিংক ঢালে ]

বিমল। [ সিঁড়ির নীচের চেয়ারে বসে ] আমি কিন্তু এখনও আপনাকে আপনার [ sofa R ]
খেলার জন্যে কন্গ্রাচুলেট করিনি। ওটা আপনি অসামান্য করেছিলেন। অনবদ্য।

সত্য। সত্যি বলছ ? যাক্—খুব ভালো লাগল—খুব ভালো। সত্যি কথা [ move above sofa to MC ]
বলতে কি আমার নিজেরই অসম্ভব ভালো লাগছিল। আচ্ছা বলোতো—তুমি সত্যি সত্যি ভেবেছিলে তো যে তুমি একদম মৃত্যুর মুখে এসে দাঁড়িয়েছ ?

বিমল। হ্যাঁ।

সত্য। তুমি রাগ করোনি তো?

বিমল। এসব ক্ষেত্রে রাগ শব্দটা অর্থহীন।

সত্য। বিমল···ভাই তোমাকে তো আমি বলেছি কেন এটা করেছিলুম।··· তোমার সঙ্গে আমি একটা বন্ধুত্ব করতে চেয়েছিলুম।

বিমল। বন্ধুত্ব?

সত্য। হ্যাঁ, সেইজন্যে আমি দেখতে চাইছিলুম তুমি ঠিক আমার মত লোক কি না—

বিমল। আপনার মত লোক মানে—ক্রীড়াপ্রেমিক, খেলোয়াড় লোক কিনা?

সত্য। এগ্‌জ্যাক্‌টলি—আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল তুমি আমারই মতন খেলাপাগল লোক!

বিমল। এখনও কি তাই মনে হচ্ছে?

সত্য। নিশ্চয়ই। এখন আর কোন সন্দেহই নেই।

বিমল। তা খেলাপাগল লোক ব'লতে কী ধরনের লোক বোঝায়?

[ সত্য wisky refil করতে যায় ]

সত্য। Well, যে শুধু gamesই খ্যালে না—খেলাটাই যার জীবন। যে জীবনটাকেই একটা খেলার মত ক'রে নিয়েছে। এরকম লোককে সংসারে বেশি লোক বুঝতে পারে না—স্ত্রীজাতি তো নয়ই। সেই জন্যে এরকম লোকের

[ বলতে বলতে DLএ চলে যায়।

পক্ষে সংসার ধর্ম না করাটাই better। আমি তো এখনও পর্যন্ত এমন কোন স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসিনি যে খেলাটা—অর্থাৎ খেলার মধ্যে বুদ্ধির চর্চা করাটা আমারই মত important বলে মনে করে। আগে আগে এ নিয়ে আমারই এক ধরনের সংকোচ হত—ভাবতাম কি জানি আমার বুদ্ধির চর্চাটা বোধহয় লোকে হৃদয়হীনতা ব'লেই ভাবে। কিন্তু এখন আর আমি এ নিয়ে পরোয়া করি না। এখন আমি সত্যি সত্যিই সমস্ত জীবনটাকে একটা দুর্ধর্ষ খেলা বলে ধরে নিয়েছি।

বিমল। আপনি কি ভাবছেন আমিও আপনারই মতন?

সত্য। হ্যাঁ।

বিমল। ভুল ভাবছেন।

সত্য। না ঠিকই ভাবছি। ভাবো না—বলরাম সেজে কী খেলাটাই না



[ to above sofa L ]

খেললে।

বিমল। ওটা প্রতিশোধ স্পৃহা। বাঙ্গালদের মধ্যে এ জিনিশটা ভীষণ থাকে।

সত্য। রাবিশ। হ্যাঁ, শুনেছি বাঙ্গালরা একটু গোঁয়ার একগুঁয়ে হয়—তা সেরকম গোঁয়ারের মত প্রতিশোধ নিতে চাইলে তুমি আমার অন্যরকম ক্ষতি করতে

[ sits on sofa L ]

চাইতে;—হয়ত বাড়িটার একটা কিছু নষ্ট ক'রে দিলে বা গাড়ির কাঁচটা ভেঙে দিলে, বা কমপাউণ্ড ওয়ালে খিস্তি লিখে রেখে গেলে।—তা তো তুমি করোনি—শেষপর্যন্ত একটা গেম-ই তো তোমাকে খেলতে হল?

বিমল। তার কারণ টিলটি খেলে পাটকেলটা মারায় আমি বিশ্বাসী।

সত্য। যাই হোক্ এখন তোমার শান্তি হয়েছে তো? আমি এক গোল দিয়েছিলাম

[ উঠে to DL ]

—তুমি এক গোল শোধ করে দিলে।

বিমল। না, শোধ হয় নি। আপনার খেলাটা আমার থেকে অনেক উঁচু দরের

[ উঠে to DC ]

ছিল। আমি তো মাত্র কয়েকমিনিটের জন্যে আপনাকে জেলের ভয় দেখাতে পেরেছিলাম—[ চাপা স্বরে ] কিন্তু আপনি আমাকে এমন ভয় দেখিয়েছিলেন যে আমি প্রায় মৃত্যুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

সত্য। শোন, শোন বিমল···

বিমল। [ ধীরে ধীরে ভাবতে ভাবতে ] আর সে রকম অবস্থার ভেতর দিয়ে একবার যেতে হলে সমস্ত জীবনটাই পাল্টে যায়। একবার যদি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো যায়—যদি সত্যি সত্যি কখনও মনে হয় যে ওই সিঁড়ির রেলিঙ ওই চকচকে পিস্তলের নল—এই হাতের আঙুলগুলো—এই জিনিশগুলোই জীবন শেষ হয়ে যাবার আগে শেষবারের মত দেখতে পাচ্ছি—এর পরেই রূপরস বর্ণগন্ধের এই পৃথিবী থেকে আমি চলে যাব···নিজের মৃত্যুর

[ Music ]

আওয়াজ যদি নিজে শুনতে পাওয়া যায়। নিজের মৃত্যুকে নিজে চাখা যায়—তাহলে জীবন আর কখনই আগের মত থাকে না। তখন নিজের থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে দেখতে পাই—কোন মায়া পিছটান থাকে না।

সত্য। [ নার্ভাস ] ওটা ভাই শক্—খুব শক্ পেয়েছিলে তো। ও চলে যাবে।

[ to DC ]

এসোতো—হ্যাভ্ অ্যানাদার ড্রিংক। [ সত্য বিমলের হাত থেকে খালি গ্লাস নিতে যায়, বিমল ছিটকে সরে যায়। ]

বিমল। তাই এখন আমার একমাত্র কর্তব্য হল আমাদের খেলার scoreটা

[ to MR ]

সমান সমান করে নেওয়া। ধরে নিন শিল্ডের খেলার হাফটাইমে আমি তিন গোলে জিতছি—কিন্তু লীগের খেলায় আপনি আমায় ছ'গোল দিয়েছিলেন—তাই না? তুলনাটা আপনার মনের মত হয়নি? এখন ফাঁকি দিয়ে না খেলে ওয়াক ওভার নিয়ে ত আমি জিততে চাই না।

সত্য। এটা তুমি বড্ড বেশি বিনয় করছ। আমার মতে এখন স্কোর হল ওয়ান

[ to 2 steps left ]

অল্।

বিমল। না—আমি মানতে পারছি না। তাই আপনাকে জানাচ্ছি যে আপনার সঙ্গে সম্মানজনক ভাবে খেলা ড্র করার জন্যে আমি একজনকে মেরে ফেলেছি।

সত্য। মেরে ফেলেছ মানে?

[ to DC ]

বিমল। খুন করেছি—আমি একজনকে মার্ডার করেছি।

সত্য। তুমি কি···মানে—সিরিয়াসলি বলছ?

বিমল। হ্যাঁ।

সত্য। এটা কি নতুন কোন খেলা—"হত্যাকারী কে?"

[ 2 step L ]

বিমল। হ্যাঁ, শুধু একটা তফাৎ আছে। এবার খেলাটা আর খুনটা দুটোই

[ বিমল comes near সত্য ]

সত্যি। আবার ফিরে ফিরতে একটা খুনের অভিনয় করার আর কোন দরকার আছে কি?

সত্য। [ ঠাণ্ডা করতে চাইছে ] না তা নয়, তবে এখন তোমার মনটন ভালো নেই—এখন এসব খেলা থাক···

বিমল। [ চিৎকার করে ] না, আমি অপেক্ষা করতে পারছি না। ময়দানে আর একবার আপনাকে নামতেই হবে।

[ to MR ]

সত্য। ঠিক আছে, ঠিক আছে—এস, তোমার খেলাটা খেলা যাক। বলো তুমি



কাকে খুন করলে?

বিমল। আপনার বান্ধবী—কমলা···

সত্য। কমলাকে খুন করেছ?

বিমল। [ একটু গিগ্‌ল করে ] হ্যাঁ, আপনার ঝিলম সুন্দরীকে, যে নাকি ঝিলমের স্রোতখানির মত খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার—সে এখন আঁধারে

[ to above sofa L ]

মলিন হল—আমি তাকে চিরকালের মত অন্ধকারে পাঠিয়ে দিয়েছি।

সত্য। তুমি···

বিমল। আমি তার শ্বাসরুদ্ধ করে খুন করেছি—এইখানে, এই কার্পেটের ওপর

[ to DR ]

তাকে খুন করেছি! তার আগে তাকে আমি···

সত্য। রেপ করেছ?

বিমল। না না, রেপ নয়। ওই চেয়েছিল।

সত্য। মিথ্যে কথা। এই সব বাজে শস্তা খেলার ধোঁকা দিয়ে তুমি আমাকে বোকা বানাতে চেষ্টা করো না।···অনেস্টলি বিমল, তুমি এখন একটা ফার্স্ট ক্লাস টীমের খেলোয়াড়—এর থেকে বেটার খেলা তোমার খেলতে পারা উচিত।

বিমল। কত খেলা আপনি হজম করতে পারেন কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা দেখা

[ crosses to DL from above sofa S ]

যাবে। কাল যখন এখানে এসে আমি বলরামের দুষ্টটার যোগাড়যন্তর করছিলাম তখন কমলা এসে পড়েছিল। তখনই আমি তাকে খুন করি। তারপর যে সদ্য খোঁড়া মাটিটা দেখে বলরামের সন্দেহ হয়েছিল প্রথমে ওকে সেইখানে রেখেছিলাম।

সত্য। প্রথমে—রেখেছিলাম?—তার মানে এখন ওখানে নেই?

বিমল। না। ওকে আমি সরিয়ে ফেলেছি।

সত্য। [ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ] সরিয়ে ফেলেছ? কোথায়? নদীর ধারে না রেসকোর্সে?

বিমল। ওইরকমই কোথাও হবে। এখানে রাখলে তো ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে যেত। পুলিশ এসে পড়ার আগে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখন যে খেলাটা আপনাকে খেলতে হবে—সেই খেলাটার পক্ষে ওই জায়গায় ওকে

রাখাটা খুব সহজ হয়ে যেত নাকি ?

সত্য। পুলিশ—?

বিমল। হ্যাঁ। ঘণ্টাখানেক আগে আমি পুলিশকে জানিয়েছি যে আপনি ওকে
[ crosses to DR from below sofa ]
খুন করেছেন, এবং ঠিক দশটার সময় ওরা এখানে আসবে—আমি থাকব বলেছি। আর মিনিট দশেকের মধ্যেই ওরা এখানে এসে পড়বে।

সত্য। [ বিদ্রূপ ] আসবে বৈকি ! অবশ্যই আসবে এবং আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তাদের পুরোভাগে থাকবে সুচতুর সাহসী ইন্‌স্‌পেক্টর বলরাম গুপ্ত কবিরাজ !

বিমল। আজ্ঞে না। আপনার কোন ভয় নেই—যিনি আসবেন তিনি সত্যিসত্যিই পুলিশ। তাঁর নাম ডিটেকটিভ ইন্‌স্‌পেক্টর রুদ্রপ্রসাদ নাগ। মিস্টার চৌধুরী,
[ to MC above sofa ]
আপনার বিষয়ে আমি তাঁকে অনেক কথা বলেছি। আমি তাঁকে বলেছি যে, আপনি এমন একটি মানুষ যাঁর কাছে খেলাটা একটা অব্‌সেশন এবং যিনি নরহত্যাটা একটা উঁচুদরের art মনে করেন। আমি বলেছি যে, আপনি আমাকে বহুবার বলেছেন যে আপনার জীবনের অ্যাম্বিশন হল একটা সত্যি সত্যি খুন করা—করে লাশটা এমন জায়গায় লুকিয়ে ফেলবেন যেখান থেকে আপনাকে জড়ানো যাবে না—কিন্তু তারপর এই ক্রাইমটার এমন সব সূত্র এমন সমস্ত প্রমাণ আপনার বাড়িতেই ছড়িয়ে রাখবেন যে বোকা অশিক্ষিত পুলিশ তার থেকে বিন্দুবিসর্গও ধরতে পারবে না।

সত্য। খেলাটা অবসেশন্ এবং নরহত্যাটা উঁচুদরের শিল্প বলে মনে করেন ! হাঃ ! বিমল তোমার মস্তিষ্ক খুব উর্বর—কিন্তু ওতে কাজ হবে না। একবার থানায় গিয়ে ব'লে ছাখোনা—সত্যসিন্ধু চৌধুরী একটা নরহত্যা না করা পর্যন্ত এবং আপনাদের বোকা না বানানো পর্যন্ত শান্তিতে মরতে পারছে না—বলে দেখ কী হয় ! পুলিশগুলো হেসেই মরে যাবে।

বিমল। তা বোধহয় যাবে না মিঃ চৌধুরী। কারণ আমি তাদের বলেছি যে আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনার বাড়ি এসে আপনার বইপত্তর আসবাব খেলনাপাতি সব একবার দেখলেই তাঁরা আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন।

সত্য। [ ধীরে ধীরে ] বলে যাও।



বিমল। আমি তাদের আরও বলেছি,যে, দুদিন আগে আপনার বান্ধবী অত্যন্ত
[ to MR ]
বিচলিত হয়ে আমার বাড়িতে এসে বলেছিল যে আপনি তাকে সন্দেহ করেন সে অন্য লোকের সঙ্গে গোপনে প্রেম করে এবং তাকে আপনি খুন করবেন বলে শাসিয়েছেন।

সত্য। পুলিশ এসব কথা বিশ্বাস করল ?

বিমল। সহজে করেনি—একটু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল।

সত্য। লোকগুলো আজকাল ভীষণ ফিল্‌ম্ দেখছে—হিন্দী ফিল্‌ম্।

বিমল। যাই হোক্—সব শেষে ওদের আমি বলেছি যে কমলার এখনই কিছু হয়েছে এরকম কোন প্রমাণ আমার হাতে নেই বটে, তবে আমার মনে হচ্ছে ঘটনাটা পুলিশকে জানিয়ে রাখা ভালো—বিশেষত আপনি আমাকে আজই ফোন করে বলেছেন কিনা যে আপনি নাকি আপনার অ্যাম্বিশন চরিতার্থ করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেছেন।

সত্য। মাই ডিয়ার বয়, তোমার যে গেম্‌স্ খেলার নেশা ধরে গ্যাছে এটা
[ to DR near বিমল ]
দেখে আমার বেশ ভালো লাগছে—এবং খেলায় যে তুমি হারতে চাইছ না এটাও খুব ভালো কথা, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুমি একটু বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলছ। তুমি হাঁটতে শেখার আগেই দৌড়তে চাচ্ছ। [ টেলিফোনের কাছে গিয়ে ডায়াল করে। ] হ্যালো, গোপীনাথ ? আমি
[ crosses to DL ]
বড়বাবু বলছি—একটু কমলাকে ফোনটা দাও তো—। কী বললে··· ? সে কী ? কখন ? ও মাই গড [ রিসিভার নামিয়ে রাখে এবং বোতল থেকে
[ back to sofa ]
সোজা খানিকটা হুইস্‌কি খায়। বিমল উত্তেজিত। ]

বিমল। কী, বিশ্বাস হ'চ্ছে এখন ? কাল আমি ওকে খুন করেছি। এইবার আপনি কী করে বাঁচেন সেইটা ভাবুন। এইবার আপনার বুদ্ধির দৌড়টা
[ to DL ]
দেখা যাক। দেখা যাক, আপনি বেশি বুদ্ধি ধরেন না ওই ক্যাবলরামরা। শুনুন, এই ঘরে আপনি এমন দুটো প্রমাণ রেখে দিয়েছেন যা থেকে আপনার অপরাধ ধরা পড়ে যেতে পারে। এমন কি পুলিশের প্রতি চূড়ান্ত অবজ্ঞার যে জিনিশটা দিয়ে খুন করা হয়েছে সেটা পর্যন্ত আপনি এই ঘরেই

কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন। বুঝতে পারছেন পুলিশ আসার আগে আপনি মিনিট দশেক সময় পাবেন।

সত্য। [ যেন তারিফ করছে ] কী শয়তান তুমি!

বিমল। বিশেষণগুলো এখন থাক। তিনটি জিনিশ যদি আপনি খুঁজে না পান তাহলে পুলিশ পাবে। এইটুকু আপনাকে বলে দিতে পারি যে জিনিশগুলো চোখের ওপরেই আছে, যদিও আমি সেগুলোকে একটু কামোফ্লাজ ক'রে আড়াল দিয়েছি শুধু—যাতে করে সমস্ত খেলাটা আরও মজার হয়ে ওঠে। প্রথম জিনিশটা হল একটা ইমিটেশন হীরের হার।

সত্য। নিশ্চয়ই যেটা—

[ দাঁড়ায় ]

বিমল। হ্যাঁ—আমি ওর গলা থেকে খুলে নিয়েছি। ভেতরের দিকে খুদে খুদে মিনে করা আছে—"ঝিলম সুন্দরীর অভিমান ভঞ্জনে—দত্ত স।"

সত্য। ঠিক আছে ঠিক আছে। আমি জানি কী লেখা আছে।

[ সত্য জ্যাকেট খোলে ]

[ জামার আস্তিন গুটিয়ে খুঁজতে আরম্ভ করে। ]

বিমল। কী, আমি কি আপনাকে একটু সাহায্য করব নাকি?

সত্য। ক'রবে তো করো না—আমি কি বারণ ক'রেছি নাকি?

[ DL ]

বিমল। চুক্ চুক্। প্রস্তর-কঠিন তুই তবু শূন্য ফাঁকা
অদৃশ্য তুই তবু তোরে যায় ছাখা।
চোখের আড়াল নোস তবু তুই বাধা
যে জন ছাখেনা সে যে নিশ্চয়ই গাধা!

[ সত্য to DR ]

সত্য। আগে যে ব'ললে সবই চোখের ওপরে রয়েছে?

বিমল। আছেই তো—একটু শুধু হেঁয়ালির কামোফ্লাজ।

সত্য। এখন বেকায়দায় পেয়ে খুব ছড়ি ঘুরোচ্চ। ঠিক আছে—একবার এর থেকে বেরই, তারপর তোমাকে এমন শিক্ষা দেব—

বিমল। আর আট মিনিট।

সত্য। [ আত্মোক্তি ] আই মাস্ট থিংক···আই মাস্ট থিংক। অদৃশ্য তুই তবু

[ to DL ]



তোরে যায় দেখা হুম; এমন একটা ভেল্কি আছে যাতে দৃষ্টি বিভ্রম হচ্ছে···

[ খুঁজতে থাকে ]

বিমল। 'ঝিলম সুন্দরীর অভিমান ভঞ্জনে।' কিসের জন্যে অভিমানটা হয়েছিল জানতে ইচ্ছে করে।

সত্য। তোমার জানার দরকার নেই—নিজের চরকায় তেল দাও।

বিমল। নিশ্চয়ই আপনার ব্যবহারের জন্যেই হবে। ঠাণ্ডা মাথায় যে রকম অত্যাচার আপনি করেন। বেচারা কমলা! ওর সমস্ত গয়নাতেই বোধহয় আপনার মানভঞ্জনের পালা লেখা আছে?

সত্য। ছেঁদো কতকগুলো চিমটি কাটছ কেন?

[ to MC ]

বিমল। ইমিটেশন্ হোক রিয়েল হোক, তবু তো কিছু গয়না ওকে প্রাণে ধ'রে

[ to MC ]

দিয়েছেন—রেখাকে তো শুধু গয়নাগুলো ব্যবহার করার জন্যে দিতেন।

সত্য। আমি বুঝতে পারছি তুমি কী করতে চাইছ—তুমি আমাকে অন্যমনস্ক

[ to DC ]

ক'রে দিতে চাইছ। কিন্তু পারবে না। আমি তোমার ধাঁধার মানে বের করে ফেলবই। দাঁড়াও তো···ভাবি—ছাখা যাচ্ছে তবু অদৃশ্য থাকছে—কী? খালি চোখে দেখা যাচ্ছে না—তাহলে কী মাইক্রোসকোপে ছাখা

[ to DL at writing desk ]

যাবে? [ তাড়াতাড়ি মাইক্রোস্কোপ্ নেয়। ]

বিমল। এর জন্যে আপনার শার্লক হোমস্-এর যন্ত্রপাতি লাগবে না সত্যবাবু।

[ to DR ]

তবে গোয়েন্দাগিরিটা খারাপ নয়—ওর থেকে কাজ হতে পারে। আচ্ছা, আপনার নায়ক রোহিতকৃষ্ণকে এইরকম ভাবে জিনিশ খুঁজতে হলে কী করত বলুন তো?

সত্য। [ রেগে ] রোহিতকৃষ্ণ নয়, রোহিতাশ্ব! শ্রীরোহিতাশ্ব সেন।

বিমল। সে এতক্ষণে বোধহয় একলাফে আলমারির মাথায় উঠে দেখত জিনিশটা ওখানে আছে কি না। [ সত্য চেয়ার টেনে উঠে আলমারির মাথাটা ছাখে। ] টেবিলের তলাগুলো চারপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে হাতড়ে বেড়াত। [ সত্য হামাগুড়ি দিয়ে টেবিলের তলা দেখতে আরম্ভ করে। ] অপরাধের গন্ধ পাইয়া রোহিতাশ্বের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল। ঘন ঘন শুঁকিতে শুঁকিতে

[ সত্য at DC ]

বলিল—'নাঃ এত নীচুতে নামিয়া কোন ভদ্রলোক অনুসন্ধান করিতে পারে না। [ সত্য উঠে পড়ে। ]

সত্য। নাঃ। তোমার কথায় আমি কান দেব না—আমি নিজে ভাবলেই বেরিয়ে যাবে। চোখের আড়াল নোস ? চোখের সামনেই আছে—সে তো

[ to DL ]

জানি না, না দাঁড়াও দাঁড়াও—যেখানে হীরাটা রাখা আছে—হীরের প্রপার্টিজ কী ? কঠিন, ট্রান্‌স্‌পারেণ্ট্ ক্রিস্টাল—

বিমল। কানা ক বার নড়ি হারায় !

সত্য। তার মানে—প্রস্তর কঠিন তবু শূন্য ফাঁকা—চোখের আড়াল নোস তবু তুই বাধা—এখানে চোখ আটকাচ্ছে না তবু বাধা হচ্ছে, ইয়েস্ সামথিং ট্রান্‌স্‌পারেণ্ট্—ইয়েস ইয়েস একটা ট্রান্‌স্‌পারেণ্ট্ জিনিশ চোখের ওপর থাকবে অথচ কামোফ্লাজ—তাহলে আর একটা ট্রান্‌স্‌পারেণ্ট্ কিছুর মধ্যে রাখতে হবে—লাইক কাঁচ, রাইট হীরেটা কাচের কিছুতে আছে—[ কাচের

[ সত্য to drink cabinet ]

যা যা আছে খুঁজতে থাকে। এমন কি বিমলের হাতের গেলাস। যা সে প্রায় উঁচিয়ে ধরে রেখেছে। অবশেষে কাটগ্লাসের ডিক্যাণ্টারের ভেতর থেকে হীরের হারটা বের করে। ] সাডেন্‌লি ইট্ ইজ অল্ অ্যাজ ক্লিয়ার অ্যাজ

[ to ML ]

ক্রিস্ট্যাল। এটা নষ্ট করার তো কোন দরকার নেই—আছে কী ? এটা আমার এখানেই ও রেখে গিয়ে থাকতে পারে।

বিমল। ঠিক। ওটা শুধু রেখেছিলাম যাতে পুলিশ ওতে লেখা কথাগুলো পড়ে বুঝতে পারে যে কমলার সঙ্গে আপনার সম্পর্কের মধ্যে মাঝে মাঝেই মান-ভঞ্জনের দরকার পড়ত।

সত্য। ভেরি সাট্‌ন্। পরেরটা কী ?

বিমল। পরের বস্তুটা আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে আর একটি ধাঁধা

[ to sofa R ]

থেকে—

আমরা দুটি ভাই পায়ের লাথি খাই
থাকি চরণ ধরে মাটিতে পা না পড়ে



পা পুরে দিয়ে পেটে দিব্যি চলি হেঁটে
পেট খালি হয় রাতে পাশুলি বিছানাতে।

সত্য। ও—আমি জানি এটা—তুমি বোলো না—মাটিতে পা না পড়ে—পা

[ above sofa L ]

পুরে দিয়ে পেটে এটা হচ্ছে—এটা হচ্ছে—জুতো—একজোড়া।

বিমল। চমৎকার ! (slow) এ ক্ষেত্রে, একপাটি ডানপায়ের হাই হিল—সাইজ ৫ নম্বর। আর এক পাটি বলাই বাহুল্য কমলার বাড়িতেই আছে এখনও।

সত্য। হায় ভগবান। বেচারা কমলা ! [ ঘরে খুঁজতে আরম্ভ করে ]

[ to DL ]

বিমল। বেচারা কমলা ? অ্যাঁ ? এটা তবু ভালো লক্ষণ বলতে হবে। কমলার মৃত্যুর খবর শোনার পর এই প্রথম আপনার তবু একটু দুঃখের আভাস পাওয়া গেল।

সত্য। দুঃখ আমার হয়নি ভাবছ ? তুমি কি ভাব কমলার সম্বন্ধে আমার কোন

[ to UC ]

যায় আসে না ? মোটেই না—কিন্তু এখন তো নিজের প্রাণটা বাঁচাতে হবে।

বিমল। প্রাণটা বাঁচানোর জন্যে যা করতে হচ্ছে সেটা তো দেখছি আপনি মহানন্দে করছেন। এই যে প্রাণের দায়ে অন্য কিছু না ক'রে একটা খেলা খেলতে হচ্ছে এতেই তো দেখছি আপনি অসম্ভব উল্লসিত—কোন মহিলার সঙ্গে শুলেও বোধ হয় আপনি এত আনন্দ পেতেন না। আপনাকে দেখে করুণা হয়।

সত্য। ছোটলোকের মত নোংরা কথা বোলো না। আমি বলে কিনা প্রচণ্ড

[ above sofa ]

ভয়কে জয় করে একটা মবিড্ ধাঁধার সমাধান বের করতে চেষ্টা করছি—এটা প্রায় একটা আধ্যাত্মিক কাজ—দেহের ওপর আত্মার জয়—[ সিঁড়ির তলায়, বই-এর র‍্যাকে, পাইল্ র‍্যাকে, সেলর-এর পায়ে খুঁজতে খুঁজতে শেষে ওপরে

[ বিমল তার হাতঘড়ি সত্য দেখায় ]

একটা জায়গা থেকে জুতোটা পায়। ] আহ্—এটা কী ? অ্যাঁ ?

বিমল। যাক্ পেয়েছেন তাহলে। সরি। কাদাফাদা লেগে গিয়েছে—আপনার বাগানের—কমলার প্রথম কবরটার থেকে লেগেছিল।

সত্য। এটা compound wall-এর বাইরে ফেলে দিয়ে আসি তাহলেই এটা আর প্রমাণ বলে গণ্য হবে না। [ বাইরে যায়—আবার ফিরে আসে ] আর

[ to DC ]

একটা জিনিশ আছে—তাই না? যেটা দিয়ে খুন করেছ—মার্ডার ওয়েপন্

[ DR ]

তাই বললে না? এখন, তুমি ওকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরেছ—এইখানে। কী দিয়ে হতে পারে? দড়ি—স্কার্ফ—বেল্ট?

বিমল। সেটা কিন্তু ওর গলায় একদম কেটে বসে গিয়েছিল মিস্টার চৌধুরী। অনেক টানাহ্যাঁচড়া করে আমাকে খুলতে হল।

সত্য। ফরিদপুরের পিশাচ কোথাকার!

বিমল। আমি ধরে নিচ্ছি আপনার কথাটা আমি শুনতে পাইনি। এই অবস্থায়

[ to DR ]

আমাকে চটিয়ে দেওয়াটা কিন্তু বোকামি হবে। কারণ এখনও অনেক সাহায্যের দরকার আপনার হবেই।

সত্য। না হবে না।

বিমল। উঁ, পড়ে মরে তবু বঙ্গের রাজা। আপনাকে সাহায্য করাটাই অন্যায় হয়েছে। কথায় বলে না—"পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলম্ বিষবর্ধনম্"?

সত্য। এটা হিতোপদেশে আছে।

বিমল। বাঃ—এটা যে সংস্কৃত সেটা তাহলে ধরতে পেরেছেন? উচ্চশিক্ষিত

[ MC ]

সায়েবরা তাহলে সংস্কৃতও জানে?

সত্য। বিমল, আমার অসহ্য লাগছে।

[ MC ]

বিমল। আপনি সংস্কৃত জানেন?

সত্য। জানি জানি। আই হ্যাড্ এ ক্লেয়ার ফর ল্যাংগোয়েজেস্।

বিমল। ভেরি গুড্। তাহলে নিশ্চয়ই এই শ্লোকটার অর্থ বলতে পারবেন—

[ to DR ]

সুবর্ণসদৃশং পুষ্প ফলে রত্নং ভবিষ্যতি

[ সত্য to DR ]

আলয়া দেবিতো বৃক্ষঃ পশ্চাত্ ঝনঝনায়তে॥

সত্য। অত এখন আমার মনে নেই।

[ to DL ]

বিমল। খুব দুঃখের—জানলে উপকার হত। এই ধরনের কথাই সায়েবরাও



বলে—অল্ ত্যাট্ গ্লিটার্স ইজ্ নট্ গোল্ড।

সত্য। কী বললে—অল্ ত্যাট্ গ্লিটার্স ইজ্ নট্ গোল্ড। আগে বলোনি কেন?

[ বিমল একটা সুর শিষ দিতে সুরু করে। ] গোল্ডেন নোট্স্···গোল্ডেন

[ সত্য DC-এ ]

হুইস্‌ল্···গোল্ডেন কর্ড···গোল্ডেন কর্ড!···তুমি তুমি একটা সোনালি রঙের কর্ড দিয়ে ওকে মেরেছ? [ একটু খোঁজে—বিমল ততক্ষণে সুরটা গান করতে সুরু করে ]।

বিমল। [ গান ]

বিড়াল বলে মাছ খাবো না
আঁশ ছোবনা কাশী যাব

[ crosses to DL ]

সেই শুনে বলে ইঁদুর
কপালে টিপ সিঁথের সিঁদুর—
পরে জামা জুতো মোজা
বড় লাটের বিবি হব।
···পরে জামা জুতো মোজা···
পরে জামা জুতো মোজা

সত্য। [ সত্যসিন্ধু যেন বুঝতে আরম্ভ করেছে খুঁজতে আরম্ভ করে। ] মোজা! মোজা কোথায় থাকতে পারে?

বিমল। রান্নাঘরের তাকে। [ সত্যসিন্ধু রান্নাঘরে যাবে বলে বেরতে যায়। ] আরে ধীরে রজনী ধীরে—আমি বলেছিলাম এই ঘরে আছে।

সত্য। কোথায় থাকতে পারে? গোল্ডেন্ লেগ্স্ গোল্ডেন্···!

বিমল। [ গান ]

রাজ বাড়িতে ওই বাজে ঘণ্টা
ঢং ঢং ঢং—ঢং ঢং ঢং
বেলা বহে যায়—
কাজ নাই কাজ নাই মা—

কে আসছে না? [ হলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে। ]

[ MC ]

হ্যাঁ, মিস্টার চৌধুরী পুলিশ। গেট দিয়ে ঢুকছে।

সত্য। [ মরিয়া—বিপন্ন ] একটু ঠেকিয়ে রাখ—দয়া করে—আমায় আর একটা [ MC ]

মিনিট সময় দাও—আমি ভিক্ষে চাইছি···

বিমল। মনে রাখবেন ঘণ্টা বেজে গেছে ঢং ঢং ঢং। [ হল ঘরের দরজার বাইরে যায়। নেপথ্যে ] গুড্ ইভ্‌নিং মিঃ নাগ।

মিঃ নাগ। [ নেপথ্যে ] গুড ইভনিং। [ গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লকে ঢং ঢং করে দশটা বাজতে থাকে। ]

সত্য। ঘণ্টা বেজে গ্যাছে—ঢং ঢং—অফ্ কোর্স দ্য ক্লক্। [ ঘড়ির কাছে ছুটে গিয়ে তার ভেতরে মোজাটা পায়—সেটা পোড়ায়। ]

[ সত্য to upper deck, ঘড়ির মধ্যে থেকে সোজা নিয়ে bedroomএ ফেলে দিয়ে নিচে drink cabinet-এ এসে বসে ]

বিমল [ নেপথ্যে ] আপনি ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন। একটু দাঁড়াতে হল বোধ হয়।

মিঃ নাগ। [ নেপথ্যে ] ঠিক আছে মিঃ নন্দী। আমাদের এরকম অনেক দাঁড়াতে হয়।

বিমল। [ নেপথ্যে ] চলুন তাহলে ভেতরে চলুন।

মিঃ নাগ। [ নেপথ্যে ] এক মিনিট। আমি কন্‌স্টেবল দুটিকে ডাকি—গেটের কাছে থাকতে বলে এসেছি। [ হুইসিলের আওয়াজ পিপি পিপি ] মানে বুড়ো যে রকম ছিটিয়াল যদি বাধাটাধা দেয়। এই যে, আও তুম লোগ্।

বিমল। [ ভেতরে ঢুকে আসতে আসতে ] আসুন ভেতরে আসুন। সত্যসিন্ধু ততক্ষণে নিজের ডেস্‌কে বসে এক মনে পড়ার ভান করছে—যেন কিছুই হয়নি। ] মিস্টার চৌধুরী, থানা থেকে এঁরা এসেছেন—মিঃ নাগ—

সত্য। কাম্ ইন্ জেণ্ট্‌ল্‌মেন—কাম্ ইন্—( ঘুরে তাকায়। কেউ ঢোকেনি। স্তব্ধতা। )

বিমল। সরি, নামটা একটু ভুল বলেছিলাম আমি—ইনি মিঃ ক্যাবলরামের জায়গায় এসেছেন শ্রী নবকলেবর শর্মা। থ্যাংক ইউ ইন্‌স্পেক্টর, আপনাকে আর দরকার হবে না। [ইন্‌স্পেকটরের গলায়] ঠিক আছে মিঃ নন্দী—সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। গুড নাইট। [ নিজের গলায় ] গুড নাইট ইন্‌স্পেক্টর, গুড্ নাইট। [ সত্যসিন্ধু সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত পরাস্ত—সোফায় বসে পড়ে। ]



[ to sofa R ]

কমলার কথাটা জানতে চান না? কাল ও সত্যিই এসেছিল আপনায় খোঁজে। যখন এখানে আমি বলরামের দৃশ্যের প্রস্তুতি করছিলাম। আমি ওকে আস্তে আস্তে সব বললাম—পিস্তল দিয়ে আপনি কীরকম ভোল্কিটা আমায় দেখিয়েছিলেন। ও কিন্তু একটুও অবাক হল না। কারণ কী ধরনের উদ্ভট খেলা আপনি খেলতে পারেন তাতো ও ভালো করেই জানে। লোককে ছোট করে আপনি কী আনন্দ পান। আমি যখন বললাম আপনার সঙ্গে একটা ওই রকম খেলা খেলে আমি বদলা নিতে চাই, ও দেখলাম খুব খুশি হল। যখন সেইজন্যে ওর হেলপ্ চাইলাম—একটা জুতো আর মোজা চাইলাম, তখন ও সঙ্গে সঙ্গে রাজি তো হলই এমনকি নিজে থেকে ওই হারটা পর্যন্ত আমাকে দিয়ে দিলো। কেন জানতে চান? কারণ ও এখন আপনাকে হেট্ করে। এমনকি ওই গোপীনাথ পর্যন্ত আপনাকে ছুচক্ষে দেখতে পারে না। ও আমাকে নিজে বলেছে। আপনি ইচ্ছে করলে কমলাকে এখন ফোন করতে [ to DL ]

পারেন—এবার এসে ও নিজেই ফোন ধরবে। তবে ফোনে ওর সঙ্গে কী আর এমন কথা বলবেন? ও আমাকে বলেছে যে আপনাকে ও এবার ছেড়ে দেবে। এবং আমি এও জানতে পেরেছি যে যতই বাগাড়ম্বর করুন—ওই অলিম্পিক দৌড়নো দূর স্থান, ইস্কুলস্পোর্টসএ দৌড়নোর মুরদও আপনার নেই। গত এক বছর ধরে কমলার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা—কী বলা যায় —প্রায় ভাইবোনের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই না? [ সত্যসিন্ধু দুহাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে। বিমল সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে। ]

[ সিঁড়ি দিয়ে ওঠে ]

সত্য। কোথায় যাচ্ছ?

বিমল। রেখার ফার কোট্‌টা ওর আলমারি থেকে ও নিয়ে যেতে বলেছে। আমরা কুলু-মানালি বেড়াতে যাচ্ছি।

সত্য। ও আর আসবে না এখানে?

বিমল। না। ও বলে হবি সেণ্টারে আর কিছু দিন থাকলে ও পাগল হয়ে যাবে।

সত্য। হবি সেণ্টার মানে?

বিমল। ওটা রিভারসাইড রোডের একটা খেলনার দোকানের নাম।

সত্য। বিমল…

বিমল। বলুন ?

সত্য। তুমি যেও না। বেনাবনে মুক্ত ছড়িও না। রেখা তোমার কদর বুঝবে না—তোমার দাম দিতে পারবে না। সেটা পারি আমি। তুমি বলো, তুমি ঠিক আমারই মতন, যে, জীবনটাকে নিয়ে খেলতে পারো। সংসারে বেশি লোক এটা পারে না। তুমি যেও না—থাকো।

বিমল। থাকব মানে—এইখানে ? আপনার সঙ্গে বাস করব ?

সত্য। হ্যাঁ, অসুবিধেটা কী ?

বিমল। হুঁ, তার আগে আমি হিমালয়ে চলে যাব।

সত্য। প্লিজ, আমারও তো একটা সঙ্গী দরকার।

বিমল। কেন ? আপনার তো খেলা আছে। Games ! আপনার আবার সঙ্গীর দরকার কেন ?

সত্য। অন্তত আমার সঙ্গে খেলার জন্যে ?

বিমল। না। বেশিরভাগ মানুষের সঙ্গীর দরকার হয় বাঁচবার জন্যে। আপনি

[ নেমে আসে ]

সঙ্গী চান খেলবার জন্যে। মিঃ চৌধুরী, নিজের দিকে কখনও ভালো করে তাকিয়ে দেখেছেন ? কখনও ভেবেছেন আপনি কোন জগতে বাস করছেন ? এমন একটা জগতে আপনি পড়ে রয়েছেন যেটা কোথাও এগ্‌জিস্ট্ করে না—যে জগৎটা নাটক-নভেলে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বাস্তব জীবনে যেটার কোথাও অস্তিত্ব নেই। এমন একটা জগৎ যেখানে কোন কাজ না-

[ to DL ]

ক'রে কোন স্ট্রাগ্‌ল্ না-ক'রে পায়ের ওপর পা তুলে বাপঠাকুর্দার জমানো টাকায় বসে বসে খাওয়া যায়—নানা রকমের সখ-সৌখিনতা করা যায়। এ জগৎটা মিউজিয়ম হয়ে গিয়েছে। ডিটেক্‌টিভ্ গল্পের ওপর আপনার এত ঝোঁক কেন কখনও ভেবে দেখেছেন ? তার কারণ সেখানেও আসলে এই জগৎটাই নানানভাবে বেঁচে রয়েছে। বাস্তব জগতের সঙ্গে সেই ছেলে-

[ to DR ]

ভুলোনো জগৎটার কোন মিল নেই। বৃটিশ রাজত্ব আর বাবু কালচারের জগাখিচুড়ি হিসেবে আপনার মত ছচারটি পাক্কাসাহেব এবং দাসদাসী আরদালি বাবুর্চির সঙ্গে সঙ্গে যদি বা আমার মত ছচারটে বাঙ্গাল সেখানে



এসেও পড়ে, তাহলেও তারা সেখানে উপহাসের পাত্র হয়ে ওঠে। বিহারী ওড়িয়া বা অন্য যে কোন অন্য জাত সেখানে ঠাট্টার পাত্র। সেখানকার বেশির ভাগ লোকগুলো চোর, খুনী, সখের গোয়েন্দা, গুলিশ কিন্তু এরা কেউ সত্যি নয় স্বাভাবিক নয়। কোনও সত্যিকারের প্রব্‌লেম—সত্যিকারের জীবনসংগ্রাম—সমাজের কোনও সত্যি চেহারা এই সব গল্পে খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানে মানুষের মানুষকে বোঝার দরকার নেই ভালোবাসবার দরকার নেই—কমিউনিকেট করার দরকার নেই। আপনার ডিটেক্‌টিভ্ গল্প হল এই জগতের গল্প। (pause) সংক্ষেপে বলতে গেলে ডিটেক্‌টিভ গল্প মহৎ মনের খোরাক আদৌ নয়। তা হ'ল অপরিণত কিম্বা বিকারগ্রস্ত চিরশিশুদের মনের খোরাক। এই জগতে বাস করার ইচ্ছে আমার বিন্দুমাত্র নেই। রেখারও না।…আমি কোর্টটা নিতে যাচ্ছি।

[ বিমল ওপরের ঘরে চলে যায় ]

[ বিমল উঠে শোবার ঘরে ঢুকে যায়। সত্যসিন্ধু ভেঙে গেছে—অপমানিত-ক্ষুব্ধ। আস্তে আস্তে উঠে ক্লান্ত পায়ে স্টেজ ক্রস্ করছে, হঠাৎ একটা চিন্তা আসায় থেমে যায়। ]

সত্য। [ স্বগত ] কোর্টটা নিয়ে যাবে—না ? ফার কোট্ ? ঠিক হ্যায়। এবারে বধির ঘুঘু তোমার পরান। [ অবশ্যম্ভাবী হারটাকে জিৎ করে নিতে পারার স্বপ্নে তার মুখচোখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দৃঢ় পায়ে হেঁটে গিয়ে ড্রয়ার থেকে পিস্তল বার করে নেয়। ] ইন্‌স্‌পেক্‌টর, আমি ওঘরে ব'সে কাজ করছিলুম,

[ সত্য crosses to DL from below sofa—stops at DC—then to DL—back to DC ]

এমন সময় এ ঘরে একটা আওয়াজ পেয়ে উঠে এসে দেখি আমার স্ত্রীর দামী ফার কোটটা নিয়ে একটা লোক চলে যাচ্ছে। আমি ওকে বললুম—'দাঁড়াও—নইলে গুলি করব—' লোকটা শুনল না। পালাবার জন্যে দরজার দিকে দৌড় লাগালো। আমি পা লক্ষ্য করেই গুলি করেছিলুম—কিন্তু মনে হচ্ছে উত্তেজনায় হয়ত হাতটাত কেঁপে গুলিটা বেজায়গায় লেগে গিয়েছে। [ বিমল কোটটা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে। কিন্তু সত্য যে পেছনে হাত রেখে পিস্তলটা লুকিয়ে রেখেছে সেটা দেখতে পায় না। ] আমি কিন্তু তোমাকে যেতে দিচ্ছি না—ইউ নো ?

[ at ML ]

বিমল। দিচ্ছেন না? কী করবেন মিস্টার চৌধুরী? গুলি ক'রে মেরে ফেলবেন? সেই চোর চোর খেলা আবার খেলবেন নাকি?

সত্য। হ্যাঁ ঠিক তাই।

বিমল। সে সাহস যদি এখনও আপনার থাকেও তাতে আর এবার কাজ হবে না।

সত্য। কেন হবে না? [ বিমল খানিকটা খবরের কাগজ জোগাড় ক'রে কোট্‌টা খানিকটা র‍্যাপ্‌ ক'রে নেওয়ার চেষ্টা ক'রতে থাকে। ]

বিমল। শুক্রবার রাত্তিরে এখান থেকে ওই রকম কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে

[ বিমল sits to sofa R ]

যাবার পর সারারাত্তির আমার ঘুম এল না। মনে হচ্ছিল আমার সমস্ত দেহমন কে যেন থেঁতলে একেবারে ভেঙে দিয়েছে। আপনার এবং আপনার এই বাড়িটার নোংরা যেন আমার গায়ে লেগে রয়েছে। বাবা একটা কথা বলতেন—মনে পড়ল—"বুঝলি বিমল্যা, বর হইয়া পয়সা কর্। গরীবের জানেরও দাম নাই মানেরও দাম নাই।" পরের দিন সকালে থানায় গিয়ে বললাম সব কথা। একজন এস্. আই মিঃ নাগ—হ্যাঁ, ওই নামে সত্যি সত্যিই একজন আছেন—তিনি আমার মাথায় ব্ল্যাংক ফায়ারের পোড়া দাগটা দেখলেন—চা-টা খাইয়ে অনেক গল্প ক'রলেন—কিন্তু আমার কথা খুব একটা বিশ্বাস ক'রলেন ব'লে মনে হ'ল না। বরং তিনি রেখার আর আমার সম্পর্কের মুখরোচক কেচ্ছা জানতে অনেক বেশি আগ্রহী ব'লে আমার মনে হ'ল। তখন বাবার কথাটা কত সত্যি বুঝতে পারলাম। প্রচণ্ড রাগ হ'ল। এবং তখনই এখানে আসার মতলবটা মাথায় এল। যাই হোক্,

[ to DR ]

মোদ্দা কথা হ'ল থানায় আমি আপনার চোরচোর খেলার কথাটা রিপোর্ট ক'রে এসেছি এবং তারা এনকোয়ারিতে আসতেও পারে।

সত্য। তাহ'লে এখনও আসেনি কেন?

বিমল। জানি না। অ্যাট্ অল্ নাও আসতে পারে। তবে শেষ অবধি পুলিশ যদি নাও আসে, তাহলে এখন আর ফিরেফিরতি চোরের গল্প চ'লবে না। ওরা আর বিশ্বাস ক'রবে না। অতএব আপনি হেরে গেলেন।

সত্য। আমি তোমার একটি কথাও বিশ্বাস করি না।

বিমল। কিন্তু এইটাই সত্য।



সত্য। তুমি মিথ্যে কথা ব'লছ।

বিমল। ইন্‌স্‌পেকটর নাগকে ফোন ক'রে জিজ্ঞেস করুন না।

সত্য। ফোন ক'রে কী জিজ্ঞেস ক'রব? যে বিমল নন্দী আমার সম্বন্ধে

[ to MC above sofa ]

অলরেডী ব'লে রেখেছে কিনা যে আমি চোর চোর খেলতে খেলতে ওকে গুলি ক'রেছিলাম?—আমি অত গাড়োল নই।

বিমল। তা হ'লে আপনার যা অভিরুচি।

সত্য। আমার অভিরুচি আমি তোমাকে গুলি ক'রে মারব। তুমি আমার বাড়িতে ঢুকে আমার বউকে বের ক'রে নিয়ে যাবার পারমিশন চাইবে—আমার পুরুষত্ব নিয়ে ব্যঙ্গ ক'রবে—মিউজিয়মের জগৎ নিয়ে লেকচার দেবে—রোহিতাশ্বকে ঠাট্টা ক'রবে—আর আমি কিছু ব'লব না? ওয়েল, এবারের গুলিগুলো কিন্তু রিয়েল বুলেট্।

বিমল। আমি বাড়ি যাচ্ছি। [ বিমল চলে যেতে যায়—সত্যসিন্ধু গুলি করে।

[ বিমল যখন DC-এ তখন গুলি ]

বিমল যন্ত্রণায় কুঁকড়ে পড়ে যায়। সত্যসিন্ধু তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মাথাটা তুলে ধরে বলতে থাকে। ]

সত্য। মিথ্যেবাদী! তুমি আমাকে মিথ্যে কথা ব'লেছ। শুনতে পাচ্ছ—তুমি একটা বোকা খেলোয়াড়—বোকার মত এক খেলা পরপর তিন বার খেলতে নেই—[ বাইরের দরজায় বেল বেজে ওঠে ]

কণ্ঠস্বর। আমরা থানা থেকে আসছি—দরজাটা একটু খুলুন—

[ সত্য to ML ]

বিমল। খেলাটায় আমারই জিত হ'ল!

[ তার হাসিটা কাশির মত হয়ে যায়—মুখ দিয়ে ঝলক দিয়ে রক্ত উঠে আসে। বিস্মিত চোখে সে রক্তটা দ্যাখে। তারপর মারা যায়। সত্যসিন্ধু দরজার দিকে তাকায়। দরজায় আওয়াজ বেড়ে যায়। সত্যসিন্ধু যেতে গিয়ে আকস্মিক ভাবে Sailor-এর বোতামটা টিপে ফেলে। Sailor হা হা করে হাসতে থাকে। সত্যসিন্ধু দাঁড়িয়ে থাকে—সম্পূর্ণ পরাজিত। যবনিকা। ]

---

Anthony Shaffer-এর Sleuth অবলম্বনে। এই নাটক করার আগে অনুবাদকের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।

BIVAV

Special Summer issue
65th issue

Price : Rs. 15.00 | January—March 96 | Reg. No.
Vol. 18 No. 2 | R.N. No. 30017/76

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NO. ISSN 0970—1885

ভাষা চর্চায়
সৃজনশীল মানুষের
সারা জীবনের সঙ্গী
সংসদ-এর
অভিধান

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড □ কলকাতা ৭০০০০৯